

কুরআনি ভাবনা



শাইখ আব্দিক উলাহ



কুরআনি ভাবনা

-আতিক উল্লাহ

কুরআনি ভাষা: ১

রাবেব কারীমের একজন 'বান্দার' সৌন্দর্য দেখে শহরের নারীরা হাত কেটে ফেলেছে। ইয়া রাব্বাহ, আপনার একজন বান্দা যদি এত সুন্দর হয়, না জানি আপনি কত সুন্দর!

কুরআনি ভাষা: ২

দ্বীন সম্পর্কে জানার একটা পর্যায়ে গিয়ে, কারো কারো মধ্যে কিছু বিচ্যুতি দেখা দেয়। তাদের মধ্যে মুফাসসির বা মুহাদ্দিস হওয়ার শখ জাগে। মুফাসসির হতে গিয়ে, নিজের বুঝ মতোই কুরআন ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দেয়। ভেবে দেখে না, আমি যা বলছি, সেটা সালাফের মানহাজ অনুযায়ী হচ্ছে তো? নাকি কুরআন থেকে গায়ের জোরে যুগোপযোগী সমাধান বের করতে গিয়ে, খোদ নিজেই উৎকট এক জীবন্ত সমস্যায় পর্যবসিত হচ্ছে?

কুরআনি ভাষা: ৩

একজন নারীর কতটা শক্তি? দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে? না না, টিভি মিডিয়া বা ফেসবুকের কথা বলছি না। ঘরে থেকেই একজন নারী কতটা দ্বীনের কাজ করতে পারে? প্রশ্নটা যখনই জাগে, সাথে সাথে একটা শে'রও পাশাপাশি মুখে চলে আসে!

তু মী দা-নী কেহ সূজে কেরাআতে তু
দিগরগে'র ক'রদ তাকদীরে উমার রা।

শে'রটা প্রায়ই মাথায় ঘোরে। আল্লামা ইকবাল মরহুমের চিন্তাগুলো বড়ই অদ্ভুত। যদিকে কারো দৃষ্টি যায় না, তার দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে ঠিক সেখানে হাজির হয়।

বোনের কুরআন পড়া, কুরআন শিক্ষার প্রতি দরদ, কুরআনের শিক্ষার প্রতি অবিচল আস্থা দেখে উমার ঈমান এনেছিলেন। এ-ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেই আল্লামার সুগতোক্তি:

তুমি তো জানই তোমার তিলাওয়াতে কতটা শক্তি!
উমারের মত মানুষের তাকদীরই বদলে দিয়েছে!

প্রিয় সাহাবী! রাদিয়াল্লাহু আনহু।
শী'আ কাফের।

কুরআনি ভাষা: ৪

কিছু মানুষ থাকে, তাদের সাথে কথা বলতে দাঁড়ালে কোন ফাঁকে সময় পেরিয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। গত পরশু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুরু হল। ঈশার পর থেকে। কোন ফাঁকে সাড়ে এগারটা বেজে গেল, আল্লাহই ভাল জানেন। একই জায়গায় সাড়ে বারটা বাজার রেকর্ডও আছে। সাধারণত তিন কি চারজনই থাকে এই বিশেষ 'কিয়ামুল লাইলে'(!)।

যত বিষয় নিয়েই আমাদের কথা হোক, শেষ মুহূর্তে এসে কুরআন কারীমে ঠেকবেই। সেদিনও তাই হল। কালও একই অবস্থা। প্রতিবারই তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন:

-তिलाওয়াত কেমন চলছে?

এবার আমিই প্রশ্ন করলাম:

-তिलाওয়াতের তাওফীক কেমন হচ্ছে!

আসলে কুরআন কারীম নিয়ে যতই সময় কাটানো হোক, গবেষণা করে কাগজের বিশাল স্তূপ দিয়ে ফেললেও, তिलाওয়াতের বিকল্প কিছুই নেই। বেশি বেশি তिलाওয়াত করতেই হবে। এটার মত শক্তিশালী আমল আর কিছু নেই। তिलाওয়াত মানে হল, ডিরেক্ট কল। ডাইভার্ট কল নয়। প্রতিবার 'কিয়ামুল লাইলের' পর তिलाওয়াতের মান ও পরিমাণ বেড়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

কুরআনি ভাষা: ৫

আমাদের কথা হচ্ছিল, দোকলাম আর চিকেন নেক নিয়ে। অবাক হয়ে দেখলাম, দৈনিক পত্রিকার, অনলাইন পোর্টালের প্রায় সব খবরই তার নখদর্পণে থাকে।

দোকলাম নিয়ে চীন-ভারতের দ্বৈরথ, দার্জিলিংয়ের চিকেন নেক নিয়ে

ভারতের থরহরি কম্পমান অবস্থা, মার্কিনী গুয়াম ঘাঁটিতে হামলার জন্যে উত্তর কোরীয় ‘রাজার’ হুমকি, সবই তার আয়ত্তে।

কিন্তু বিশটা মিনিট কুরআন কারীমের জন্যে ব্যয় করার ফুরসত মেলে না। কখনো সালাতও পিছিয়ে যায়! মিডিয়া অাজ এক প্রচণ্ড ঈমানথেকো দানবে পরিণত হয়েছে।

কুরআনি ভাষা: ৬

কুরআন কারীম তিলাওয়াত করলে, স্বভাবে কোমলতা আসে।
কুরআন কারীম হিফয করলে, মর্যাদা বুলন্দ হয়।
বিষন্ন মন নিয়ে তিলাওয়াত শুরু করলে, অল্পক্ষণেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।
কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকলে, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।
কুরআন কারীমকে কলবে স্থান দিলে?
সে কলব থেকে দুনিয়া বের হয়ে যায়।
সে কলবে সুখ-সৌভাগ্য এসে বাসা বাঁধে।
সে কলবলওয়ার জীবনে বরকতের বান ডাকে।
ধন্য হোক, কুরআন দ্বারা পূর্ণ হৃদয়, কুরআন দ্বারা সজ্জিত হৃদয়।
ইয়া রাব, আমাদেরকে এমন মানুষের অন্তর্ভুক্ত করুন।

কুরআনি ভাষা: ৭

কুরআন কারীমে হৃদয় (قلب) কঠোর বা নির্দয় (قسوة) হয়ে যাওয়ার কথা আছে। এটি একটি মানসিক ব্যাধি। এর প্রতিক্রিয়া কি?
কঠোর হৃদয় বললে, আমরা সাধারণত বুঝি, মনে দয়ামায়া নেই। রুঢ় স্বভাবের। পাষণহৃদয়। কঠোর রুক্ষ স্বভাব। ব্যাপারটা মূলত এমন নয়। কুরআনী কাসাওতে কলব (قساوة قلب) বা রুক্ষ স্বভাব চেনার প্রধানতম আলামত হল, ইবাদতের প্রতি অনীহা থাকা। ঈমানী কাজের প্রতি বিমুখ থাকা।
আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মন সায় না দেয়া। অবশ্য শাব্দিক অর্থ ধরলে, রুক্ষ স্বভাবের অধিকারীই বোঝায়। কিন্তু সেটা বোঝানো বোধ হয় কুরআনের উদ্দেশ্য নয়।

আমিও এতদিন ভুল ধারনার মধ্যে ছিলাম!

কুরআনি ভাষা: ৮

শয়তানের কাছে অত্যন্ত বিপদজনক বিষয় হল, আমার কুরআন কারীম নিয়ে বসা। শয়তান তার সর্বশক্তি ব্যয় করে আমাকে কুরআন কারীম থেকে দূরে সরাতে। নানা সুন্দর সুন্দর বিকল্প সামনে রাখতে থাকে। আমার মতো দুর্বল বান্দারা সেইসব প্রলোভন এড়াতে পারে না। ফাঁদে পড়ে যায়।

কুরআনি ভাষা: ৯

সব সময় কুরআন কারীম নিয়ে থাকেন। কুরআন কারীম নিয়ে গবেষণা করেন। কুরআন কারীম বিষয়ক বিশাল বিশাল গ্রন্থ লিখেন। সারা জীবন কুরআন কারীম নিয়ে কাটিয়েছেন। এমন মানুষও কিন্তু হেদায়াত থেকে দূরে থাকতে পারেন। মৃত্যুর সময় কালিমাহীন থাকতে পারেন। হেদায়াত এক আজীব নেয়ামত।

কুরআনি ভাষা: ১০

রাবের কারীম অনেক সময় অনীহ বান্দাকেও হেদায়াত দিয়ে দেন। এমন অনেক ঘটনা আছে, কুরআন কারীমের ভুল বের করার নিয়তে কুরআন নিয়ে বসেছে।
দুয়েক আয়াত পড়েই হেদায়াতী বুঝ পেয়ে গেছে। জাহান্নাম নিতে এসে জান্নাত নিয়ে ফিরে গেছে।

কুরআনি ভাষা: ১১

কুরআন কারীম নিয়মিত পড়া হয়, কুরআন কারীম বোঝার জন্যে মেহনতও করা হয়, কিন্তু কুরআন কারীমের আলো কলবে প্রবেশ করে না! দেখা যায়, বিরাট বড় কুরআন গবেষক, কিন্তু নিজের মধ্যে নূনতম সুন্নাত নেই। কুফরের সাথে আপোষ! ত্বগুতের সাথে আপোষ!
এর কারণ কি? উত্তরটা আল্লামা ইবনে কুদামা রহ.-এর একটা উক্তির নির্যাসে পাওয়া যেতে পারে:

-কুরআন কারীমের আলো না আসার কারণ হল:

ক. কুরআন কারীম নিয়ে মেহনত করে, পাশাপাশি নানাবিধ গুনাহেও লিপ্ত থাকে।

খ. কিবর-অহংকার নিয়ে কুরআন পড়তে বসে।

গ. ধর্মকর্ম পালনের পাশাপাশি, দুনিয়ার রূপরসগন্ধও ইচ্ছামত গ্রহণ করে।

এসবের কারণে কলবে

ক. জুলমত (অন্ধকার) ফয়দা হয়।

খ. জং ধরে যায়।

কুরআতি ভাষ্য: ১২

কুরআন কারীম হল ধনভাণ্ডারের মত। কাউকে বিশাল এক ধনভাণ্ডারের চাবি দিয়ে যদি বলা হয়, তোমার যত ইচ্ছা দু'হাত ভরে হীরাজহরত-মণিমুক্তা নিয়ে নাও! মানুষটা হাতে তো নিবে নিবে কসরত করে গিলেও কিছু মুক্তা নিয়ে আসতে চাইবে। তার আঁশ না মেটা পর্যন্ত ধনভাণ্ডার ছেড়ে একচুলও নড়তে চাইবে না।

কুরআন কারীম ইলমের মণি-মুক্তায় ভরপুর। তবুও কুরআন নিয়ে বসতে মন চায় না। বসলেও কখন উঠব তার জন্যে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চোখ যায়। বারবার হই ওঠে। নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা মনে পড়ে যায়। অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টোটা!

কুরআতি ভাষ্য: ১৩

বাবা-মা, বিবি-বাম্মার প্রতি আমার কেমন দরদ, সেটা মাপা যায়। তার গভীরতা অনুমান করা যায়। আচরণ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, যাপিত জীবন দিয়ে। আল্লাহর প্রতি আমার ভালবাসা কতটা গভীর, সেটাও মাপা যায়। কুরআন কারীমের প্রতি আমার ভালবাসা কতটা গভীর, সেটা দিয়ে।

কুরআতি ভাষ্য: ১৬

কুদস শরীফে মুসলমানদের প্রবেশ ও বিজয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. মেরাজের রাতে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রবেশ

ছিল আত্মিক বিজয়।

খ. উমার রা. এর প্রবেশ ছিল 'সামরিক বিজয়'।

গ. ভবিষ্যতে কুদসে মুসলমানদের প্রবেশ হবে 'সার্বিক বিজয়'। এরপর মুসলমানদের আর পরাজয় থাকবে না। এটা আল্লাহর ওয়াদা। তার ওয়াদা কখনো ব্যতিক্রম হয় না।

আলআকসার মর্যাদা নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়:

ক. আল্লাহ তা'আলা এটাকে উর্ধ্বজগতের দরজা বানিয়েছেন। মেরাজের রাতে নবীজি এখান থেকেই উর্ধারোহণ করেছিলেন।

খ. নবীজি উর্ধ্বজগত থেকে ফেরার সময়ও আকসাতে নেমেছিলেন।

গ. আল্লাহ তা'আলা আকসার চারপাশকে বরকতময় বলে ঘোষণা করেছেন।

কুরআন কারীমের লেখনশৈলি (رسم الخط)-ও আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত (توقيفي)। আমরা সাধারণত আকসা লেখার সময় লিখি (الأقصى)। কিন্তু কুরআন কারীমে লেখা হয় (الأقصا)। শেষে একটা লম্বা ঋজু আলিফ (إ) মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটাকে বিস্তৃত আলিফ (إ) বলা হয়। মনে হয় এটাই বোঝানো হয়েছে, আলিফ যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আলআকসাও এভাবে যুগের পর যুগ সমুন্নত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।
নির্ভিক! স্বাধীন!

আলআকসাকে আপন মর্যাদায় অভিষিক্ত করার দায়িত্ব আমাদের উপর! সেজন্য আমাদেরকে হতে হবে 'আলিফের' মতোই ঋজু! দৃঢ়চেতা! টানটান সীনা!

কুরআনি ভাবনা: ১৪

কুরআন কারীম নিয়ে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মনীষীগণ নানারকম মন্তব্য করেছেন। যে যার বুঝ মতো মতামত প্রকাশ করেছেন। ভালোলাগার অনুভূতি জানিয়েছেন। এসব মন্তব্য ও অভিব্যক্তিগুলো খুঁজে খুঁজে পড়লে, কুরআন কারীমের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নতুন করে বাড়তি ভালবাসা জন্মায়।

কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতই অফুরন্ত শক্তির আধার। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করলে, বারবার একই আয়াত পড়তে থাকলে, মনের দুঃখ দূর হয়। যাবতীয় দুশ্চিন্তা উবে যায়। জীবন ও কর্মে প্রভূত বরকত আসে। আমরা চর্মচক্ষে এসব বরকত দেখতে পাই না। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের অগোচরেই নানাবিধ বরকতে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে দেন। নবীজি সা. একটা আয়াত পড়ে পড়েই সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

কুরআন কারীম পড়ার সময় বোঝার চেষ্টা করা। আরবী না জানলেও, অন্ধকারে হাতড়ানোর মত হলেও অর্থটা অনুভব করার চেষ্টা করা। কুরআন পড়া মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। তখন মনকে সব চিন্তা থেকে অবমুক্ত করে নিলে, অফুরন্ত লাভ। আমি আল্লাহর কথা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আল্লাহ তো আমার কথা বুঝতে পারছেন! আমি যে তারই কথা উচ্চারণ করছি! আমার এই না-বোঝা আবৃত্তি শুনে তিনি কি খুশি না হয়ে পারেন? আমাকে তার নৈকট্য দান না করে পারেন?

সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ সর্বোৎকৃষ্ট সর্বোপকারী ইলম হল, আল্লাহকে চেনার ইলম। আল্লাহকে চেনার ইলম অর্জনের অব্যর্থ কার্যকরী পদ্ধতি হল:
ক. কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর কর।
খ. সৃষ্টিজগত নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুব দেয়া।

এক আরব খ্রিস্টানের সরল স্বীকারোক্তি:

-আপনি সব সময় এত হাসিখুশি কিভাবে থাকেন?

-আমি প্রতিদিন শোয়ার আগে একটা কাজ করি।

-কী কাজ?

-ভাল করে গোসল করে, কুরআন খুলে কয়েকটা ‘ভার্স’ বাইবেলের মতো

সুর করে করে পড়ি! আগে আমার অনিদ্রা রোগ ছিল, একজন ‘দরবেশ’ আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল। এখন রাতে আমার গভীর ঘুম হয়। আগে আমি বিষন্ন রোগে ভুগতাম! এখন দিনের পর দিন আমার একবারও মন খারাপ হয় না।

অথচ, মাসের পর মাস চলে যায়, আমি একবারও কুরআন কারীম খুলে বসি না!

কুরআনি ভাষা: ১৯

- সারাক্ষণ এমন মনমরা ভাব নিয়ে থাক কেন?
- কী করবো, কিছুই ভাল লাগে না! কিছু খেতে ইচ্ছে করে না! কথা বলতে মন চায় না। ঘর থেকে বের হতে মন সায় দেয় না।
- তুমি সূরা তুল ইনশিরাহ (আলাম নাশরাহ) নিয়মিত পড়তে থাক!
- কখন কয়বার পড়ব?
- কোনও ক্ষণটন ছাড়াই যখন তখন পড়তে থাক! হিশেব ছাড়া! গোণা ছাড়া!

- হুজুর! আমার অসুখ কেটে গেছে!
- কুরআন কারীম হল ‘শিফা’ আরোগ্য। উপশমের নিকেতন।

কুরআনি ভাষা: ২০

মানব জীবন অনেক ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনেক লোকসানের মুখোমুখি হয়। সবচেয়ে বড় লোকসান হল, মন থেকে আল্লাহর ভয় চলে যাওয়া।
আল্লাহর কালামের ভালোবাসা চলে যাওয়া। অন্য কিছু দিয়ে এ-ক্ষতির ঘাটতি পূরণ সম্ভব নয়। একমাত্র কুরআন কারীমই পারে শূন্যস্থান পূরণ করতে।

কুরআনি ভাষা: ২১

আমি কি ক্ষতিগ্রস্ত? অনেক টাকা মার গিয়েছে? ঘরবাড়ি বানের জলে ভেসে গেছে? কুরআন কারীমের ছোট সূরা ‘আসর’ প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে রেখেছে! আমি চাইলে যাচাই করে নিতে পারি, আমি ক্ষতিগ্রস্ত না

লাভবান!

আমার ঈমান আছে?

আমি কি নেক আমল করি?

আমি কি অন্যকে 'হকের' উপদেশ দেই?

আমি কি অন্যকে 'সবরের' উপদেশ দেই?

কুরআতি ভাষা: ২২

একজন কানাডিয় বিজ্ঞানী সূরাতুল মাসাদ (তাব্বাত ইয়াদা) পড়ে হেদায়াত পেয়ে গেছে! আমি পুরো কুরআন পেয়েও কেন হেদায়াতের উপর অটল থাকতে পারব না? আমি কলবকে বন্ধ করে রাখলে, হেদায়াত কিভাবে প্রবেশ করবে? কুরআন বলে একটা, আমি বুঝি আরেকটা!

কুরআতি ভাষা: ২৩

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন কারীমে যেসব ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল, সেটাই কুরআন কারীমের মূল উদ্দেশ্য। যেসব ব্যাখ্যা চৌদ্দশ বছর পর প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা কুরআন কারীমের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। কিছু মানুষ কুরআন কারীমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন! এটা বিপদজনক এক কাজ। কারণ বিজ্ঞান প্রায়ই তার ধারা বদলায়! কিন্তু কুরআনে কোনও পরিবর্তন নেই। রদ-বদল নেই।

কুরআতি ভাষা: ২৪

কুরআন কারীমের ভালবাসা প্রথমে আলেমগণের মধ্যে আসতে হবে। তাহলে তাদের দেখা দেখি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও কুরআনের ভালোবাসা আসবে। আলিমদের মধ্যে কুরআনী ভালবাসা কিভাবে আনা যায়? এর অনেক পদ্ধতি আছে। প্রাথমিক চেষ্টা হিশেবে দুটি কিতাব পড়া যেতে পারে!

১: ফাযায়েলুল কুরআন। আল্লামা আবু ওবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম রহ.।

২: আখলাকু হামালাতিল কুরআন। আল্লামা আবু বকর বিন মুহাম্মাদ আজুরি রহ.।

ইমাম নববী রহ.-এর কিতাবটাও বেশ উপকারী। আজুরি রহ. তার

কিতাবে, হামিলে কুরআন মানে যারা কুরআনের ধারক-বাহক হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে ৪১টা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সুবহানাল্লাহ! প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজের মাথাটা লজ্জায় হেঁট হয়ে গিয়েছে! প্রশ্নগুলো ইনশাআল্লাহ, আলাদা করে দেয়ার চেষ্টা করবো।

কুরআনি ভাষা: ২৬

জীবনের বেশির ভাগ সময় কুরআন কারীম বোঝার মেহনত ছাড়া অন্য কিছুতে কেটে গেছে! এটা ভেবে এখন ভীষণ অনুতাপ বোধ হয়!

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. শেষ জীবনে কারাবন্দী থাকাবস্থায় এ আক্ষেপ করেছিলেন। সত্যিই আক্ষেপ করার মতোই ব্যাপার! এমন সুনিশ্চিত লাভজনক কাজ বাদ দিয়ে কোনও বুদ্ধিমান অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হবে?

কুরআনি ভাষা: ২৬

পানে চুন বেশি হয়ে গেলে, জিহ্বা পুড়ে যায়। বেশি গরম চা খেলে মুখ পুড়ে যায়। তখন ভাত খেতে কষ্ট হয়। ঝাল কিছু খাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। অনেক মজার খাবারও বিস্মাদ হয়ে যায়।

গুনাহ করতে করতে আমার কলবটাও নষ্ট হয়ে গেছে। আমলনামা কালো হয়ে গেছে। এখন আর কুরআন কারীম ভাল লাগে না। কুরআন কারীমের স্বাদ কলবে লাগে না। কুরআনের আয়াত কলবে দাগ কাটে না। উল্টো কুরআন পড়তে বসলে কষ্ট লাগতে শুরু করে। নানা ছুতোর হা-পিত্যেশ শুরু হয়ে যায়।

কুরআনি ভাষা: ২৭

কুরআন কারীম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো আমার আশেপাশে কত কী আছে! আমার ঘরে কেউ কুরআন নিয়ে বসে না। আমার বন্ধুদের কেউ কুরআন নিয়ে ভাবে না। চারপাশের প্রায় সবকিছুই আজ কুরআনবিমুখ। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, সমাজ-রাষ্ট্র, পাঠক্রম সবই কুরআনবিমুখ। পাশাপাশি আমাকে কুরআনবিমুখ করে তোলার জন্যে কুফরিশক্তির নানা সক্রিয় আয়োজন তো আছেই!

কিন্তু আমি এসব বাধাকে গোণায় ধরতে যাবো কেন? দুনিয়াবী কাজে কি

আমি বাধা মানি? বিষয়কে পরোয়া করি? তাহলে কুরআনের ব্যাপারে কেন বাধা মানবো? জ্ঞানীরা তার কাজে বাধা পেলে থমকে যায় না। হোঁচট খায় না। আমিও যত বাধাই আসুক, কুরআনকে ছাড়বো না! ইনশাআল্লাহ!

কুরআনি ভাষা: ১৮

একটু আগের কথা। মাদরাসার মাতব্যাখে ভাত নেই। তরকারিও নেই। দুপুরে খাওয়া হয়নি। খুঁজে পেতে সকালের কিছু পান্তাভাত পাওয়া গেল। তাই সই! একটা কাঁচা মরিচ আছে কি না দেখা! জি! আছে! লে আও! খানা লাগাও! আসরের পর, দুপুরের খাবার খেতে খেতে মনে হল, আমি পেটের ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে, হাতের কাছে যা পেয়েছি, তাই গোগ্রাসে গিলতে বসে গেছি! কই কুরআন কারীম নিয়ে তো এভাবে বসি না! ভাতের ক্ষুধার চেয়ে কুরআনের ক্ষুধা কি কম গুরুত্বপূর্ণ? ভাত দিয়ে উদরপূর্তি করার চেয়ে কুরআন দিয়ে কলবপূর্তি করা কি কম গুরুত্বপূর্ণ? কতশত ছুতোনা! কুরআন কারীম তো সকালে পড়া হয়! মসজিদে গিয়ে পড়া হয়! এখন অসময়ে কেন কুরআন নিয়ে বসা? ওজু নেই যে! আরে পাজি! তোর পেটের ক্ষুধার যদি কোনও সময়-অসময় না থাকে, কলবের ক্ষুধার কেন সময়-অসময় থাকবে! তুই তোর পেটের জ্বালা সইতে না পেরে এক শানকি পান্তাভাত মুহূর্তেই উড়িয়ে দিলি! কলবের জ্বালা সইতে না পেরে কি একটা পারা খতম করতে পারিস না? নিদেনপক্ষে একটা পৃষ্ঠা? অন্তত একটা আয়াত? কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ কুঁচো দিয়ে?

কুরআনি ভাষা: ১৯

গুনাহ করতে করতে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকলেও একটিবার শুধু সাহস করে খাসদিলে কুরআন কারীম নিয়ে বসলেই হল। মনটা নরম হয়ে আসবে! দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠবে! রবের প্রতি মনটা বিনয় হয়ে উঠবে! তাওবার প্রতি মনটা আগ্রহী হয়ে উঠবে! কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা ও তিলাওয়াত শোনার মধ্যে আজীব এক 'আসর'। অদ্ভুত এক প্রভাব! গুনাহের দরিয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে কুরআন কারীমই হতে পারে মুক্তির 'ডিঙ্গি'। মনপবনের নাউ!

বিবির স্বামীর কাছে কত ধরনের আবদার করে! বায়না ধরে! স্বামীও বিবির কাছে নানা কিছু কামনা করে! কোনও বিবির কাছে স্বামীর পানরাঙা ঠোঁট ভাল লাগে! কোনও স্বামীর কাছে বিবির মেহেদীরঙা হাত ভাল লাগে!

তারা একে অপরের কাছে যেভাবে নানা রঙে রঙিন ‘বস্তু’ কামনা করে, তদ্রূপ যদি কুরআনরঙা কলব কামনা করত, তাহলে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানই আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে উঠত! বলাবাহুল্য আল্লাহর রঙের চেয়ে সুন্দর রঙ আর কী হতে পারে?

পরিচিত এক হুজুরনি বিবি তার হুজুর ‘মিঞার’ কাছে আন্ডার জুড়েছে! বাহিরে গেলে খয়ের দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট-জিভ লাল করে আসতে পারেন না? স্বামী তার সোহাগী পানরসিক বিবিকে বেরসিকের মতো উত্তর দিয়েছে, তুমি তোমার কলবকে কুরআনি রঙে রঙিন করে রাখতে পার না?

কুরআন কারীম পবিত্রতম কিতাব। সুন্দরতম কিতাব। পূর্ণতম কিতাব। বিশুদ্ধতম কিতাব। ছোটদেরকে প্রথম থেকেই কুরআনের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়া। ছোট ছোট সূরা দিয়ে শুরু হবে। উঠতে-বসতে, মন খারাপ হলে, ঘুমুতে যাওয়ার সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, বের হওয়ার সময়, খেতে বসলে, খেয়ে উঠলে! সব সময়ই অল্প কিছু হলেও তারা যেন মুখস্থ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কুরআন কারীম যেন তাদের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে যায়। আত্মার সঙ্গী হয়ে পড়ে।

বর্ষাকালে, পুকুর বা নদীর উঁচুনিচু ঢাল ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে থাকে। ছেলেবেলায় মজার এক খেলা ছিল পাড়ের উপর থেকে পিচ্ছিল খেয়ে সাঁই সাঁই করে পানিতে গিয়ে পড়া। কোনও কসরত করতে হত না, হাত-পা চালাতে হত না, জায়গামতো কায়দামতো বসলেই হল, সুড়-ৎ করে পানিতে!

সাধারণত বইপত্র পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হয়, উল্টাপাল্টা কোনও তথ্য আছে কি না! আদর্শিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ক কোনও কিছু আছে কি না! পা টিপে টিপে আগাতে হয়! যাতে ভুল চিন্তার পিচ্ছিল পাড়ে হাঁটতে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে না পড়ি! এজন্য বড় সতর্কতার সাথে বই বাছতে হয়। এমনকি ধর্মের নামে প্রকাশিত বইও আজকাল নিরাপদে পড়ার জো নেই! কে কোথায় তার ভুল চিন্তা দিয়ে বসে আছে! কিন্তু কুরআন কারীম? এক লা-জওয়াব কিতাব! আরামছে পিচ্ছিল খেয়ে এগিয়ে চলো! নিশ্চিত নির্ভুল এক পথ! কুরআন কারীম নিয়ে বসলেই হল, বাকিটুকুর দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার! চোখ বুজে গন্তব্যে পৌঁছে যাবো! সূরা ফাতিহা দিয়ে ‘ফাতহ’ করে মজার এক সফর শেষ করে ‘নাস’ হয়ে বেরোব!

কুরআনি ভাষা: ৩৩

আল্লাহ তা‘আলার দু’টি কিতাব! একটি কিতাব পাঠযোগ্য আরেকটি দর্শনযোগ্য। কুরআন কারীম ও বিশ্বজগত। কুরআন কারীম পাঠের জন্যে। বিশ্বজগত দেখার জন্যে। দু’টি কিতাব যাবতীয় ইলম ও হিদায়াতের উৎস। কিতাব দু’টি থেকে আমরা আল্লাহ তা‘আলার ‘সুনান (রীতিনীতি)’ ও ‘ফিতরাত (স্বভাবপ্রকৃতি)’ জানা যায়। এসব সুনান ও ফিতরাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বজগতকে পরিচালনা করেন। তবে দুই কিতাবের গবেষণার ফলাফলে পার্থক্য আছে। বিশ্বজগত নিয়ে গবেষণা করে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেটা প্রামাণ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়। সঠিক হতে পারে ভুলও হতে পারে। কিন্তু কুরআন কারীম থেকে প্রাপ্ত ইলম শতভাগ সত্য ও সুনিশ্চিত।

কুরআনি ভাষা: ৩৪

কেউ কূপে বা গভীর কোনও গর্তে নামলে উপর থেকে একটা রশি নামিয়ে দেয়া হয়। রশির এক মাথা থাকে উপরে অপেক্ষমান সহযোগীদের হাতে, আরেক মাথা থাকে নিচে নামা ব্যক্তির কাছে। এতে করে নিচে নামা মানুষটার মনে সাহস থাকে! তার মধ্যে উঠে আসার আশা থাকে! কুরআন কারীমও আল্লাহর পক্ষ থেকে নামিয়ে দেয়া রশি। কূপের রশি ছিঁড়ে যেতে পারে, উপরে থাকা মানুষগুলোষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে

পারে! কিন্তু কুরআনি রশি কখনোই ছিঁড়বে না। এই রশির অপর প্রান্তে থাকা সত্তা কখনো ওয়াদার খেলাফ করেন না। পরম নিশ্চিত্তে আমরা কুরআনি রশিকে আঁকড়ে ধরতে পারি। নির্ভার মনে নিজের জীবনকে কুরআনি রশির ওপর ছেড়ে দিতে পারি!

কুরআনি ভাষা: ৩৫

পাখি ডানা মেলে শূন্যে উড়ে যায়। মাছ তার লেজ দিয়ে সাঁতার কাটে। আমরা পা দিয়ে হাঁটি। আমরাও চাইলে শূন্যে উড়তে পারি। শূন্যে উড়তে ডানা লাগে। কুরআন কারীম আমাদের ডানা। এই ডানায় ভর করে আমরা পৃথিবীর সীমা পেরিয়ে উর্দ্ধজগতে পৌঁছে যেতে পারি। জান্নাতের মোহনীয় বালাখানায় চক্রর দিতে পারি। আরশের ছায়াতলে পৌঁছে যেতে পারি। হাউজে কাউসারের সুমিষ্ট পানীয় পান করতে পারি। সুন্দরী হরদের রূপসুধা পান করতে পারি। পৃথিবীর সেরা মানুষ নবীগনের সাথে সময় কাটাতে পারি!

কুরআনি ভাষা: ৩৬

রামাদান এলে কুরআন কারীমের প্রতি বাড়তি আগ্রহ তৈরী হয়। অনেকেই একটা খতম দেয়ার চেষ্টা করে। কুরআন কারীম শিখতে চেষ্টা করে। বুঝতে চেষ্টা করে। তারাবীহতে শোনার মেহনত করে। এভাবে যদি পুরো বছর কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকা যেত, আমার অবস্থাই আমূল বদলে যেত।

কুরআনি ভাষা: ৩৭

একটা গল্প আছে, ছেলেকে তেতো ক্যাপসুল খাওয়ানো যাচ্ছে না। সবাই মিলে বুদ্ধি বের করল, ছেলে মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। ক্যাপসুলটা মিষ্টির মধ্যে দিয়ে গিলে ফেলতে বলা হবে। ছেলেও সেয়ানা কম নয়।

-বাবু মিষ্টি খেয়েছ?

-জি! খেয়েছি! আর মিষ্টির বিচিটা ফেলে দিয়েছি।

কুরআন কারীমও আজ আমার কাছে তেতো ক্যাপসুলের মতো হয়ে গেছে। কুরআন কারীম গেলাতে আজ আমার জন্যে ‘ছানাবালুশা’র বাড়তি আয়োজন রাখতে হয়। দুষ্ট মন মিষ্টি খেয়ে ‘বিচিটা’ ফেলে দিতে উদ্যত

হয়। আরও কার্যকরী কোনও উপায় খোঁজার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

বাচ্চারা সরাসরি কুরআনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে না, এটা জানা কথা। কিন্তু তাদের উপযোগী করে কুরআনের আয়াতগুলো উপস্থাপন করতে পারলে, তারা বিচি বলে ফেলে দিবে না। এক্ষেত্রে মিষ্টিটা হতে পারে, একটা শিক্ষণীয় গল্প। হতে পারে একটা ঘুমপাড়ানি ‘সুর’। হতে পারে কোনও পুরস্কারের অবয়বে উৎকীর্ণ। একটা গল্প বলা হয়, ফাঁকে একটা আয়াতও দিয়ে দেয়া হল। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একটা পুরস্কার দেয়া হল, তার গায়ে লিখে দেয়া হল একটা আয়াত! এ-ব্যবস্থা শুধু কি ছেলে? বুড়োদের জন্যে আজ কুরআনি মিষ্টি চাই! হরেক রকম মিষ্টি।

কুরআনি ভাষা: ৬৮

বাচ্চাদেরকে কুরআন পড়তে শেখানো হয়! মনে করি বাচ্চা বয়েসে কুরআন পড়তে শিখবে, বুড়ো বয়েসে কুরআন বুঝতে শিখবে। এমনকি মাদরাসাগুলোতেও এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। অথচ কুরআন কারীম ছেলে-বুড়ো সবার জন্যে। যদিও শিশুর উপর কুরআনী আইন বর্তাবে না, তবুও চেষ্টা করলে, একটা শিশুও কুরআন কারীম বুঝতে পারে। শিশুকে শিশুর ভাষায় কুরআন কারীম বোঝাতে হবে। প্রতিদিন একটা আয়াত শিখলেও দশ বছরের আগেই তার পুরো কুরআন কারীমের অর্থ শোনা হয়ে যাবে। আর সব আয়াত তার শোনার দরকার নেই হয়তো, তবে বিশেষ বিশেষ আয়াতগুলো তো তাকে নিয়মিতই শোনানো যেতে পারে। গল্পচ্ছলে। হাসিচ্ছলে। আদরচ্ছলে। সোহাগচ্ছলে। শাসনচ্ছলে।

কুরআনি ভাষা: ৬৯

ভাল লাগে যখন দেখি কেউ সকাল ছাড়াও কুরআন নিয়ে বসেছে। মসজিদ ছাড়াও অন্য কোথাও কুরআন নিয়ে বসেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কুরআন নিয়ে বসেছে। ক্লাসের বিরতিতে কুরআন নিয়ে বসেছে! চট করে একটা আয়াত হলেও পড়ে নিচ্ছে। একটা লাইনে হলেও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। ছোট্ট একটা সূরা হলেও পড়ে নিচ্ছে।

কুরআনি ভাষা: ৪০

কুরআন কারীম হৃদয়ের প্রশান্তি! আত্মার সঞ্জীবনী সুখ। নিরাশার আশা। কুরআন কারীমে গল্প খুঁজলে গল্প পাওয়া যায়। ইতিহাস চাইলে ইতিহাস পাওয়া যায়। শিক্ষা চাইলে শিক্ষা পাওয়া যায়। উপদেশ চাইলে উপদেশ পাওয়া যায়। দুনিয়া চাইলে দুনিয়া পাওয়া যায়। আখেরত চাইলে তো পাওয়া যায়ই।

কুরআনি ভাষা: ৪১

মায়ের দুধ খাওয়া হয় দুই থেকে আড়াই বছর। একটা গরুর দুধ পাওয়া যায় বছরখানেক। মধুর চাকে মধু পাওয়া যায় একবার। গাছে ফল পাওয়া যায় বছরে একবার! খেজুর গাছের রসও বছরে একবার মেলে। কিন্তু কুরআন কারীম বারোমাসই ফল দেয়। সপ্তাহে সাতদিনই রস দেয়। দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই দুধ দেয়। ঘণ্টায় ষাট মিনিটই মধু দেয়। মিনিটে ষাট সেকেন্ডই সুখা বর্ষণ করে। কুরআন কারীম এক জীবন্ত বৃক্ষ। বারোমাসে। চিরদিনের। আজীবনের। এপার ওপার দুকূলের।

কুরআনি ভাষা: ৪২

একটু চুইংগাম নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর তেতো আর নিরস লাগতে শুরু করে। একটা ফল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত আঁটিতে গিয়ে থামতে হয়। কিন্তু কুরআন কারীমের একটা আয়াত যতই চিবুতে থাকব ততই রস বেরোতে থাকবে। যত বেশি চিবুব তত বেশি সুস্বাদু রস নিঃসৃত হতে থাকবে। লেবু বেশি চিবুলে তেতো হয়ে যায়। কুরআন বেশি চিবোলে আরও বেশি মিষ্টি হয়ে যায়। একটা আয়াত যতবেশি বার পড়বো, ততবেশি হীরা জহরত বের হতে থাকবে।

কুরআনি ভাষা: ৪৩

সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলে থমকে দাঁড়াই। সুন্দর একটা মানুষ দেখলে আড়চোখে তাকাই। সুন্দর একটা পাখি দেখলে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। কিন্তু এই চেয়ে থাকার প্রতি নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত আকর্ষণ থাকে!

একটা সময় আগ্রহ ফিকে হয়ে যায়। সৌন্দর্যের আবেদন কমে যেতে থাকে। কিন্তু কুরআন কারীমের সৌন্দর্যের আবেদন কখনোই ফুরোয় না। ফুরোবে না। তবে দুঃখের কথা হল, ঠুনকো সৌন্দর্যে আমি সাময়িকভাবে মোহিত হলেও, কুরআনী সৌন্দর্য আমাকে মোহিত করে না! এটা আমার সৌন্দর্যবোধের ঘাটতি। এই ঘাটতি দ্রুত পুষিয়ে নেয়া আবশ্যিক। যাতে আমি আজীবন কুরআনি সৌন্দর্যের রূপসুধা আকণ্ঠ পান করে যেতে পারি। কুরআনি তাদাব্বুরে ডুবে ডুবে জল খেতে পারি।

কুরআনি ভাষা: ৪৪

একটা সাগর যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়। অতলান্তিক বলা হলেও তার তল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ডুবুরিরা সাগর সঁচে অমূল্য সব বস্তু কুড়িয়ে আনে। তারা সমুদ্রমন্ত্রন করে নানাবিধ রত্ন যত্ন করে তুলে আনেন। কিন্তু একই স্থানে বেশিদিন ডুবসাঁতার কাটা যায় না। দুয়েকবারের পরই রত্নভাণ্ডার ফুরিয়ে আসে। খুঁজতে হয় নতুন কোন খাঁড়ি! নতুন কোনও প্রবাল প্রাচীর! সেটাও এক সময় নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন কারীম? এক অফুরন্ত ভাবের সাগর। একটা আয়াতই সমগ্র সাগরের চেয়ে বেশি রত্ন ধারণ করে। জলসায়রের রত্ন শেষ হয়, আয়াতসায়রের অর্থ কখনোই শেষ হয় না। সেই চৌদ্দশ বছর আগে শুরু হয়ে একেকটি আয়াতের গভীরে ‘ডুবসাঁতার’। আজো সমান গতিতে চললে আহরণপর্ব! শেষ হওয়ার নামগন্ধও নেই।

কুরআনি ভাষা: ৪৫

আরবদের বড় একটা সুবিধা হল, কুরআন কারীম তাদের ভাষায় নাখিল হয়েছে। কুরআন কারীম বুঝতে, তাদাব্বুর করতে তাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। একটু চেষ্টা করলেই কুরআনি ভাষা তারা আয়ত্ত করতে পারে। আমাদের ভাষা আরবী নয়। অনেক স্তর ডিঙ্গিয়ে আমাদেরকে কুরআন বোঝার স্তরে উপনীত হতে হয়। এ-কারণে নিশ্চয় আমরা আরবদের চেয়ে বেশি সওয়াব পাব।

কুরআনি ভাষা: ৪৬

আমি কুরআন কারীম হেফয করতে পারিনি? আমি কুরআন কারীম পড়তে পারি না? তো কী হয়েছে? নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আমিও কুরআনের খেদমতে শরীক হতে পারি। চাইলে কত কতভাবে কুরআন

কারীমের খেদমত করা যায়! আমি যা পারি সেটাই ে বারবার পড়তে শুরু করতে পারি। আমি অন্যকে হেফয করার কাজে সহযোগিতা করতে পারি। আমি একটা কুরআন কারীম হাদিয়া দিতে পারি। আমি একটা আয়াত শিখে নিতে পারি। আমি নিজের ওয়ালে একটা আয়াত লিখে দিতে পারি। আমি কুরআন কারীম বিষয়ক সাইটের ঠিকানা যোগাড় করে অন্যদেরকে দিতে পারি! আরও কত কত উপায় আছে!

কুরআনি ভাষা: ৪৭

বন্ধুর অনেক প্রকার থাকে! কেউ হয় সার্বক্ষণিক বন্ধু, কেউ দৈনিক বন্ধু, কেউ সাপ্তাহিক বন্ধু, কেউ পার্শ্বিক বন্ধু, কেউ মাসিক বন্ধু, কেউ বাৎসরিক বন্ধু, কেউ মাঝেমধ্যে বন্ধু কুরআন কারীমের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন? কুরআন কারীম আমার কেমন বন্ধু? সার্বক্ষণিক? দৈনিক? সাপ্তাহিক? মাসিক? বাৎসরিক? কুরআন কারীমের সাথে আমার কি চৌপ্রহরের সম্পর্ক? নাকি মাঝেমধ্যে বন্ধু? কুরআন কারীম তো আমার সার্বক্ষণিক বন্ধু হওয়ার কথা!

কুরআনি ভাষা: ৪৮

কিছু বন্ধু থাকে তার কাছে সব কথা বলা যায়। তার কাছ থেকে সব ধরনের পরামর্শ নেয়া যায়। কিছু হলেই তার কাছে ছুটে যাওয়া যায়। বিপদে আপদে তার কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়। কিছু বন্ধু থাকে, তার কাছে সব কথা বলা যায় না। সব বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা যায় না। সীমিত কিছু বিষয় তার সাথে 'শেয়ার' করা যায়। কিছু বন্ধু থাকে, তাদের কাছে শুধুই লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যায়?

কুরআন কারীম আমার কেমন বন্ধু? আমি কি যে কোনও বিষয়ে কুরআন কারীমের দ্বারস্থ হই? সুখে-দুঃখে কুরআনের কাছেই আগে ছুটে আসি! নাকি দুনিয়াবি বিষয়ে আব্রাহাম লিংকনের কাছে যাই, আখেরাতের বিষয়ে কুরআনের কাছে যাই? কুরআন কারীম কিন্তু আধা বন্ধুত্বকে পছন্দ করে না। হয় পুরো বন্ধুত্ব না হয় নয়। মাঝামাঝি কিছু নেই।

কুরআনি ভাষা: ৪৯

মানুষের কলব হল একটা ঘরের মতো। ঘরের আঁধার দূর করতে আমরা বাতির ব্যবস্থা করি। হাজার টাকা খরচ করে বিদ্যুতের লাইন টানি। নানা কিসিমের রঙবেরঙের বাতি লাগাই! কোনও বাতি ড্রীম! কোনও বাতি পঁচিশ ওয়াটের! কোনও বাতি পঞ্চাশ ওয়াটের! কোনও বাতি একশ! ভোল্টেজ ভাল থাকার জন্যে দামী তার কিনি! মূল লাইনে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বিকল্প ব্যবস্থা হিশেবে জেনারেটর

কিনি। সোলার লাগাই!

কলবঘরেও কিন্তু আলো দরকার হয়। সে আলোর নাম কুরআন কারীম। আমি কি ভেবে দেখেছি, আমার কলবঘরে আলো আছে কি নেই? সেখানে আলো না আঁধার? সেখানের বিদ্যুত সংযোগ ঠিক আছে কি না? বাল্বটা ঠিক আছে? নাকি ফিউজ হয়ে গেছে? কত ওয়াটের বাতি জ্বলছে সেখানে? একশ ওয়াটের? নাকি দীর্ঘদিন কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, সেখানে কোনও বাতিই নেই? নিয়মিত বিদ্যুত বিল জমা না দেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়নি তো?

কুরআনি ভাষা: ৬০

একটা চেরাগ, একটা হারিকেন সব জায়গায় জ্বলতে পারে না। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা লাগলে চেরাগ নিভে যায়। হারিকেন ঝিলিক মারতে শুরু করে। তেল না হলে চেরাগ হারিকেন জ্বলে না। চেরাগ হারিকেনে শলতে লাগে। বৈদ্যুতিক বাল্বে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগে! গ্যাসের চুলায় গ্যাস সরবরাহ লাগে! তাও কত ফাসাদ! আজ চিমনি ভেঙে গেছে! কাল বাল্ব ভেঙে গেছে! কিন্তু কুরআন কারীম আজীবন টেকসই এক বাতি! এই বাতি হাতে থাকলে, যে কোনও আঁধার কেটে যায়! এ-বাতির তেল লাগে না! শলতে লাগে না! তার লাগে না! এ-বাতি শুধু দিয়েই যায়, বিনিময়ে কিছুই দাবী করে না!

কুরআনি ভাষা: ৬১

একটা গাছ থেকে ফল পেতে হলে কী কী করতে হয়? জমিতে লাঙল দিতে হয়। বীজ খুঁজে আনতে হয়। পানি দিতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। সার দিতে হয়। গরু-ছাগল থেকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। ফসলচুরি এড়ানোর জন্যে রাতজেগে থাকতে হয়। কুরআন কারীমও একটি ফলদার বৃক্ষ। শাজারাহ তাইয়িবাহ। উত্তম বৃক্ষ। এ-গাছের ফল পাওয়ার জন্যে কোনও পরিশ্রম করতে হয় না। পানি দিতে হয় না। বর্ষার অপেক্ষা করতে হয় না। বসন্তের প্রতীক্ষা করতে হয় না। আকাশ থেকেই আল্লাহ তা'আলা এ-বৃক্ষ ফলন্ত ভরন্ত করে পাঠিয়েছেন। শুধু পাড় আর মুখে দাও! নাও আর খাও!

কুরআনি ভাষা: ৬২

আমি চাইলেই কুরআন কারীম হুঁতে পারি! হাত বাড়ালেই নাগালের মধ্যে কুরআন কারীম পাই। বিশ্বে অনেক দেশ আছে, সেখানে মুসলমানরা জীবনে কুরআন কারীম কি চোখেও দেখেনি। দেখলেও পুরো গ্রামে খানাতল্লাশি করলে একটা কি দুইটা কুরআন শরীফ মিলবে। কোনও গ্রামে

শুধু মসজিদেই কুরআন শরীফ পাওয়া যায়। সবাই পালাক্রমে মসজিদে এসে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করে।

আমি কতবড় নেয়ামতের মধ্যে আছি, কল্পনা করে দেখেছি? আমি কুরআন কারীম সব সময় চর্মচক্ষে দেখছি! হাত বাড়িয়ে ছুঁচ্ছি! ইচ্ছা হলে বাজারে গিয়ে নতুন কুরআন শরীফ হাদিয়া করছি! আমি কী দিয়ে এই অমূল্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি? আমি কি কুরআন কারীমের হক আদায় করার চেষ্টা করছি?

কুরআনি ভাষা: ৬৬

একটা ঘরে নানা ধরনের সরঞ্জাম থাকে। সামানা থাকে। তৈজসপত্র থাকে। হাড়িকুরি থাকে। লেপ-তোষক থাকে। সোনা-গহনা থাকে। টাকা-পয়সা থাকে। থালা-বাসন থাকে। এসবের কিছু সব সময় ব্যবহৃত হয়। কিছু মেহমান-অতীত এলে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু সরঞ্জাম থাকে, কখনোই ব্যবহৃত হয় না। এগুলো ঘরের শোভা বর্ধনের জন্যে রাখা হয়েছে।

তদ্রূপ পড়ার টেবিলেও অনেক রকমের বই থাকে। গল্পের ইতিহাসের বিজ্ঞানের শিল্পের কৌতুকের ধর্মের স্কুলের। কিছু বই সব সময় খোলা হয়। কিছু বই ছুটির দিনে ও অবসরে খোলা হয়। এসব বইয়ের সাথে কুরআন কারীম আছে তো? থাকলে সেটা কোন ভাগে আছে? সব সময় পঠিতব্য বইয়ের সাথে নাকি তাকের শোভাবর্ধন হিসেবে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে?

কুরআনি ভাষা: ৬৭

সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ ‘কুরআনী প্রজন্ম’। তারাই সবচেয়ে বেশি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তারাই বেশি আয়াতের তাদাব্বুর করেছেন। তারাই তরতাজা ওহী পেয়েছেন। সদ্য ফোটা ফুলের মতো। নবীজি সা. সুয়ং কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। ওহীর কুরআন ও জীবন্ত কুরআনের ছোঁয়ায় সাহাবায়ে কেরাম হয়ে উঠতে পেরেছিলেন সর্বকালের সেরা একটি জামাতে। যে কুরআন কারীম তাদেরকে এমন সোনার মানুষে পরিণত করেছিল, তা আজো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। প্রথম দিনের মতোই নতুন। তরতাজা। সজীব। পনেরশ বছর পরও কুরআন সেই আগের শক্তি ধারণ করে আছে। আগের প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। আমরা চাইলে আজো কুরআনকে আঁকড়ে ধরে সাহাবায়ের কেরামের মতো বিশ্বজয়ী জামাতে

পরিণত হতে পারি। কুরআন থেকে অমূল্য সব মণিমুক্তা আহরণ করতে পারি। কুরআন থেকে সরাসরি রবের দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারি।

কুরআতি ভাষ্য: ৬৫

জীবন বাঁচানোর জন্যে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি। এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কোনও চেষ্টা বা সচেতনতা ছাড়াই শ্বাস গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

কুরআন কারীম আমাদের রুহের ‘অক্সিজেন’। আত্মার শ্বাস। জীবন বাঁচাতে যেমন অনায়াসে নিয়মিত নিশ্বাস নিই ও ছাড়ি, কলবকে বাঁচিয়ে রাখতেও সেভাবে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত-তাদাব্বুর আবশ্যিক। কিন্তু তা করা হয়ে ওঠে না। ফলে অক্সিজেন গ্রহণ শরীর বেঁচে থাকলেও কুরআন বর্জন করে ‘রুহ’ মরে যায়।

কুরআতি ভাষ্য: ৬৬

শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরী রহ.কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

-খুলাসাতুল কুরআন বা কুরআন কারীমের সারাংশ কী?

-তিনটা বিষয়:

ক. ইবাদত।

খ. ইতা‘আত। আনুগত্য।

গ. খিদমতে খালক। সৃষ্টির সেবা।

১: পরিপূর্ণ ইবাদত হবে আল্লাহ তা‘আলার।

২: পরিপূর্ণ আনুগত্য হবে হাবীব সা.-এর।

৩: রিয়ামুক্ত ইখলাসযুক্ত খেদমত হবে ‘মাখলুক (সৃষ্টিজীব)-এর।

কুরআতি ভাষ্য: ৬৭

কুরআন কারীমের সাথে আমার সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য হয় না কেন? আন্তরিক আর গভীর কেন হয় না? না‘তে রাসূল পড়লে, ইসলামী সংগীত শুনলে মন সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে যায়। কখনো দু‘চোখ অশ্রুসজলও হয়ে ওঠে। কিন্তু কুরআন শুনলে কেন মন জেগে ওঠে না? কুরআন নিয়ে বসলে কেন মন আর্দ্র হয় না? কুরআনের প্রতি কেন আগ্রহ খুঁজে পাই না?

বুয়ুর্গগণ বিভিন্নভাবে এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

-মানুষের মন যখন সৃষ্টিজীবের কথা দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়, স্রষ্টার কথা প্রবেশ করতে পারে না। কেউ যদি জোর করে কিছুদিন কুরআন কারীমকে অন্তরে স্থান দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে আস্তে আস্তে মন থেকে সৃষ্টিজীবের কথার প্রভাব দূর হয়ে স্রষ্টার কথার প্রভাব গাঢ় হয়। তখন কুরআন শুনে কান্না আসে। কুরআন নিয়ে সময় কাটাতে মন আগ্রহী থাকে। উসমান রা.-এর কথাটা আবার স্মরণ করা যেতে পারে:

-তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হতো, তাহলে তোমরা তোমাদের রবের কালাম পড়ে পরিতৃপ্ত হতে পারতে না।

কুরআনি ভাষা: ৬৮

দুনিয়ার কোনও রাজা-বাদশার সাথে কথা বলার ছবি যদি কারো কাছে থাকে, গর্বে তার পা মাটিতে পড়ে না। বাঁধাই করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে। ভিডিওটা সযত্নে সেভ করে রাখে। জেনে জেনে সে ভিডিও দেখায়। দুনিয়ার রাজা-বাদশার সাথে কথা বলতে হলে, পূর্ব প্রস্তুতি হিশেবে কত কিছু করতে হয়! কত শিডিউল মেনে চলতে হয়। কত আগে থেকে সময়সূচী নির্ধারণ করতে হয়! দেখা হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়। লোকজন তার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে। চোখ তুলে তাকায়! বাড়তি খাতির-যত্ন করে।

কিন্তু যিনি রাজাদের রাজা, তার কালাম পড়তে কোনও আগাম শিডিউল লাগে না। তার সাথে কথা বলতে অপেক্ষা করতে হয় না। তার দরবারে যেতেও পূর্ব অনুমতি লাগে না। যখন তখন তার সাথে কথা বলা যায়। তিনি নিজেই কথা বলার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে দুনিয়ার রাজার বেশি গুরুত্ব পায়। দুনিয়ার রাজার সাথে সাক্ষাতই বেশি প্রাধান্য পায়। এটা দুঃখজনক।

কুরআনি ভাষা: ৬৯

সবকিছু পড়লাম, কুরআন পড়লাম না, আমি হতভাগা।

সবকিছু নিয়ে চিন্তা করলাম কুরআন নিয়ে করলাম না, আমি হতভাগা।

সবকিছুর জন্যে সময় আছে, কুরআনের জন্যে নেই, আমি হতভাগা।

সবকিছুতে আনন্দ পাই, কুরআনে পাই না, আমি হতভাগা।

কুরআন কারীমে মুসা আ. ও ফিরআওনের কথা বারবার এসেছে। তারা দু'জনেই ছিলেন দুই পক্ষের প্রতীক। মুসা আ. ছিলেন হকের প্রতীক। ফিরআওন বাতিলের। হক বাতিলের লড়াই চিরকাল চলতেই থাকবে। কিন্তু পরিশেষে বিজয় পদচুম্বন করবে হকের। মুসার বিজয় দেখে চিরকাল মাযলুম সান্ত্বনা লাভ করবে। ফিরআওনের পরাজয় দেখে, যালিম শিক্ষা গ্রহণ করবে। বাতিল যতই শক্তিশালী হোক, তার পরাজয় অনিবার্য। হক যতই দুর্বল হোক, সবর করে টিকে থাকতে পারলে, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হবেই। কুরআন কারীমে মুসা আ. ও ফিরআওনের ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে এটাই মনে করিয়ে দেয় বারবার!

ফেরআওন একে একে নয়টা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি। সর্বশেষ সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া দেখেও ঈমান আনেনি। এ-ঘটনা একটা কথাই প্রমাণ করে, অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান নসীব করেন না। আল্লাহ তা'আলা অহংকারীকে হক থেকে সরিয়ে রাখেন।

মৌলিক হেদায়াত সব সময় একরকম। মৌলিক আকীদাও সব নবীর মাযহাবে (ধর্মে) এক। কিন্তু যুগের পালাবদলে হেদায়াতের প্রকাশভঙ্গি ও প্রায়োগিক পদ্ধতিতে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য সবকিছুর যেমন আপডেট ভার্শন থাকে, বিভিন্ন নবীর হেদায়াতের প্রকাশ ভঙ্গিরও স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি থাকে। এক নবীর শরীয়তে একদিক প্রাধান্য পায়। একেক নবীর মুজিয়াও একেক রকম।

কুরআন কারীম হল হেদায়াতের সর্বশেষ আপডেট ভার্শন। আমরা টেকনোলজির সর্বশেষ আপডেট ভার্শনের সাথে পরিচিত না থাকলে, পিছিয়ে পড়ি। যুদ্ধে পরাজিত হই। হেদায়াতের আপডেট ভার্শনের সাথেও পরিচিত না থাকলে, আমরা ঈমানের ময়দানে পিছিয়ে পড়ব। ইহুদি-খ্রিস্টানরা হেদায়াতের আপডেট ভার্শনের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে

নিতে পারেনি, তারা আখেরাতের দৌড় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে।
ঈমান-কুফরের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

সবকিছুরই একটা আপডেট ভার্শন থাকে। আপডেট ভার্শন মানে খোলনলচে বদলে ফেলা নয়। ভেতরের মূল কনফিগারেশন ঠিক থাকে, শুধু সুযোগ-সুবিধা বাড়ে। কুরআন কারীমও তেমনি। সালাফ যা বলে গেছেন, যা করে গেছেন, সেটাই এখনো বলবৎ। শুধু প্রকাশ ভঙ্গিতে একটু তারতম্য হয়েছে। প্রায়োগিক দিকটাতে ভিন্নতা এসেছে। আগে তরবারি ছিল এখন রাইফেল। কিন্তু অনেকেই এই তারতম্যের সাথে, রূপান্তরের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আগের ভার্শনের সাথেই গেঁাঁধরে বসে থাকে। ফলে পিছিয়ে পড়ে। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার মেহনতে অনেকেই শরীক থাকে। কিন্তু সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে বেশির ভাগ দলই কৌশলের আপডেট করে নিতে পারে না। যারা আপডেট করে নিতে পারে, তাদেরকে পুরনো অনেকের সহ্য হয় না। কেউ কেউ আপডেট আর লেটেস্টের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। দু'টোকে গুলিয়ে ফেলে। ইসলামের মৌলিক আকীদা ও শিক্ষার কোনও লেটেস্ট বা আপডেট ভার্শন নেই, তবে প্রকাশভঙ্গির আপডেট ভার্শন থাকে।

কুরআনি ভাষা: ৬৩

একটি শিশু ক্ষুধা লাগলে মায়ের স্তন খেঁাঁজে। রাতের অন্ধকারে, ঘুমের ঘোরেও মায়ের স্তন খুঁজে বের করে ফেলে। চোখ বন্ধ করেও ঠিক ঠিক মুখ লাগিয়ে চুকচুক করে দুধ পান করতে শুরু করে।

আমার অবস্থাও তো এমন হওয়া উচিত। শিশুর যেমন দুধ প্রয়োজন, আমারও কিছু একটা প্রয়োজন। সেটা হল কুরআন কারীম। সুখে-অসুখে কুরআন কারীম হবে আমার মাতৃদুগ্ধ। ঘুমের ঘোরে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কুরআন কারীম হবে আমার প্রথম ও একমাত্র অবলম্বন। শিশু ব্যাথা পেলে প্রথমে মায়ের কাছে আসে। আমিও বিপদে-আপদে প্রথমেই আল্লাহর কালামের কাছে আসব।

কুরআনি ভাষা: ৬৬

সারাক্ষণ মন খারাপ থাকে, কিছুই ভাল লাগে না, বিষণ্ণে রোগে ভোগে।

হাতের কাছে কুরআন কারীম রেখে, জনে জনে মনোচিকিৎসক দেখিয়েছে। কোনও কাজ হয়নি। তার অবস্থা হল, সাথে পানি রেখে, মরুভূমিতে তীব্র পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে ধুকতে থাকা ব্যক্তির মত।

কুরআনি ভাষা: ৬৬

কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে বসলে আগ্রহ ধরে রাখতে পারি না। তিলাওয়াত করলেও মজা পাই না। তার মানে, আল্লাহ তা'আলা আমার পাপের কারণে, আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি এখন কী করব?

-বিপদে পড়লে কী করি?

-ত্রাণকর্তার দুয়ারে বারবার ধর্না দিই। দুয়ার না খোলা পর্যন্ত খটখট করে যাই! করেই যাই!

আমিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে করে তিলাওয়াত করে যাবো। দয়াল রবের দুয়ার খুলবেই খুলবে। আমার হৃদয়ের অর্গলও খুলবে। ইনশাআল্লাহ।

কুরআনি ভাষা: ৬৭

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন:

-একটানা তিনদিন কুরআন কারীম তিলাওয়াত না করলে, কুরআন 'বর্জনকারীর' তালিকায় নাম উঠে যায়।

নবীজি সা. কুরআন বর্জনকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন।

তবে সালাতের তিলাওয়াত দিয়ে বাঁচা যায় কি না, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবুও সতর্কতামূলক প্রতিদিন একটা আয়াত হলেও আলাদা করে তিলাওয়াত করে রাখা নিরাপদ। একপৃষ্ঠা তিলাওয়াত করতে কি খুব বেশি সময় লাগে? অন্তত শুনে নিতে?

কুরআনি ভাষা: ৬৮

দুর্বল ইমানের লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত শুনলে বিরক্ত হয়। আরেকটু কম দুর্বল ইমানের লোকেরা কিছুক্ষণ শোনার পর বিরক্ত হতে শুরু করে। যার যার ইমানের স্তর অনুযায়ী বিরক্ত হতে থাকে। পূর্ণ

ঈমানদার কখনোই কুরআন শুনে বিরক্ত হয় না। যতই শোনে তার তিষণা আরও বেড়ে যায়। পরিতৃপ্তি আসে না।

কুরআতি ভাষ্য: ৬৯

বুখারী শরীফে একটা অধ্যায় আছে: (باب القراءة على الدابة) ‘বাহনের উপর তিলাওয়াত অধ্যায়’। তাতে আছে,

-নবীজি বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন।

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার ‘ইবনে বাত্তাল’ রহ. বলেছেন, বাহনে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

সাইকেলে, বাইকে, বাসে, ট্রেনে, বিমানে, নৌকায় তিলাওয়াত করাও সুন্নাত। এতদিন সুন্নত হওয়ার বিষয়টা মাথায় থাকত না। এবার থেকে বাড়তি গুরুত্ব যোগ হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআতি ভাষ্য: ৭০

মুসা আ. ও কারুন। দুইজন দুই বলয়ের প্রতিনিধি।

কারুনঃ বিপুল সম্পদের অধিকারী। ক্ষমতার অধিকারী।

মুসাঃ বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী। মূল্যবোধের অধিকারী।

কারুন চলে গেছে। তার সাথে গেছে তার ধন-সম্পদ। তার ক্ষমতা।

মুসা চলে গেছেন। কিন্তু রয়ে গেছে তার আকীদা। তার মূল্যবোধ।

দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হওয়ার কারণ নেই। করো পদ দেখে বিস্মিত হওয়ার মাঝে যৌক্তিকতা নেই। এসব পদ-মদ চলে যাবে। থেকে যাবে (الصالحات)। নেকআমল।

কুরআতি ভাষ্য: ৭১

মীলাদুন্নবী পালন করা কুরআনী মানহাজ। কুরআনী সুন্নাহ। কুরআন কারীমে কয়েকজন নবীর জন্মকে বেশ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. কুরআন কারীমে মুসা আ.-এর জন্মের বর্ণনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

খ. ঈসা আ.এর জন্মের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মায়ের প্রসব যন্ত্রণার

কথাও অলোচনা করা হয়েছে। মারয়াম দূরে চলে গেছেন। সন্তান প্রসব করার জন্যে। খেজুর গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান দিলেন। দুঃখ না পেতে বললেন। আরও নানা কথা আছে কুরআনে। যাকারিয়া আ.ও ইসার জন্ম উপলক্ষ্যে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন।

গ. ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মের কথা আলেচিত হয়েছে।

ঘ. তার আগে ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ নিয়ে খোদ ফিরিশতারা নেমে এসেছে। ইবরাহীম আ.ও তাদের আনন্দে যোগ দিয়েছেন।

ঙ. বিভিন্ন আয়াতে নবীগনের জন্ম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবের কিছু বেদাতি পেজে গত কয়েকদিন ধরে এমন লেখাগুলো পড়তে পড়তে অতিষ্ঠ হওয়ার যোগাড়। থাকতে না পেরে, একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম,

-আচ্ছা, তাহলে আপনি বলছেন, মীলাদুন্নবী পালন করা, কুরআনি সুন্নাহ! -জি।

-আপনার কথানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা ও তার ফিরিশতা ও নবীগনও অন্য নবীদের জন্মোৎসব পালন করে গেছেন।

-জি। মানে আমাদের মত পালন না করলেও, নবীগনের জন্মকে তারা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন।

-কুরআনি সুন্নাহগুলো পালন করা কি?

-কোনওটা ফরয। কোনওটা নফল।

-এটা পালন করার দায়িত্ব কাদের?

-কেন মুসলমানের?

-এই মুসলমানের মধ্যে আমাদের পেয়ারা নবীজিও পড়েন?

-জি।

-তাহলে একটা হাদীস দেখান, সহীহ না পেলে 'যয়ীফ' হলেও দেখান, নবীজি সা. অন্য কোনও নবীর জন্মদিবস পালন করেছেন।

-অসংখ্য হাদীস আছে, নবীজি অন্য নবীগনের কথা, গল্প আমাদের বলে গেছেন।

-তেমন গল্প আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। নবীগনের জন্ম নিয়ে বিশেষ কিছু করা হয়েছে, এমন হাদীস দেখান। অথবা সাহাবায়ে কেরামের

‘আসার’ দেখান।

-আমাদের মত করে তারা পালন করেননি।

-তাহলে কেন নিজের কাজের সুপক্ষে নবীগনকে জড়ালেন? কুরআনকে জড়ালেন? এমনকি আল্লাহ তা‘আলা ও ফিরিশতাগনকে জড়ালেন?

উঠতে উঠতে একেবারে আরশে উঠে গেলেন। আপনারা মীলাদ মাহফিলে চেয়ার খালি রাখেন, নবীজি সা.-এর জন্যে। ক’দিন পর দেখা যাবে, আল্লাহ তা‘আলার জন্যেও মঞ্চে খালি চেয়ার রাখা শুরু করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

কুরআনি ভাষা: ৭৩

পড়া (قُرْآنًا) শব্দমূলটি কুরআন কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে সর্বমোট ৮৮ বার। তার মধ্যে কুরআন (الْقُرْآنِ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬৮ বার। অবাক করা ব্যাপার হল, ‘কুরআন’ শব্দটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলে। সর্বমোট ১১ বার।

এই সূরার শুরুতেই ‘আলমাসজিদুল আকসা’-এর কথা আলোচিত হয়েছে। ইহুদিদের উত্থান ও পতনের কথা আলোচিত হয়েছে। তাদের চূড়ান্ত পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

তার মানে কি এই ধরে নিতে পারি, আলআকসাকে উদ্ধার করতে হলে, ইহুদিদেরকে খেদাতে হলে, আমাদেরকে ‘আলকুরআনের’ কাছে ফিরে আসতে হবে? কুরআনি শাসনব্যবস্থার পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে? কুরআনী হুদুদ-কিসাস-আহকামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহর পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে?

কুরআনি ভাষা: ৭৩

ওমর খৈয়ামের একটা লাইন এমন

‘মদ রুটি ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্তযৌবনা, যদি তেমন বই হয়’

দুনিয়ার বই কি অনন্তযৌবনা হতে পারে? তাওহীদের মূলসূত্র অনুসরণ ছাড়া, কোনও বইয়ের বক্তব্য চিরন্তন সত্যকে ধারণ করতে পারে না।

ইলাহের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া কোনও বই-ই অনন্তকাল ধরে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মানব-মানবীর প্রেমমাখা বই হলে, কালোত্তীর্ণ

বলে বিবেচিত হতে পারে, নির্দিষ্ট একটা চিন্তার আলোকে। কিন্তু সে বই কতটা মানবতার কল্যাণ সাধন করার যোগ্যতা রাখে, তা বলাই বাহুল্য।

কুরআন কারীমই একমাত্র অনন্তযৌবনা। কুরআন কারীমের সবকিছুই অনন্তকালকে ধারণ করে আছে। কুরআন কারীমের প্রতিটি শব্দই চিরন্তনতাকে ধারণ করে আছে। হাজার বছর অতিক্রম করেও কুরআন কারীম আজো প্রাসঙ্গিক। আরও লক্ষকোটি বছর পার করেও কুরআন কারীম প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। অনন্ত অসীম কাল জুড়ে কুরআন কারীম সজীব থাকবে। জীবন্ত থাকবে।

কুরআনি ভাষা: ৭৬

আহলে কুরআন, যারা কুরআন কারীম নিয়ে মেহনত করেন, কুরআন কারীম বোঝার চেষ্টা করেন, মানার চেষ্টা করেন, তাদের আত্মসমালোচনা কেমন? হযরত আবু দারদা রা.-এর একটা উক্তিতে চিত্রটা ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন,

-কেয়ামতের দিন সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আলেম নাকি জাহেল? যদি বলি আমি আলেম, তাহলে কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারেই আমাকে প্রশ্ন করা হবে। আদেশসূচক আয়াত হলে জানতে চাওয়া হবে, তুমি কি আয়াতের আদেশ যথাযথ পালন করেছিলে? নিষেধসূচক আয়াত হলে, আমাকে জেরা করা হবে, তুমি কি নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থেকেছিলে?

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعِبُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই, উপকারহীন ইলম থেকে, নম্রতাহীন কলব থেকে, তৃপ্তিহীন আত্মা থেকে, কবুলিয়াতহীন দু'আ থেকে (মুসলিম)।

কুরআনি ভাষা: ৭৬

-হুজুর, কুরআন কারীম নিয়ে সালাফের মাশগালাহ (নিমগ্নতা) কেমন ছিল একটু যদি বলতেন!

-সত্যি সত্যি জানতে চাও?

-জি,

-সহজ করে বলব নাকি কঠিন করে বলব?

-সহজ করে!

-এনড্রয়েড মোবাইল নিয়ে তুমি যেমন অনুক্ষণ-হরদম, সকাল-সন্ধ্যা, রাতদিন বুঁদ হয়ে থাক, সালাফও ঠিক এমনি প্রতিটি মুহূর্ত কুরআন কারীমে ডুবে থাকতেন

কুরআনি ভাষা: ৭৪

মানুষ তার যৌবন ধরে রাখার জন্যে কত কি করে! বাঘের দুধ সংগ্রহ করে। তক্ষক সংগ্রহ করে। ব্যায়াম করে। সুসম খাবার খায়। ডায়েট করে। পানি খায়। শতচেষ্টা সত্ত্বেও একসময় বার্ধক্য এসে হানা দিয়েই দেয়। আটকে রাখা যায় না। সাময়িকভাবে বার্ধক্যের প্রকাশটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। এর বেশি কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এতো গেলো শরীরের যৌবনের কথা। মনের যৌবনের কথা বেশিরভাগ মানুষেরই মনে থাকে না। যারা সচেতন, তারা চেষ্টা করেন, মনকে তারুণ্য উচ্ছ্বল রাখতে। কিন্তু কাজ হয় না।

ধর্মহীন সমাজ মনকে সতেজ রাখার জন্যে গান শোনে। ছায়াছবি দেখে। আর্ট একজিবিশনে যায়। 'ক্লাসিক' কোনও বই পড়ে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের রুচির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কিছুদিন পরপরই আগের 'উপাদান' আর ভালো লাগে না। মনকে টানে না। একসময় তাদের মনে তৈরী হয় 'ডিপ্রেশন'। হতাশা। বিষন্নতা। ভয়। শূন্যতা।

ধর্মপ্রাণ সমাজের এসব সমস্যার বালাই নেই। তাদের মনকে সজীব রাখার জন্যে এতকিছু করতে হয় না। তারা জানে, আল্লাহর যিকিরই একমাত্র অব্যর্থ উপাদান, যা মনকে সজীব রাখে। প্রফুল্ল রাখে। আল্লাহর কালাম হল শ্রেষ্ঠতম যিকির। এই যিকিরে অভ্যস্ত হলে, রুচির পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই। একদম ছেলেবেলা থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত এক রুচিতেই জীবন পার। কুরআনি শিল্পরুচিতে কখনোই অরুচি ধরে না।

কুরআনি ভাষা: ৭৪

প্রতিটি ঘটনার সুপক্ষে কুরআন কারীমের আয়াত বের করতে পারা, জীবনের বড় সুপুণ্ডলোর একটি। ওআইসির ঘোষণার পর থেকেই

ভাবছিলাম, কুরআন আমাকে কী বলে? বেশিরভাগ মানুষই, ঘোষণার
স্বপক্ষে যেভাবে খুশি আর আনন্দ প্রকাশ করছে, দ্বিধাতেই পড়ে গেলাম,
ভুলের মধ্যে আছি কি না!

ঘটনা যেহেতু ইহুদিদের নিয়ে, প্রথমেই ইহুদিদের ঘটনা সম্বলিত
আয়াতগুলোতে খোঁজার চেষ্টা করলাম। বেশিদূর যেতে হল না। প্রথম
পারার মাঝামাঝিতেই কাঙ্ক্ষিত আয়াতের হদিস মিলল।

ইহুদিদেরকে বলা হল, গাভী যবেহ করো। ইহুদিরা নানা টালবাহানা শুরু
করল। আল্লাহ তা'আলার সাথে (تفاوض) আলোচনায় লিপ্ত হল। তারা
আলোচনা-তর্ক করে, গরু যবেহ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। সহজ কোনও
পন্থা বের করতে চেয়েছিল। উল্টো তাদের কাজ আরও কঠিন হয়ে
গিয়েছিল।

আমেরিকা পূর্ব-পশ্চিম মিলিয়ে পুরো 'আলকুদস'কেই ইসরায়েলের
রাজধানি ঘোষণা করেছে। ওআইসি তার পাল্টা পদক্ষেপ হিশেবে, পূর্ব
'কুদস'কে ফিলিস্তীনের রাজধানি ঘোষণা করেছে। তার মানে (تفاوض)-এর
দরজা খোলা রাখা হল। দরকষাকষি শেষে যা টিকে, সেটাই ফিলিস্তীনের
থাকবে। বাকিটুকু ইসরায়েল পাবে। কিন্তু ওআইসির কি এটা জানা নেই,
আজ অর্ধেক কুদস ছাড়লে, আগামীতে বাকি কুদস ছাড়তে হবে?

আমরা যারা উক্ত ঘোষণায় খুশি হয়েছি, তারাও নিশ্চয়ই অর্ধেক 'কুদস'কে
ছেড়ে দিয়েই খুশি?

বাকি রইল, মক্কা-মদীনা হাতছাড়া হওয়ার আশংকা?

হাস্যকর এক 'চোখেধূলো' দেয়ার প্রয়াস!

কার দখলে যাবে?

আমেরিকার?

= তারা তো সেই কবে থেকেই সেখানে আছে। আরও মজার ব্যাপার হল,
মক্কা-মদীনার দেশে আমেরিকা আগের মতো নেই, যতটা আছে
ঘোষণাদাতার দেশের ইনসিরলিকে।

কার দখলে যাবে?

ইরানের?

= কিন্তু ইরান তো এখন ঘোষণাদাতার 'বৃজমফ্রেন্ড'? দোস্ত গোস্ত নিয়ে গেলে আপত্তি কিসের? ও বুঝতে পেরেছি, ওটা ফ্রেন্ডশীপ নয়, 'ট্র্যাটেজিক এলায়েন্স'। কী জানি, হবেও বা। আমি বোকা!

কার দখলে যাবে?

ইসরায়েলের?

= কিন্তু ইসরায়েলে যে এখনো কার দূতাবাস আছে? কার সাথে বিশাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে? কার সাথে সামরিক চুক্তি আছে? কার সাথে জালালানিচুক্তি আছে?

ইহুদিরা কি আমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে? আমি আজ ঢাকটোল পিটিয়ে অর্ধেক 'কুদস' তার হাতে তুলে দিলাম। কাল কি বাকীটুকুও তুলে দেব না? সূরা বাকারার ১২০ নং আয়াত আমাকে কী শিক্ষা দেয়?

কুরআনি ভাবনা: ৭৬

যারা সব সময় কুরআন কারীম নিয়ে থাকেন,
যারা সব সময় কুরআন নিয়ে ভাবেন,
যারা সব সময় কুরআন নিয়ে লিখেন,
যারা সব সময় কুরআন নিয়ে বলেন,
যারা কুরআনপ্রেমী হিশেবে পরিচিত,
যারা কুরআনের আধুনিক ব্যাখ্যার প্রতি বেশি জোর দেন,
যারা কুরআনের যুগোপযোগী তাফসীর করার দাবী তোলেন,
যারা সবাইকে কুরআন কারীম বোঝানোর জন্যে উঠেপড়ে লাগেন,
তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা কাম্য। এমন কেউ আলেম হলেও, অন্য
আরেকজন অভিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে সত্যায়ন করানো ছাড়া, তার
কথা-লেখা-বক্তব্য-তাফসীর গ্রহণ করা নিরাপদ নয়।

কারণ, কুরআন কারীম হেদায়াত দান করে। পাশাপাশি ভুল পদ্ধতি
অবলম্বন বা নিজে নিজে কুরআন বুঝতে গিয়ে, অনেক অভিজ্ঞ আলিমও
হোঁচট খেয়ে যান।

আলিম হলেও নিজের কুরআনি চিন্তা ও ব্যাখ্যা কে সালাফের সাথে মিলিয়ে
ঝালিয়ে নেয়া আবশ্যিক। নিজের কুরআনি মেহনতকে অভিজ্ঞ আলিমের
সামনে পেশ করে, যাচাই করে নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

কুরআনি ভাষা: ৭৬

কুরআন কারীমের দরস চলছে। আমরা এখন আছি ‘সূরা কামারে’। নূহ আ.
-এর কথামাখা আয়াতগুলো পড়তে পড়তে মনে হল,
-সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় কাজ করেও বাহ্যিক ফলাফল না আসতে পারে।
নিজের কাজে দীর্ঘদিন নির্ভার সাথে লেগে থাকার পরও কান্ডিত ফল না
আসতে পারে। আগের যুগের নবীগণ দীর্ঘদিন মেহনত করেছেন, নূহ আ.
সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। অল্প ক’জনই শুধু ঈমান এনেছিল।
বহু নবী বিগত হয়েছেন, যাদের দাওয়াতে খুব বেশি মানুষ সাড়া দেয়নি।
কেন এমন হল?

তারা তো সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার তত্ত্বাবধানে থেকে, ওহীর মাধ্যমে
দিকনির্দেশনা পেয়েই রিসালতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন?

তাদের কর্মপন্থায় কোনও ভুল ছিল না।

তাদের কর্মকৌশলে কোনও ফাঁক ছিল না।

তাদের ইখলাসে কমতি ছিল না।

তাদের কর্মপ্রেরণার কমতি ছিল না।

কর্মোদ্যমে ভাটা ছিল না।

তাদের কাজে কোনও ধরনের লেনদেনের ব্যাপার ছিল না।

তার মানে কি নবীগণ ব্যর্থ ছিলেন?

নাউযুবিলাহ।

এমন চিন্তা মাথায় ঠাঁই দেয়াও পাপ।

তাহলে?

আসলে যেটাকে আমরা চর্মচক্ষে সাফল্য বা ফলাফল হিসেবে বিবেচনা
করি, আল্লাহ তা‘আলা সেটাকে সাফল্য নাও ভাবতে পারেন।

আমি পরিপূর্ণ দীন মেনে, যুগোপযোগী পন্থায় মেহনত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নাও পৌঁছতে পারি। বিজয় নাও অর্জন করতে পারি! কিন্তু নিয়াত খালেস থাকলে, বান্দার মেহনতকে আল্লাহ তা'আলা বাতিল করেন না। তিনি তার মতো করেই বান্দার মেহনতের প্রতিদান দিয়ে দেন। আমি না বুঝে মনে করি আমার মেহনত ব্যর্থ হয়েছে। আমার এতদিনের শ্রম বৃথা গেছে।

কুরআন কারীমের দরসে বসলে, দারসের প্রস্তুতিতে থাকলে, প্রায় প্রতিটি আয়াতেই কিছু না কিছু চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করে। মুস্কিল হল, চিন্তাগুলো লেখা নিয়ে ব্যস্ত হলে, দরস সামনে বাড়বে না। দিনে একপারা তরজমা সম্পন্ন না হলে, তালিবে ইলমদের ক্ষতি হবে। রাবের কারীমই উত্তর ফয়সালাকারী।

কুরআনি ভাষা: ৭৬

কুরআন কারীম নিয়ে নানা কর্মের গবেষণা হয়। মুসলিম অমুসলিম অনেকেই গবেষণা করে। অমুসলিমদের গবেষণার ধরন দুইটা, ক. কুরআন কারীমের প্রতি মুগ্ধ হয়ে গবেষণা। তাদের গবেষণার বিষয় সাধারণত শব্দকেন্দ্রিক হয়। ভাষাকেন্দ্রিক হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক হয়। খ. কুরআন কারীমের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করে গবেষণা। তাদের মূল লক্ষ্যই থাকে, কুরআন কারীমের খুঁত বের করা। মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা।

মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন কারীম নিয়ে থাকেন, তাদেরকেও মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, ক. শব্দ ও ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণা। হেদায়াত গ্রহণও উদ্দেশ্য থাকে, তবে হেদায়াতের প্রভাব তাদের কারও কারও জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না।

খ. কুরআন কারীমের হিদায়াতের দিকটাই তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এজন্য মাঝেমধ্যে শব্দকেন্দ্রিক মেহনত চালালেও, ঘুরেফিরে হেদায়াতকেন্দ্রিক মেহনতে ফিরে আসে। তারা চায়, কুরআন কারীমের মাধ্যমে নিজেও হেদায়াত পেতে, অন্যদের কাছেও হেদায়াত পৌঁছাতে। তাদের জীবনেও হেদায়াতের প্রভাব দেখা যায়।

এক তিউনিসিয়ানের সাথে দেখা। কা'বা চত্বরে। কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলা হল, আপনি আপনাদের সংবিধানে বিশ্বাস করেন?

-অবশ্যই করি।

-দেশের সব আইনকে বৈধ বলে বলে মানেন?

-জি।

আপনি তো ঈমানহারা হয়ে গেছেন?

-কিভাবে?

-আপনাদের আইনে একাধিক বিয়েকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই আইন তুরস্কেও আছে। এটা সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী একটা আইন। আপনাদের সংবিধানে মদ বিক্রি করা মদ পান করাও বৈধ। আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, সেটাকে হালাল করা সুস্পষ্ট কুফরি। আপনাদের দেশে নারীও পুরুষের মতো সমান উত্তরাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আইন পাশ করার প্রস্তুতি চলছে! এখন বলুন, আপনি আপনার সংবিধানের প্রতি আস্থা রাখলে, কিভাবে মুমিন থাকেন? বা এই সংবিধানের প্রতি আস্থা পোষণ করে যারা শপথ গ্রহণ করে সংসদসদস্য হয়, তারা মুমিন থাকে?

তিউনিসিয়ার রাস্তায় রাস্তায় নারীদের মতো পরুশরাও মিছিল করেছে।

তাদের প্লাকার্ডে লেখা ছিল,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَى

পুরুষের প্রাপ্য অংশ এক নারীর প্রাপ্য অংশের সমান!

তাদের এই বাক্য কুরআন কারীমের একটা আয়াতংশের পরিবর্তিত রূপ,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيْنِ

পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান (নিসা ১১)।

এই মিছিলকারীরাই আবার জুমার নামায পড়তে যাবে। এরা মরলে জানাযা পড়া হবে।

(১). যে দাওয়াতে কুরআন কারীম ও সুন্নাহর চেয়ে অন্য কিছুর (যেমন বুদ্ধিবৃত্তির) ভূমিকা বা প্রভাব বেশি থাকে, সেটা হতে পারে সাময়িক উপায়। আপতকালীন অবলম্বন। যদি এমন দেখা যায়, অন্য কিছুর দিকে হাঁটতে গিয়ে আমি দিনদিন কুরআন-সুন্নাহ থেকেই দূরে সরে গেলাম, তাহলে নব্য মুতামিল তৈরী হওয়ার পথ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রথম প্রজন্ম না হলেও পরের প্রজন্মে। তাই বলে কি যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝানোর মেহনত বন্ধ করে দিতে হবে?

-উল্! তবে সমঝে সমঝে!

(২) যত যুক্তিই দেয়া হোক, মানবীয় যুক্তিতে দাসপ্রথাকে কোনওভাবেই বৈধ বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের 'মালিক' থাকবে? ইসলাম চাইলে অন্য আর সব কিছুর মতো এটাকেও চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারত। কিন্তু এটাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে, বলা হয়,

ইসলাম দাসপ্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছে,
দাসের প্রতি সদাচার করতে বলা হয়েছে।

-এতই যখন করা হল, নিষিদ্ধ করে দিলেই পারত!

-ভবিষ্যতের কথা ভেবে এটা করা হয়নি!

-ভবিষ্যতে কী হবে না হবে, সেটা ধর্ম-অবিশ্বাসী মানবে কেন?

আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে বলা হয়,

অন্যধর্মে দাসদের কী অবস্থা ছিল,

পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল,

বিভিন্ন সভ্যতায় প্রথাটা কত অমানবিক ছিল,

ইসলাম এসে প্রথাটিকে কতটা সুন্দর মানবিক করে তুলেছে,

দাসত্বের সব রাস্তা বন্ধ করে শুধু একটি পথ খোলা রেখেছে,

বিভিন্ন উপলক্ষে দাসমুক্তির বিধান রেখে উৎসাহিত করা হয়েছে,

= সবই ঠিক আছে, কিন্তু আখের নিষিদ্ধ তো আর করে নি! এত কঠিন

কঠিন প্রথা বিলুপ্ত করেছে, দাসপ্রথাকে পারল না?

যত কিছুই তুলে আনা হোক, ব্যাপারটা ঘুরেফিরে সেই আগের জায়গাতে

গিয়েই ঠেকবে, মানবীয় যুক্তিতে ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট লাগবে:

-কেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের অধীন থাকবে? এভাবে?

বড়জোর চাকুরিতে অধীন থাকতে পারে, তাই বলে ‘মালিকানা? আর ইসলামি রাষ্ট্রে যারা যিম্মি, তারাও ‘দাস’ রাখতে পারে। তার মানে, দাসদাসীর বিধানের বৈধতায় এমন একটা বিষয় আছে, যা মানবীয় বোধের অতীত।

-কেন ইসলাম তো দাসমুক্তির প্রতি উৎসাহিত করেছে, সদাচারের আদেশ করেছে?

-আবারও সেই আগের জায়গায় ফিরে আসতে হচ্ছে!

মোটকথা হল, দাসপ্রথার ব্যাপারে ‘মুমিনকে’ একটা কথাই সবার আগে মনে রাখতে হবে,

-দাসদাসীর বিধান বৈধ, কারণ আল্লাহ তা‘আলা এই বিধান দিয়েছেন।

কুরআন কারীম এটাকে বৈধ বলে। আজো। এখনো। নবী সা. এটাকে বৈধ বলে গেছেন। চোখমুখ বুজে প্রথমে এটা বিশ্বাস করে নিতে হবে।

-তার মানে কি, এই প্রথার যৌক্তিকতা নিয়ে অন্যদের আপত্তিগুলো খণ্ডন করব না?

-অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে। আমরা বলতে চাচ্ছি, যত যাই করা হোক, প্রথমে ও শেষে লেখক-পাঠক উভয়ের মাথাতেই আগের কথাটা রাখা জরুরি: এটা ওহী দ্বারা সাব্যস্ত। ওহীর প্রধান ভূমিকাই হল ‘গাইবের প্রতি বিশ্বাস’। না দেখেই বিশ্বাস করে ফেলা। কোনও যুক্তিতর্ক ছাড়া।

দাসদাসীর বিধানটা বৈধ, এই আকীদা পোষণ করার সাথে সাথে যদি এটাও মাথায় থাকে,

-আমি এটা জেনেছি অমুক বই পড়ে! অমুক লেখকের লেখা পড়ে! এর আগে আমার মধ্যে খটকা ছিল!

ভাল, তবে আমরা একটু যোগ করতে চাই,

-আমার আকীদার জায়গাটাতে, অমুক বই বা অমুক লেখককে সরিয়ে কুরআন কারীম ও আল্লাহ তা‘আলাকে বসিয়ে দিতে হবে। এটা জরুরী।

-মানে?

-মানে হল, ওই বিধানটা কুরআন কারীমে আছে বলে, নবীজি বলেছেন বলে, আল্লাহ তা‘আলা হুকুম দিয়েছেন বলেই বৈধ। অমুক লেখকের কারণে নয়। হাঁ, অমুকের কারণে আমি বিষয়টা জেনেছি। কিন্তু যখন আমি বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত হয়েই গেলাম, তখন মিডিয়ামের মূর্তি রাখার

দরকার নেই। সরাসরি কুরআন কারীমে চলে আসা: বিধানটা কুরআন কারীমে আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

আরেকটা ব্যাপারও পরিষ্কার করে রাখা জরুরী, আপনি অমুকের লেখা বিশ্বাস করেছেন, কারণ তিনিও কুরআন-সুন্নাহের আলোকেই লেখাটা লিখেছেন। ব্যতিক্রম হলে, আপনি সেটা ছুঁয়েও দেখতেন না।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল,

-আকীদাকে সরাসরি কুরআনে নিয়ে আসা। সব ধরনের মাধ্যম বাদ দিয়ে। সব ধরনের মিডিয়ামকে সরিয়ে। যাবতীয় যুক্তি-তর্ককে ছাড়িয়ে এ পর্যায়ে চলে আসা: আমার আল্লাহ এটা বলেছে,তাই এটা সত্য।

(৩) অবিশ্বাসী-সংশয়বাদীদেরকে ঈমান আনানোর চেষ্টায় কেউ কেউ এত বেশি মশগুল হয়ে যান, ইসলামকে একটা 'নুলো' ধর্মে পরিণত করতেও তাদের বাধে না। তারা বলেন,

ইসলাম শুধু শান্তির ধর্ম,

কাফেরদের প্রতি ঘৃণা নেই।

দারুল হারব বলে কিছু নেই।

ওয়ালা-বারা বলে কিছু নেই।

কিতাল বলে কিছু নেই। থাকলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে।

আরও অনেক কিছুকেই তারা নাই করে দিতে চান অথবা নরম করে দিতে চান। এটা বিপদজনক। এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও কারও কারও জন্যে অবশ্যই প্রযোজ্য।

(৪) আর তাকদীর সম্পর্কিত বিষয় যত কম অবতারণা করা যায়, ততই ভাল।

আবারও বলি, আমাদের আকীদা হবে কুরআন-সুন্নাহনির্ভর।

সংশয়বাদীদের খণ্ডন করে লেখা বইগুলো সংশয়বাদীরা কতটা পড়ে জানা নেই, তবে এসব বইয়ের বেশিরভাগ পাঠক-ই-যে মুমিন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের মনে যাতে ধীরে ধীরে,

ক. ওহীকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা গড়ে না ওঠে,

খ. সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে, এমন মানসিকতা গড়ে না ওঠে,

গ. লক্ষ বইয়ের চেয়ে একটা আয়াত কোটিগুণের চেয়েও বেশি শক্তিশালী,
 এটা যেন সামনে থেকে সরে না যায়,
 ঘ. আকীদা ঠিক রাখতে হলে কুরআন যথেষ্ট নয়, অন্য বইও পড়তে হবে,
 এমন চিন্তা যেন ঝোঁকে না বসে,
 ঙ. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নবীজি সা. বলেছেন, কুরআন বলেছে,
 এসবকে ছাপিয়ে যাতে, অন্য কিছু বা অন্য কেউ বলেছে এই 'অন্য কেউ
 মূর্তির মিডিয়াম' আকীদাকে গ্রাস করতে না পারে,
 চ. যুক্তিকে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করাকে চাপিয়ে, কুরআন-
 সুন্নাহকে যুক্তির আলোকে বিচার করার প্রবণতা যেন না বাড়ে,
 ছ. সংশয়বাদীদেরকে বোঝাতে, সালাফকে পাশ কাটিয়ে, কুরআন-সুন্নাহর
 মনগড়া তাফসীর করার ধ্বংসাত্মক প্রবণতা যেন না বাড়ে,

(৫). ইসলামি বিধানকে, সুন্নাহকে বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করার
 প্রবণতা। এটা মারাত্মক সব ভ্রান্তির জন্ম দেয়।

-তাহলে কি এটা খারাপ?

-জি! না, খারাপ নয়। অবশ্যই ব্যবহারিক সুন্নাহকে বিজ্ঞান দিয়ে বোঝার
 চেষ্টা চলতে পারে। তবে না করে থাকতে পারলে ভাল। তীব্র প্রয়োজনে
 করা যেতে পারে। কিন্তু এর একটা পাশ্চ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে খেয়াল রাখা
 দরকার,

ক. এ-চর্চার ধারা অব্যাহত থাকলে, পাঠকের মনে 'বিজ্ঞান'কে মানদণ্ড বা
 কণ্ঠিপাথর' ভাবার একটা অশুভ প্রবণতা তৈরী হয়ে যেতে পারে। একটা
 সুন্নাহ দেখলেই, তার মনে প্রশ্ন উদয় হবে, বিজ্ঞান এ-ব্যাপারে কী বলে?
 সবার না হলেও কারও কারও হতে পারে।

খ. এসবের পেছনে পড়লে, হেদায়াতের দিকটা গোঁণ হয়ে পড়ে। না না,
 প্রথম প্রজন্মের কথা বলছি না, পরের প্রজন্মের কথা বলছি। সুন্নাতে
 রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান বইয়ের সুফল অবশ্যই আছে, কিন্তু কুফলও-যে
 একেবারে নেই, তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। দ্বীন বোঝার জন্যে, বিজ্ঞান
 অপরিহার্য নয়, ক্ষেত্রবিশেষে সহায়ক হতে পারে।

তার মানে এই নয়, সুন্নাহকে যুগের আলোকে, বিজ্ঞানের মানদণ্ডে মেপে
 দেখা আদপেই বন্ধ করে দিতে হবে। এটা আমরা বলছি না, আমরা শুধু
 সচেতন থাকার আবেদন করছি।

সংশয়বাদ বিরোধী মেহনত চলুক। সেটা হোক হেকমত ও মাওইয়ায়ে হাসানাহর আয়াত মেনে।

পাশাপাশি সরাসরি কুরআনে, সুন্নাহয় সরাসরি সমর্পিত হওয়ার মেহনতও চলতে থাকুক। প্রথমটা সাময়িক উপশম, পরেরটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, যতবেশি বই-ই লেখা হোক, বিশ্বে নাস্তিকতার হার দিন দিন বেড়েই চলছে। চলবেই। এটাকে রোধ করা যাবে না। নাস্তিকরা বই পড়ে ঈমান আনে না। তাদের সামনে আকাশ ভেঙে ফেললেও, তারা বিশ্বাস করবে না, এটা কুরআনের কথা। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে, তারা যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে আনে না, আনে আকস্মিক কোনও 'ঘটনা' বা বোধোদয়ে। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা তার প্রতি বিশেষ রহমত। হাঁ, যুক্তির ভূমিকাও কখনো কিছুটা থাকে।

কেউ কেউ বলবেন, ধর্মিকের সংখ্যা ওতো দিন দিন বাড়ছে?

জ্বি, বাড়ছে, তবে সেই বাড়টা এমন সমাজে ঘটছে, যা নাস্তিকতা প্রভাবিত। যার প্রভাবে ইসলামের মূল রূপ আড়ালে চলে গেছে। সালাত-সিয়াম দাড়ি-টুপি-হিজাবকেই ইসলামের চূড়ান্ত রূপ বলে ধরে নিচ্ছে। এর বাইরে 'ইলায়ে কালিমা তুল্লাহ, বা আল্লাহর কালিমা'কে আল্লাহর যমীনে বুলন্দ করার প্রতি বেশির ভাগেরই কোনও আগ্রহ নেই। ব্যতিক্রমও আছে। তবে সেটা নিতান্তই গৌণ।

যুক্তির মেহনতের প্রধান লাভ কী?

-সংশয়ে পড়ে যাওয়া মুমিন তার হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। এমন মেহনত বেশ সচল অার সরব হয়ে উঠছে দিনদিন। এটা বড় আশা জাগানিয়া। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে পারি, নবীজি সা. বা সাহাবায়ে কেরাম কিন্তু অবিশ্বাসীদেরকে যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচে ফেলে বোঝাতে যাননি। তাদেরকে বুঝিয়ে ঈমানের উপর নিয়ে আসতেই হবে, এটা কিন্তু কুরআনি মানশা (ইচ্ছা) নয়। কুরআনি মানশা হল, বালাগ (পৌঁছে দেয়া)। কী পৌঁছে দেয়া? রবের বানী। নবীজি ও সাহাবায়ে কেরাম কাকফেরদের সাথে কথা বলার সময় সরাসরি কুরআন কারীমের আয়াতই পেশ

করেছেন। বাড়তি কিছু খুঁজেতে যাননি। আমি বলতে পারি, তারা তো কুরআন কারীম বুঝত, আমাদের সংশয়বাদীরা তো কুরআন বোঝে না? -সেক্ষেত্রেও আমি বেশি যুক্তিতর্কের পেছনে পড়ব না। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে খুব বেশি যাবো না। গেলেও তাড়াতাড়ি মূলে ফিরে আসা ভীষণ জরুরী। আমরা জানি, মুতামিলিরাও যুক্তির পেছনে পড়েছিল, ইসলামের প্রতি মমতাবশত। মুতাকাল্লিমীনও গ্রীক দর্শনের মোকাবেলায় পাল্টা দর্শনচর্চা শুরু করেছিল। পরিণতি কী হল, মুসলিম সমাজ আস্তে আস্তে 'নস' কুরআন কারীম থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করল।

যুক্তির মেহনত চলুক পুরোদমে।
কুরআনে আত্ম-সমর্পণও থাকুক।

কুরআনি ভাষা: ৭৭

শায়খ গাযালী রহ.। তিনি ইখওয়ানের বড় নেতা। তার একটা কিতাব পেয়েছিলাম অনেক আগে। নাম 'জাদিদ হায়াতাক'। তোমার জীবনকে নবায়ন করো। শায়খ বইটা লিখেছিলেন ডেল কার্নেগির অনুকরণে। সেকথা তিনি কিতাবেও স্পষ্ট করে বলেছেন। ছোটবেলায় মনে করতাম, আমাদের মতো বাংলাভাষীদেরই শুধু ডেল কার্নেগি বা ডা. লুৎফুর রহমানকে পড়ার প্রয়োজন হয়। আরবদের এসব প্রয়োজন হয় না। কারণ তারা কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ সরাসরি বোঝে। প্রেরণা লাভের জন্যে বাইরে কোথাও হাত পাতে হয় না। শায়খ গাযালীর কিতাবটা দেখে ভুল ভেঙেছিল। বেশ অবাক হয়েছিলাম।

এসব বই পড়া ভালো না মন্দ সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। ইদানীং আরবে-আজমে অনুপ্রেরণামূলক দেদার বই বেরোচ্ছে। এসব বইয়ের ব্যাপক চাহিদাও আছে। নইলে এত বই বেরোচ্ছে কেন। অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে বইগুলো পড়ে। পাশাপাশি আরেকটা বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আজ কুরআন কারীমের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। সুন্নাহ-সীরাতের সাথে আমাদের সংযোগ নেই। তাই আলাদা করে অনুপ্রেরণামূলক বইয়ের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

এটা ঠিক, সালাফে সালাহীনের জীবনীতে আমাদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু সেটা হবে, আমার জন্যে সাময়িক সিলেবাস। কুরআনই হবে মূল। সীরাতেই হবে মূল। বাস্তবে হচ্ছে উল্টোটা। এতদিন ধার্মিক ছিল না, এখন ধর্মের পথেও এসেও কুরআন কারীমের প্রবেশ করতে পারছে না। অনুপ্রেরণা খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্যদের কাছে। মানুষের জীবনীতে।

আবার কেউ কেউ কুরআনের কাছে এসেও, ভুল পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে। বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ-তাফসীর পড়াকেই যথেষ্ট মনে করেছে। তারা একটা ভুল বক্তব্যের শিকার হয়ে এমন করেছে। তারা শুনেছে,

কুরআন শরীফ না বুঝে পড়লে কোনও ফায়েদা নেই।

ডাহা মিথ্যা কথা। চরম বিভ্রান্তিকর কথা। কুরআন বুঝে বুঝে পড়া যেমন আবশ্যিক, তেমনি আমাদের মতো যারা আরবী বুঝি না, তাদের জন্যে দিনের নির্দিষ্ট একটা সময়ে না বুঝে হলেও কুরআন তিলাওয়াত আবশ্যিক। আমি মনে করি, আমাদের মতো যারা কুরআন বুঝি না, তারা যদি একঘণ্টা কুরআন বোঝার পেছনে ব্যয় করি, দুই ঘণ্টা ব্যয় করা উচিত দেখে দেখে তেলাওয়াত করার পেছনে। উভয় মেহনতই একসাথে চলতে থাকবে। দুই মেহনতের দুই ফায়েদা।

ক. বুঝে বুঝে পড়ার ফায়েদা হল, এতে করে মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনার গিঁঠ-জট খুলবে।

খ. না বুঝে বেশি বেশি তেলাওয়াতের মাধ্যমে, কলবের জং, দিলের ময়লা সাফ হবে।

তেলাওয়াত ও বোঝা এক ধরনের ঘর্ষণ বা পোঁচের মতো! ঘর্ষণে ঘর্ষণে মসৃণ হতে থাকে। পোঁচ দিতে দিতে রক্তক্ষরণ হয়। বিষাক্ত রক্ত বের হয়ে যায়। কলবে ও চিন্তা শুদ্ধতা আসে।

কুরআনি ভাষা: ৭৮

এক মাদরাসায় পড়ে, অন্য মাদরাসার কারো কাছে সাহিত্য বা জিহাদ বা রাজনীতি বিষয়ে পরামর্শ চাইতে যাওয়া তালিবে ইলমগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

১: তাদের সাথে নিজের মাদরাসার কোনও হুজুরের খাস তা'আলুক

নেই।

২: এরা সাধারণত দরসী লেখাপড়াতে দুর্বল।

৩: এরা দরসী লেখাপড়া না করে, কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ না বুঝেই সাহিত্যিক হতে চায়, মুজাহিদ হতে চায়।

৪: এদের অনেকের আমলী দিকটাও দুর্বল।

৫: মাদরাসার চেয়ে বাইরে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে।

৬: এরা অনলাইনেও বেশ সচল।

(এক) সেদিন এক তালিবে ইলম এল। সে কুরআন কারীম বুঝতে চায়।

আমি বললাম,

-বছরের মাঝেই চলে আসবে?

-কেউ কিছু বলবে না!

-কাউকে না জানিয়ে বছরের মাঝে মাদরাসা ছেড়ে চলে আসবে। তুমি কুরআন কারীম বিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন করেই কুরআন বুঝতে চাও? তোমার এই চাওয়ায় বরকত থাকবে? আমার মনে হয় কি জানো, তুমি ওখানেও ঠিক মতো লেখাপড়া করছ না। তোমার সাথে ওখানকার কোনও ওস্তাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক নেই! তুমি যে কোর্সে ভর্তি হয়েছে, সেটাও ঠিকমতো করছো না! তোমার মাথায় সাহিত্যিক হওয়ার ভূত চেপেছে, কুরআন কারীম হল ছুতো! কি ঠিক বলিনি?

-জি!

(দুই) এক তালিবে ইলম কিভাবে যেন একেবারে গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির। সে বাঙলা ভাষায় বেশ পারদর্শী। আরও দক্ষতা অর্জন করতে চায়। কয়েকটা ছড়াও প্রমাণস্বরূপ নিয়ে এসেছে। বললাম,

-তুমি মাদরাসায় পড়ছ কয় বছর?

-‘এত’ বছর।

-আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে সূরা নাসের ‘খাল্লাস’ শব্দটার অর্থ বোঝাও।

আমতা আমতা করতে লাগল। আমি বললাম,

-আগে কুরআন কারীম বোঝ। তারপর বাংলা শেখো।

(তিন) বই পড়ে তার কিভাবে যেন খারনা হয়েছে, আমি। সে দাঁড়ার

পর আল্লাহর রাস্তায় বিশেষ মেহনতে বের হতে চায়।

-কিভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি?

-তুমি সূরা তাওবা বোঝ?

-জি! না।

-আনফাল?

-জি! না!

-মায়দা?

-জি! না।

-মুহাম্মাদ?

-জি! না।

-সীরাতের কোনও বই পড়েছ?

-জি! না।

তুমি সূরা ফাতেহার তরজমা শুদ্ধ করে করতে পারবে?

-জি! না।

শতভাগ বাস্তব চিত্র। সবাই এমন নয়। আমি মনে করি এরা দলছুট। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা কাম্য। এরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। সবাই মনে করে, এরাই বুঝি মাদরাসার মূলধারা! বাস্তবে তা নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, মূলধারায় কিছু কিছু অসাধারণ তালিবে ইলমের সাথে পাকেচক্রে দেখা হয়ে যায়। যারা অনেক কিছু জানে! অনেক কিছু বোঝে। অনেক কিছু অনুভব করে। অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখে। শুধুই দ্বীনের জন্যে।

কুরআনি ভাষা: ৭৯

আমরা কুরআনের চারপাশে জড়ো হই, কিন্তু কুরআন কারীমের ভেতরে প্রবেশ করি না। কুরআনের জন্যে জড়ো হই কিন্তু কুরআনি বিধানকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়নের জন্যে জড়ো হই না। কুরআন সাথে নিয়ে জড়ো হই কিন্তু কুরআনের দিক-নির্দেশনা মেনে জড়ো হই না। কুরআন কারীমের জন্যে সংগ্রাম করি। সংগ্রাম শেষ হলে কুরআনবিরোধী শাসনব্যবস্থার সাথে আপোষ করে ফেলি। মসজিদে-ওয়াজে সমাজে কুরআনি শাসন চাই। সমাজে এসে কুরআনবিরোধী শাসনে তুষ্ট হয়ে পড়ি। বেশিরভাগ সময়, কুরআনী আইনের প্রতিই রুষ্ট হয়ে পড়ি।

কুরআন কারীম বুঝতে চাইলে, উপনিবেশিক আমলের আগের মুফাসসিরীনের কেরামের তাফসীর থেকে বোঝা ভালো। নিরাপদ। সবচেয়ে ভালো হয়, প্রথম তিন শতাব্দির এদিকে না আসা। বিশেষ করে ঈমান কুফর ওয়ালা ওয়ালা বারা, নিফাক বোঝার জন্যে। এসব বোঝা হয়ে গেলে, তারপর বর্তমানের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে।

তাকদীর ও সতর্কতা!

বান্দা যত কিছুই করুক, আল্লাহ তা'আলা যা চান, সেটাই হয়। আল্লাহর সিদ্ধান্তের কোনও নড়চড় হয় না।

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ

এবং (সেই সঙ্গে একথাও) বলল যে, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (নগরে) সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং ভিন্ন-ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হতে রক্ষা করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম কার্যকর হয় না, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। আর যারা নির্ভর করতে চায়, তাদের উচিত তাঁরই উপর নির্ভর করা (ইউসুফ ৬৭)।

ইয়া'কুব আ. জানতেন, আল্লাহর যা ফয়সালা, সেটার কোনও পরিবর্তন নেই। তবে বান্দার দায়িত্ব হল তাওয়াক্কুল করা। আল্লাহর উপর ভরসা করা। বিপদ সুনিশ্চিত জেনেও বান্দার কর্তব্য, বাঁচার চেষ্টা করে যাওয়া। আল্লাহর নবীও জানতেন বিষয়টা। তারপরও সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে।

যাতে বদনজর না লাগে।

বিপদ এলে সবার উপর একসাথে না আসে।

জীবন ও যৌবনের কী অবিশ্বাস্য অপচয়! ব্যক্তিকে দিয়ে কুরআন বোঝার কসরত করি! কুরআন দিয়ে ব্যক্তিকে মাপার মানসিকতা রাখি না! আহ, এমন কেন হয়? যাই ঘটুক, আমি তো প্রথমে কুরআনে আসবো, তাই না? তারপর সুন্নাহতে আসবো! কিন্তু প্রথমেই ব্যক্তিতে যাই! হাঁ, আমি কুরআন ও সুন্নাহর বুঝ ব্যক্তি থেকেই নিবো। কিন্তু আমি সঠিক ব্যক্তি থেকে কুরআন সুন্নাহ নিচ্ছি তো? আমার নির্ধারিত ব্যক্তির কুরআনি বুঝের সাথে খাইরুল কুরআনের ব্যক্তিগণের কুরআনি বুঝের মিল আছে তো? আমার নির্ধারিত ব্যক্তির উপর কোনও রাষ্ট্রীয় চাপ নেই তো? তাকে কথা বলা বলতে গেলে, আগে পিছে অনেক ভাবতে হয় না তো? তার চারপাশে কুফর-শিরক ঘিরে নেই তো? তিনি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেই তো? তাহলে তার কথা কি পুরোপুরি কুরআন ঘেঁষা হওয়া সম্ভব? তাকে তো বাধ্য হয়েও অনেক নমনীয় হয়ে যেতে হয়! এমন কেউ সম্মানিত হতে পারে, আদর্শও কি হতে পারেন? সম্মান দেয়া আর আদর্শের স্থানে রাখা, এ-দুইয়ের মাঝে তফাৎ করতে পারছি তো?

ভালো কোনও সাহিত্য পাঠে, হৃদয় কোমল হয়।
ইতিহাস পাঠ করলে, ইবরত বা শিক্ষা অর্জন হয়।
কুরআন কারীম পাঠ করলে, হৃদয় কোমল হয়। ইবরত হাসিল হয়।
সওয়াব অর্জন হয়।

আমাদের সবক এখন সূরা আ'রাফে। এটাই শেষ সূরা। আগে ও পরের সব সূরার তরজমার দরস (ক্লাস) শেষ হয়েছে। আমরা প্রতি বছর একবার করে পুরো ত্রিশ পারা তরজমা পড়ি। সে ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে আছি বলা চলে। দরসের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তেইশতম আয়াত পড়তে গিয়ে হঠাৎ মাথায় বিরাট এক 'বরফখণ্ড' ঢুকে গেল। কী যন্ত্রণা, চেষ্টা করেও বরফের প্রকাণ্ড চাঁইটা নামানো যাচ্ছে না। অথচ এই আয়াত থেকে, মাথায়

বরফখণ্ড চেপে বসার কোনও সূত্র বের করতে পারলাম না। আরও বিপদ হলো, আইসবার্গ (বরফের চাঁই)-এর পিছু পিছু মাথায় এল টাইটানিক। বছরের শেষ। ভাবনা বিলাসের সুযোগ নেই। ঘরদোর, পড়াশোনা, দ্বীন-দুনিয়া সবকিছুকে সীমিত করে, সারাক্ষণ কুরআন কারীম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এখনো একপারার চেয়েও বেশি বাকি। খতম করতে হবে। দাওয়া হাদীসের মতো শুধু পড়ে গেলে হবে না, প্রতিটি শব্দের বিস্তারিত অর্থ বলে, তবেই এগুতে হবে। এমন তুমুল ব্যস্ত সময়ে বরফ-পাহাড়ে চড়া কাজের কথা নয়। কিন্তু ভাবনাটা এসেছে, কুরআনের ছায়া ধরে। তাই একটু প্রশ্ন দিতেই হয়।

গড়পড়তা একেকটা আইসবার্গের ওজন ১ থেকে ১০ হাজার টন। তবে সবচেয়ে বড় আইসবার্গের ওজন ১ কোটি ১০ লাখ টন পর্যন্ত হতে পারে। আইসবার্গ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার অবশ্য সম্ভব কারণ আছে। আইসবার্গকে বলা হয় সাগরের ভূত। রাতের অন্ধকারে বিশাল বরফের চলমান পাহাড়গুলো পানির তলায় নিমজ্জিত থেকে, জাহাজের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি আইসবার্গের আঘাতেই 'টাইটানিক' ডুবে গিয়েছিল। ১৯১২ সালে আটলান্টিকে। আইসবার্গগুলোর উৎপত্তি উত্তর বা দক্ষিণ মেরু। দুই মেরু থেকে বিরাট আকৃতির বরফের চাকা সাগরে নেমে পড়ে এবং ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে অজানার উদ্দেশ্যে।

আইসবার্গের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে মাথায় চিন্তাটা এসেছিল। যে কোনও আইসবার্গের সাধারণত দশ ভাগের নয় ভাগ পানির নিচে থাকে। মাত্র এক ভাগ পানির ওপর ভেসে থাকে। এজন্য প্রথম দেখায় বুঝে ওঠা মুশকিল, সেটা আসলে কত বড়! দেখতে তো ছোটই মনে হয়।

আমাদের কুরআন কারীমও এমনই। মাত্র ছয়শ পৃষ্ঠার একটা বই। এই ক'টা পৃষ্ঠার মধ্যেই সুপ্ত আছে পূর্ব ও পরের সমস্ত 'ইলম'। আইসবার্গের সাথে কোনওভাবেই কুরআন কারীমের তুলনা চলে না। আইসবার্গের আয়তন নিরূপণ করা সম্ভব। কিন্তু কুরআন কারীম? অসম্ভব! কুরআন কারীমকে অনেকে মনে করে, এটা আর আট-দশটা বইয়ের মতোই একটা বই। এমন ধারণা যারা করে, তাদের প্রতিক্রিয়া হয় দু'ধরনের,

- ১: তারা যখন কুরআন কারীম পড়তে শুরু করে, আস্তে আস্তে তাদের ধারণা বদলে যেতে শুরু করে।

- ২: আরেক দল কুরআনের কাছেও ঘেঁষে না। ফলে তাদের হেদায়াতও নসীব হয় না। ভুল ধারণা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়।

আমি কি কুরআন কারীমের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারি?
আমি কি কখনো কুরআন কারীমের গভীরতার কথা ভেবেছি?
আমি কি কখনো কুরআন কারীমের অমিত শক্তির কথা ভেবেছি?

কুরআনি ভাবনা: ৮৪

কুরআন তরজমার খতম শেষ হতে আর পনের পৃষ্ঠার মতো বাকি আছে। প্রতি বছর এ-সময়টাতে এসে রাজ্যের আলস্যি এসে ভর করে। থাক না, এত তাড়াহুড়োর কী আছে! আস্তে ধীরে খতম করলেই হবে। কুরআন নিয়ে বসলেও মন একবার এদিকে যায় আরেকবার ওদিকে যায়! রীতিমতো বর্ষার খলসে মাছের মতো! শুধু লাফাফাফি করে। আমিও মনের সাথে লোফালুফি করে সময় কাটাই। মনকে জোর করে কুরআনে এনে গাঁথি! মন আবার বর্শি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া মাছের মতো ঝপাৎ করে লাফ মারে! দূর থেকে যেন বলে,
-বেশ বর্শেল হয়েছেন দেখি!
আবার আধার ফেলে মনমাছটাকে ধরে আনি।

মনের এমন ঘাই দেয়া অবস্থা দেখে, প্রতি বছরই কিছু আগাম ব্যবস্থা (প্রিকোশন) নিয়ে রাখি। কিন্তু শেষমেষ দেখা যায়, সব ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, মন পগারপার হয়ে গেছে। এই যে এখন ‘কুরআনি ভাবনা’ লিখতে বসেছি, এটাও দুষ্ট মনের পালানোর একটা রূপ। না হলে এখন তরজমার দরসের প্রস্তুতি না নিয়ে, ভাবনা বিলাসের সুযোগ কোথায়?

কাঠাবেড়ালির একটা দুষ্ট স্বভাব আছে। আমরা যখন বেড়ালিকে দৌড়াই, সেটা হুড়ুৎ করে পালালেও বেশি দূরে যায় না। কিয়ৎদূর গিয়েই থমকে দাঁড়ায়, পেছন ফিরে তাকায়,
দেখে এখনো আছি না চলে গেছি। মাঝেমধ্যে মনে হয়, বেড়ালিটা আমার দিকে ফিরে ভেংচি কাটে। ভাবটা এমন,
-কী ধরতে পারলে? শুধু শুধু কেন আমার রসভঙ্গ করলে? কী আরাম করে কচি নধর ভাবটা চুকচুক করে ‘পান’ করছিলাম!
আমার কুরআন ছেড়ে পালানো মনটাও আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে চোখ ঠারে আর বলে,

-আহ বেচারি!

বেড়ালের প্রিয় খাবার হল ইঁদুর। বেড়ালের ইঁদুর শিকারের বিশেষ কায়দা আছে। বেড়াল ঢুলুঢুলু চোখে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। বোকা ইঁদুর বেড়ালের চেষ্টাকল্পিত আলস্যের মাজেজা ধরতে পারে না। সে বেড়ালের নাকের ডগায় এসে ঘুরোঘুরি শুরু করে। বেড়াল আচানক স্প্রিংয়ের মতো তড়াক করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইঁদুরটাকে কায়দামতো ধরার পরপরই কিন্তু বেড়লামামা ভোজনপর্ব শুরু করে না। শিকার নিয়ে একটু খেলাধুলা করে। বাঘমামারাও এমন করে থাকে। শিকার পুরোপুরি নিস্তজ হয়ে এলে, তখন আহারপর্ব শুরু হয়।

বছরশেষে মনের অবস্থাও এমন হয়ে যায়। আর ক'টা পৃষ্ঠা বাকি আছে। একনাগাড়ে পড়িয়ে শেষ করে দিলেই হিশেব চুকে যায়। না, মন তা করতে রাজি নয়। সে তার কল্পিত ছানাপোনাদের নিয়ে খেলতে শুরু করে। তবে আশার কথা হল, শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছা হয়। সবই রাব্বের কারীমের অপার দয়া আর করুণা। তিনি তার কালামের সাথে লেগে থাকার তাওফীক দিয়েছেন।

কুরআনি ভাষা: ৮৬

শরীরের ময়লা সাফ করার জন্যে গোসল করি। মনের ময়লা দূর করার জন্যেও গোসল করা প্রয়োজন। মনের গোসলের অনেক পদ্ধতি আছে। যিকির হল প্রধানতম মাধ্যম। কুরআন তিলাওয়াত সবচেয়ে সেরা যিকির। আমরা মাদরাসায় প্রতি বছর একবার করে কুরআন তরজমার খতম করি। প্রতিবারই খতম শেষ করার পর, মনে হয়, একটা গোসল দিয়ে এলাম। গোসলের দ্বারা শরীরের ময়লা দূর হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেও কলবের অনেক ময়লা দূর হয়ে যায়। অনেক চিন্তার পরিবর্তন ঘটে যায়।

খতম শেষে মনে হয়, আমি নতুন আরেক মানুষের পরিণত হয়েছি। অবশ্য দুনিয়ার নানাবিধ কলুষতার কারণে, মনটা আবার কলুষিত হয়ে যায়। আবার কুরআন দিয়ে কলব সাফাইয়ে লেগে যেতে হয়।

ঘরদোর, জামাকাপড়, হান্দ্‌মাম পরিষ্কার করার জন্যে বাজারে কত কি উপকরণ পাওয়া যায়। আমরা সেসব কিনে আনি। এজন্য অনেক টাকা খরচ করি। সময় ব্যয় করি। সাবান কিনে আনি, ক্লিনিংয়ের নানাবিধ দ্রব্য কিনে আনি।

কলব সাফ করার জন্যে কি আমি এতটা সময় ব্যয় করি? টাকা খরচ করার চিন্তা করি? কলব সাফ করার জন্যে আমাকে বাজারে যেতে হবে না। টাকাও খরচ করতে হবে না। খুব বেশি সময়ও ব্যয় করতে হবে না। উপকরণ আমার ঘরেই মজুত আছে। সেটা হল কুরআন কারীম। একটুখানি কুরআন কারীম নিয়ে বসলেই আমার কলব সাফ হয়ে যাবে।

যে কোনও দামী জিনিসই মোড়কে মুড়িয়ে রাখতে হয়। আল্লাহ তা'আলাও তার বানীকে ভাষার মোড়কে মুড়িয়ে পাঠিয়েছেন। অর্থকে ধারণ করার জন্যে মোড়ক হিশেবে, আরবীর সাথে কোনও ভাষারই তুলনা হয় না। কুরআন কারীমের মোড়ক উন্মোচন করতে না পারলে, আল্লাহ তা'আলার মূল বানীর কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়।

আমরা গাছ থেকে নারকেল পাড়ি। শুধু পানি খেতে চাইলে ফুটো করলেই চলে। কিন্তু খোল বা মালা না ভাঙলে ভেতরের নারকেল পর্যন্ত পৌঁছা যায় না। কুরআন কারীম না বুঝে তিলাওয়াত করলেও অনেক ফায়েদা। তবে না বুঝে তিলাওয়াত কুরআন কারীমে নাযিলের মূল উদ্দেশ্য নয়। এটা হল খোল ফুটো করে পানি খাওয়ার মতো। মূল শাঁস বা নারিকেল খেতে হলে খোল ভাঙতে হবে। রব্বের মূলবাণী বুঝতে হলেও আরবী ভাষা শিখতে হবে। অথবা কারো কাছ থেকে মূলবাণীটা বুঝে নিতে হবে।

মক্কা ও মদীনার প্রতিটি ঘরই ছিলো 'মাদরাসাতুল কুরআন'। স্বামী ঘরে ফিরলেই ঘরের মানুষগুলো ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করতেন,
-আজ নবীজির উপর নতুন কোনও ওহী নাযিল হয়েছে? তাড়াতাড়ি আমাকে শোনান! কুরআন কারীমের নতুন কী শিখে এসেছেন, আমাকে

জলদি শিখিয়ে দিন!

কুরআনি ভাষা: ৯০

সাহাবায়ে কেরাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআন কারীমকে সাথে রাখতেন। জিহাদের ময়দানে আরও বেশি করে সাথে রাখতেন।

(১): ইয়ারমুক: ইসলামী ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা. এই দিন বিভিন্ন স্কোয়াডে ঘুরে ঘুরে সূরা আনফাল ও জিহাদের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী তার তিলাওয়াত শুনে নব জোশে বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। ধ্বসে পড়েছিল অপরাজেয় রোমান এম্পায়ার।

(২): কাদেসিয়া: প্রতিটি স্কোয়াডের জন্যেই পৃথক পৃথক কারি নির্ধারণ করা ছিল। তারা নিয়মিত সূরা আনফাল ও জিহাদের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে গেছেন। যুদ্ধের তীব্রতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করার সাথে সাথে তিলাওয়াতের মাত্রাও বেড়ে যেত। এই যুদ্ধে ধ্বসে পড়েছিল অগ্নিপূজারীদের সাম্রাজ্য। যার ধাক্কা আজও তারা সহ্য করতে পারছে না।

(৩): যাতুস সাওয়ারী: কঠিন পরিস্থিতি ছিল। সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন সা'দের মনে কোনও ভয় নেই। তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে নৌযানসমূহের পাশে সারিবদ্ধ করলেন। চমৎকার এক উদ্দীপনাময় খুতবা দিলেন। জিহাদের সময় কুরআন তিলাওয়াতের নসীহত করলেন। বিশেষ করে সূরা আনফাল তিলাওয়াত করতে বললেন।

কুরআনি ভাষা: ৯১

উমার রা.-এর একজন কুরআনি বন্ধু ছিল। তিনি আনসারী ছিলেন। দু'জনে পালাক্রমে কুরআন শিখতেন। একজন নবীজি সা.-এর কাছে থাকতেন, নতুন কোনও ওহী নাযিল হলে শিখে রাখতেন। আরেকজন জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে থাকতেন। এভাবে একজন আরেকজনের কাছ থেকে কুরআন শিখতেন। একটা আয়াতও যাতে ছুটে না যায়। আমার বেলায় দিন কে দিন চলে যায়, কুরআন নিয়ে বসার কথাই মনে থাকে না!

কুরআনি ভাষা: ৯২

আবু মুসা আশ'আরী রা. অত্যন্ত চমৎকার লাহানে তিলাওয়াত করতে

পারতেন। নবীজি সা.-ও তার তিলাওয়াত মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। সাহাবায়ে
কেরাম কোথাও কোনও উপলক্ষ্যে জমায়েত হলে, আবু মুসা রা.-কে
অনুরোধ করতেন,
-আবু মুসা! আমাদের রবকে একটু স্মরণ করিয়ে দিন!
মানে, আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান।
কুরআন কারীম শুনলেই রবের কথা মনে পড়ত তাদের।
আমার তো কুরআন কারীমের কথাই মনে থাকে না, রবের কথা মনে
থাকবে কী করে?

কুরআনি ভাষা: ৯৩

কুরআন কারীম বোঝার দু'টি স্তর আছে।

১: ফাহমে কুরআন। নিজে কুরআন কারীম বোঝা।

২: তাফহীমে কুরআন। অন্যকে বোঝানো।

ফাহমে কুরআন বা কুরআন কারীম বোঝার অধিকার সব বান্দার আছে।
কিন্তু তাফহীমে কুরআন বা অন্যকে কুরআন বোঝানোর অধিকার সব
বান্দার নেই। দু'টি স্তরের জন্যেই কিছু যোগ্যতা প্রয়োজন। আমরা এখন
শুধু নিজে বোঝার দিকটাই দেখব। ফাহমে কুরআনের জন্যে তিনটি
যোগ্যতা থাকা জরুরী।

১: আরবী ভাষা জানা। শুধু শাদিকভাবে জানলে চলবে না, তৎকালিন
আরবদের পরিভাষা সম্পর্কেও জানা থাকা জরুরী। পাশাপাশি আরবী
ব্যাকরণ।

২: শানে নুযুল জানা। এটা শিখতে হবে সাহাবায়ে কেরাম থেকে।
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভালো জানাশোনা না থাকলে, শানে নুযুল জানা
অসম্ভব।

৩: আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্যে আয়াতটা নাযিল করেছেন, সেটা জানা।
এটা জানতে হলে নবীজি সা.-কে জানতে হবে। হাদীস শরীফ সম্পর্কে
গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

কুরআনি ভাষা: ৯৪

এখনকার মানুষকে বিভিন্ন প্রজন্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। একেক
বয়েসের মানুষ একেকটা বিষয় নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। কেউ মোবাইলের

লেটেস্ট মডেল নিয়ে, কেউ লেটেস্ট মুভি নিয়ে, কেউ নির্বাচন নিয়ে, কেউ টকশো নিয়ে, কেউ ফ্যাশন নিয়ে, কেউ টিভি সিরিয়াল নিয়ে, কেউ দল নিয়ে, কেউ পদ নিয়ে, কেউ চাকুরি নিয়ে।

কিন্তু সোনালী যুগে, মক্কা ও মদীনার আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবাই বৃন্দ হয়ে থাকতো একটা বিষয় নিয়ে:

-সর্বশেষ কোন আয়াত নাযিল হল?

ঘরের নারীর একটা চোখ সব সময় উৎসুক থাকত, বাইরের পুরুষের চোখ -কান-মন অধীর হয়ে থাকত নতুন কোনও আয়াতের প্রতীক্ষায়।

বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটলে, অধীর হয়ে প্রতীক্ষায় থাকি, আপডেট জানার জন্যে। বিশেষ কোনও উপলক্ষ্য সৃষ্টি হলে, তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো অনলাইন-অফলাইনে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকি,

-তারপর কী হল?

সেটা জানার জন্যে। মেগা সিরিয়াল উত্তেজনাময় কোনও পর্যায়ে শেষ হলে, পরের পর্বের জন্যে খাওয়া-নাওয়া ভুলে প্রতীক্ষার প্রহর গুণি।

কুরআন প্রজন্মের মানুষগুলো, আমাদের এসবের প্রতীক্ষার চেয়েও লক্ষগুণ বেশি আগ্রহ নিয়ে দিনরাত গুজরান করত, নতুন একটি ওহীর জন্যে। নতুন একটি আয়াতের জন্যে।

কুরআনি ভাবনা: ৯৬

অনেকের মুখেই অভিযোগ শোনা যায়: মনে শাস্তি নেই। ঘরে-পরিবারে নানা অশান্তি আর কলহ লেগে আছে। এই বিবেচনায় ঘরগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়,

১: সম্পূর্ণ কুরআন কারীম মুক্ত। কুরআন কারীম পড়া হয় না। কুরআন কারীমের কথা ভাবা হয় না। তবে গানবাদ্যি টিভি-সিনেমা পুরোদমে আছে। এই বাড়ি পুরোপুরি শয়তানের দখলে।

২: কুরআন কারীমও আছে পাশাপাশি গানবাদ্যিও আছে। এই বাড়ির অর্ধেকটা শয়তানের দখলে।

৩: শুধুই কুরআন কারীম আছে। গানবাদ্যির কোনও স্থান নেই।

আমার ঘরে সুখ-শান্তির পরিমাণ নির্ভর করবে, কুরআন কারীম থাকার পরিমাণের সাথে। যতটুকু কুরআন কারীম থাকবে, ঠিক ততটুকু সুখ থাকবে। পুরোপুরি ধর্ম মেনে চলে, এমন কিছু পরিবার থেকেও, কখনো কখনো মনোমালিন্যের অভিযোগ আসে, অশান্তির রেশ বের হয়ে আসে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে কুরআনের সাথে লেগে থাকার পরিমাণে ঘাটতি আছে। কুরআন তিলাওয়াতে, কুরআন তাদাব্বুরে ঘাটতি আছে। কুরআন বলছে, যিকির করলে শান্তি পাওয়া যাবেই। শান্তি আসবেই।

কুরআনি ভাষা: ৯৬

আবুল আব্বাস ইবনুল আতা রহ.। হিজরী চতুর্থ শতকের আলিম। বুযুর্গ। খুব বেশি তিলাওয়াত করতেন। খুব দ্রুত কুরআন কারীম খতম হয়ে যেত। একবার ঠিক করলেন, কুরআন কারীম একবার বুঝে বুঝে পড়ে খতম করবেন। দশ বছরেও এক খতম দিতে পারেন নি। খতম শেষ হওয়ার আগেই ইস্তেকাল করেছেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া)।

কুরআন কারীমকে গভীর চিন্তা-ভাবনার সাথে পড়া উচিত। পাশাপাশি মোটামুটি বুঝে না বুঝেও বেশি বেশি পড়া উচিত। দু'ভাবেই মেহনত চালিয়ে যাওয়া উচিত। দুই তরীকাতেই উপকার আছে। বুঝে পড়লে বেশি লাভ এবং এটাই মূল পদ্ধতি। না বুঝে পড়লেও লাভ আছে তবে শুধু না বুঝে পড়ার জন্যে কুরআন কারীম নাযিল করা হয়নি।

কুরআনি ভাষা: ৯৭

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বিভিন্ন সময়ের কসম খেয়েছেন।

১: (الفجر) ফজর বা প্রভাতের কসম খেয়েছেন।

২: (الضحى) দুহা বা পূর্বা ের কসম খেয়েছেন।

৩: (النهار) নাহার বা দিনের কসম খেয়েছেন।

৪: (العصر) আসর বা বিকেলের কসম খেয়েছেন।

৫: (الليل) লাইল বা রাতের কসম খেয়েছেন।

আমি কি এই সময়গুলোর যথাযথ সন্যবহার করছি? আল্লাহ তা'আলা যে

গুরুত্ব দিয়ে সময়গুলোর নাম ধরে কসম খেয়েছেন, আমি সে সময়গুলো হেলায় অবাধ্যতায় কাটিয়ে ফেলছি না তো?

কুরআনি ভাষা: ৯৮

কুরআন কারীম তিলাওয়াত অন্তরের ব্যাধির উপশমে কেমন ভূমিকা পালন করে? ইবনুল জাওয়ী রহ. বলেছেন,
-মধু যেমন দুর্বল শরীরকে সবল করে তোলে, কুরআন তিলাওয়াতও কলবকে ঠিক সেভাবে চনমনে করে তোলে। ব্যাধিমুক্ত করে তোলে।

কুরআনি ভাষা: ৯৯

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন,
-এমন কোনও 'দা' (ব্যাধি) নেই, যার নিদান কুরআনে নেই। প্রতিটি রোগ উপশমের নিদান ও বিধান কুরআন কারীমে আছে। রোগের কারণও কুরআনে আছে। রোগমুক্তির উপায়ও আছে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগের।

কুরআনি ভাষা: ১০০

স্বাভাবিক নিয়ম হল ওস্তাদের কাছে শাগরিদ লেখাপড়া শেখে। কিন্তু কখনো ব্যতিক্রমও হয়ে যায়। খোদ ওস্তাদই শাগরিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। কুরআন কারীমের নিসবতে মাঝেমাঝে কিছু এমন তালিবে ইলমের সাথে দেখা হয়ে যায়, যারা ইলমে ও আমলে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।

আমাদের মাদরাসায় আমরা মেহনত করি শুধু কুরআনি শব্দ ও শাব্দিক তরজমা নিয়ে। এর বেশি কিছু করার যোগ্যতা আমাদের নেই। শব্দ ও তরজমাতেও আমরা এখনো অত্যন্ত কাঁচা। এখনো শেখার পর্যায়ে আছি। কিন্তু কেউ কেউ সুধারনাবশত মনে করে, আমাদের এখানে উচ্চতর কুরআনি মেহনত চলে। তাই সুযোগ পেলে পড়তে আসে। এসে দেখে, তাদের ধারণাটা সঠিক নয়। এখানে শুধুই প্রাথমিক স্তরের মেহনত চলে। আমাদের কাছে তার পাওয়ার মতো কোনও ইলম বা যোগ্যতা নেই। কেউ হতাশ হয়, কেউ নিরাশ হয়। চলে যায়।

এই ফাঁকে আমাদের একটা লাভ হয়ে যায়। এমন যোগ্য কেউ এলে, আমরা উল্টো তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব কুরআনি ইলম শিখে রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলার এক আজীব কর্মকৌশল। আমরা হন্যে হয়ে খুঁজেও যাকে পেতাম না, তার কাছ থেকে শিখতে পারতাম না, রাবেব কারীম অন্য ছুতোয় তাকে আমাদের কাছে হাজির করে দেন।
আলহামদুলিল্লাহ!

কুরআনি ভাষা: ১০১

কুরআন কারীম দোহারি তলোয়ারের মতো। হেদায়াত দেয়। আবার উল্টাপাল্টা করলে, গোমরাহ করে দেয়। আমি যদি শুধু হেদায়াত তলবের জন্যে তিলাওয়াত করি, তাদাব্বুর করি, তাহলে আমি হেদায়াত পাবোই। কোনও সন্দেহ নেই। আর যদি বিতর্কের সূত্র লাভের জন্যে, নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কুরআন নিয়ে বসি, তাহলে ফলাফল কি হবে সেটা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। রাবেব কারীমের রহমতই ফলাফল নির্ধারণ করে। আমার কুরআন পাঠ, আমার কুরআন তাদাব্বুর হবে হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে। ইনশাআল্লাহ।

কুরআনি ভাষা: ১০২

গত তিনদিন টেকনাফে মুজাহির ভাইদের খেদমতে কাটানোর তাওফীক হয়েছিল। আসা-যাওয়ার পথে বিভিন্ন মাদরাসায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। অনেক তালিবে ইলমের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। কারো সাথে কথা বলতে বসলে, আমাদের কথাবার্তা ঘুরেফিরে পাঁচটা বিষয়েই ঘুরপাক খায়,

- ১: কুরআন কারীম।
- ২: সীরাত।
- ৩: খিলাফাহ।
- ৪: মুসলিমবিশ্ব ও বিশ্বরাজনীতি।
- ৫: কুরআন কারীম।

সবার সাথে কথা বলার সময় একট বিষয় বেশ অবাক লেগেছে। আমরা কেউ কেউ, বড় বেশি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মানুষের কথা

জানার জন্যে আমরা কত শ্রম ব্যয় করি। নিজ মতাদর্শের আলেম বা শায়খের কথার পক্ষপাতমূলক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর জন্যে প্রাণপাত করি। কিন্তু আল্লাহর কালামের একটা আয়াত নিয়ে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করতে আমাদের মন সায় দেয় না। অথচ শত শত বান্দার শত শত কথার ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেয়ে, আল্লাহর কালামের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর মেহনতে সময় কাটানোর মাঝে আমার সুনিশ্চিত সাফল্য। তবুও কেন যেন আমরা বান্দার কথা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকি।
কেউ কেউ আমাদেরকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন,
-আমরা কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্যেই 'তিনাদের' কথা বোঝার পেছনে সময় ব্যয় করি।
-ঠিক আছে বুঝতে থাকুন।

কুরআনি ভাষা: ১০৬

যে সমস্ত বোনেরা সব সময় ঘরে থাকেন, বাইরের কোনও ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে হয় না। স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়েই থাকেন, তাদের জন্যে কুরআনে সমর্পিত হওয়া কত সহজ! আমি ঘরেও কথাটা প্রায়ই বলি,
-তুমি চাইলে এ-যুগের সেরা কুরআনমানবী হতে পারো। আমরা পুরুষরা বাইরে যাই, এটাসেটা দেখি, ওটাসেটা পড়ি, নানাজনের সাথে মিশি। এসবের কারণে চিন্তা-চেতনায় গুনাহের ছাপ পড়ে। তোমার সে ঝামেলা নেই। গুনাহের সুযোগ নেই। শুধুই সওয়াব আর সওয়াব।
ঘরে থেকে ঘর-সংসার করা বোনদের জন্যে, কুরআন কারীম হতে পারে, সেরা বন্ধু। সেরা আশ্রয়। সেরা অনন্দের উপকরণ। অবসর যাপনের সেরা মাধ্যম। এমন কিছু বোনকে, দূর থেকে চেনার জানার তাওফীক রাবে কারীম দিয়েছেন। এমন বোনদের জীবন সত্যি প্রেরণা যোগায়। তারা হতে পারলে, অন্যরা হতে পারা কঠিন কিছু নয়।

কুরআনি ভাষা: ১০৪

এবার মুহাজির ভাইদের খেদমতে যাওয়ার পথে, এক মাদরাসায় রাত যাপনের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্যে চমৎকার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারাও মাওলানা হওয়ার সুযোগ পাবেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যবস্থাপনা জানার চেষ্টা করেছি। ভালো লেগেছে।

কিন্তু একটা পুরনো চিন্তা মাথায় এসে ভীড় জমিয়েছে,
'সবাই মাওলানা হতে চায়। মহিলা মাদরাসা, পুরুষ মাদরাসা সব
জায়গাতে একই অবস্থা। কেন সবাইকে প্রথাগত মাওলানা হতে হবে? হাঁ,
সবার চেষ্টা থাকতে হবে কুরআন কারীম ভালো করে জানার। সীরাত
ভালো করে জানার। মাওলানা হবে বাছাই করা কিছু ছেলে ও মেয়ে। যারা
আসলেই ইলমপিপাসু'। বাকিরা দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবে,
কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকবে।

কুরআনি ভাষা: ১০৬

কেউ কেউ এসে অভিযোগ করে বলে, কুরআন নিয়ে সময় কাটাতে চাই,
কুরআন কারীম নিয়ে মেহনত করতে চাই, কিন্তু দুয়েকদিন যেতে না
যেতেই মন ভিন্ন দিকে ছোটে। ইস্তেকামত-অবিচলতা ধরে রাখতে পারি
না।

-আপনি আগ্রহ ধরে রাখার জন্যে কি কি করেছেন?

-চেষ্টা করেছি। মনকে জোর করে কুরআন নিয়ে বসতে রাজি করিয়েছি।
তাও হয়নি।

-দু'আ করেছেন?

-জি! করেছি। তাতেও অবস্থার হেরফের ঘটেনি।

-দু'আরও বিভিন্ন ধরন আছে। প্যারাসিটামল দু'আ আর সাপোসিটর দু'আ।
দায়সারা গোছের হলে, কোনওরকমে দু'আ করেই খালাস। কিন্তু
একরাতেই জি'র নামাতে হলে, সাপোসিটর লাগে। তুলনাটা শোভন হল না,
কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে। তাই একটু ...! রাব্বিগফিরলি।

আপনি কি সিজদায় গিয়ে দু'আ করেছেন?

-জি! না। করিনি। করার কথা মনেও আসেনি।

-ঠিক আছে, আজ থেকে আলাদা করে সালাতুল হাজত পড়ে, সিজদায়
গিয়ে দু'আ করবেন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْقُرْآنَ رِيعَ قُلُوبِنَا

আল্লাহুম্মা! কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন।

সিজদায় গিয়ে দু'আ করা মানে একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে দু'আ করা।

একেবারে মুখের উপর গিয়ে কিছু চাওয়ার মতো।

কেউ সারাক্ষণ কুরআন কারীম নিয়ে থাকেন, সব সময় কুরআন নিয়ে কথা বলেন। সুযোগ পেলেই কুরআন কারীম নিয়েই লিখেন। এমন মানুষের মধ্যেও ভ্রান্তি থাকতে পারে। বিরাট তাফসীর লিখে ফেললেও তার মধ্যে ভ্রান্তি থাকতে পারে। বিরাট কুরআনি আন্দোলনের নেতা হলেও গোমরাহি থাকতে পারে।

সেদিন এক তাফসীরকারকে দেখলাম, অন্য এক তাফসীরের আকীদার ভুল ধরতে গিয়ে, নিজেই জালিয়াতির আশ্রয় নিলেন। আগে অবাক লাগতো, এসব দেখে এখন আর অবাক লাগে না। বরং ভয় লাগে। রাব্বের কারীম না বাঁচালে, যে কেউ গোমরাহির গর্তে পড়ে যেতে পারে। ইয়া রাব্ব! রহম ফরমা!

সেদিন ঘটনাক্রমে এমন মানুষের সাথে দেখা। তারা কাছে শরীয়ত মানে শুধুই কুরআন। সাথে থাকবে কিছু সুন্নাহ, যেগুলোর সাথে কুরআনের কোনও বাহ্যত কোনও বিরোধ নেই। এর বাইরে সবই কিছুই হয় বেদাত নয় কুফরি নয় ভ্রষ্টতা। আর ফিকহ হল তার কাছে 'পোকা'। ফিকহ হল জালিয়াতি আর গোঁজামিলের নাম। তা'সাউফকে ঢালাওভাবে একবার কুফরিও বলে ফেললেন।

একটা পর্যায় পর্যন্ত চিন্তাটা সুন্দর। কিন্তু একটু আগে বাড়লেই নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। তার কথা হল, সবকিছু কুরআনেই পাওয়া যাবে।

বাইরে যাওয়ার দরকার পড়ে না। আমি জানতে চাইলাম,

-তাহলে সাধারণ কি করবে? তারা তো কুরআন বোঝে না?

-কেন তারা আলিমের কাছে যাবে?

-এই তো লাইনে এসেছেন,

-মানে?

-আলিমের কাছ থেকে যা গ্রহণ করবে, সেটাই 'ফিকহ'! আপনি যেটাকে পোকা বলে নাক সিঁটকাচ্ছেন!

গত পরশু, উখিয়া থানার কুতুপালং মুহাজির ক্যাম্পে, হাফেয তালিবে ইলমদের পাগড়ী প্রদান করা হয়েছে। হাফেযদের সাথে পাগড়ী প্রদান করা হয়েছে, এবার দাওরা থেকে ফারেগ হওয়া তালিবে ইলমকে। তারা এ-বছর ক্যাম্পের মাদরাসায় দাওরা পড়েছেন।

ঢাকা থেকে যাওয়া বড় বড় ওলামায়ে কেরাম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পে গেলে, আমি চেষ্টা করি, যত বেশি সংখ্যক মানুষের সাথে সম্ভব, কথা বলতে। বিশেষ করে ছোটদের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করি।

মুরুব্বিগণ পাগড়ী প্রদানে ব্যস্ত আছেন। এই ফাঁকে পেছনে বসে ছোটদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। একটা বিষয় মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছে, -মুহাজির ভাইদের জন্যে নেসাবটা একটু ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। শুরু থেকেই উর্দু-ফারসীর চেয়ে, কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের উপর বেশি জোর দেয়া জরুরী।

আমার মনে হয়, তাদেরকে বেশি বেশি কুরআন কারীমের সাথে জুড়ে দেয়া জরুরী। তারা আবারও সেই গতানুগতিক ধারার পড়াশোনায় ফিরে যাচ্ছে। কোনও জনগোষ্ঠী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে, সরাসরি কুরআন কারীমকে আঁকড়ে ধরা তখন সময়ের দাবী হয়ে যায়। সেটা মুহাজির ভাইদের বেলায় হচ্ছে না।

কুরআনি ভাবনা: ১০৯

গতকাল মাওলানার রজীবুল হক সাহেবের সাথে এক শহীদ (ইনশাআল্লাহ) ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি শহীদ হয়েছিলেন পাঁচই মের পরদিন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে গিয়ে, একটা বিষয় মনে হল:

‘কোনও পরিবারে যখন কেউ শহীদ হন, তখন পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যগণের বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়’।

১: কেউ সরাসরি কুরআনের কথা বিশ্বাস করে, সবার করেন। কুরআন কারীম বলে, শহীদগণ মরেও অমর থাকেন। তারা অন্যদের মতো একেবারে মরে যান না। তারা বিশেষ ধরনে জীবিত থাকেন। তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।

২: কেউ কেউ সরাসরি কুরআনের বিপরীত অবস্থান নিয়ে, অসংখ্য অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়ে ফেলে। ফলে পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো তাদের ঈমান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

কুরআতি ভাষা: ১১০

আমার অনেক জ্ঞান, আমার অনেক মান, আমার অনেক মেধা, আমার অনেক যোগ্যতা, আমার অনেক বুঝ, আমার চিন্তার অনেক গভীরতা, কিন্তু এসবের সাথে কুরআন কারীম নেই, তাহলে আমার কিছুই নেই।

কুরআতি ভাষা: ১১১

‘যিকির’ মানে কি??

এই প্রশ্নের উত্তরে যদি আমার চিন্তা ও কল্পনায় প্রথমেই ‘কুরআন কারীম’ না এসে অন্য কিছু আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমার স্বীনি বুঝে কিছুটা হলেও ভেজাল আছে।

যিকির বলতে যদি আমার প্রথমেই মনে হয়, তাসবীহ বা হাতের কড়ে নির্দিষ্ট কিছু ‘শব্দ’ বা ‘বাক্যকে’ বারবার আওড়ানো, তাহলে বুঝে নিতে হবে, আমার স্বীনি ইলম অর্জনের পদ্ধতিতে কিছুটা হলেও কুরআন কারীম কোনঠাসা হয়ে আছে। কুরআন কারীমের অন্যতম নাম হল ‘যিকির’।

কুরআতি ভাষা: ১১২

একটা পর্যায়ে গিয়ে, পেশাগত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে, পেশাগত পড়াশোনা আর প্রয়োজন হয় না। তখন যারা পড়-য়া, তারা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে পছন্দ করেন। ভালো! ভালো। কিন্তু যারা ধর্মকর্ম পালন করেন বা করবেন বলে ঠিক করেছেন, তারা কেন কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাতেন? এই জীবন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। এখন বুঝ আসার পরও কেন, আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছু আমাকে টানে? এখনো কেন কুফরি গণতন্ত্র, কাফেরের জীবনী, দুনিয়াবী খবরাখবর আমাকে আকর্ষণ করে?

কুরআতি ভাষা: ১১৩

একদল কুরআন কারীমের প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখেও ফিকহকে বেশি

গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। দ্বীনের কিছু জানার জন্যে প্রথমেই ফিকহের কোনও কিতাব নিয়ে বসে পড়ে।

আরেক দল কুরআন কারীমের প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখেও হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। দ্বীনের কিছু জানার জন্যে প্রথমেই হাদীসের কিতাব নিয়ে বসে পড়ে।

আরেক দল কুরআন কারীমের প্রতি মৌখিকভাবে পূর্ণ ঈমান রাখার কথা বলে হাদীস ও ফিকহ উভয়টাকে বাদ দিয়ে ফেলেছে। তারা দ্বীনের কিছু জানার জন্যে কুরআন নিয়ে বসে সত্য, কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যা করে নিজের মনগড়া। নিজেও গোমরাহ হয়, অনুসারীকেও গোমরাহির অতল গহ্বরে নিপতিত করে।

দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোনও বিষয় সামনে এলে, প্রথমেই আমার দৃষ্টি কি কুদুরি হেদায়ার দিকে যায় নাকি কুরআনের দিকে যায়?

দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোনও বিষয় সামনে এলে, প্রথমেই আমার দৃষ্টি কি 'বুখারী' শরীফের দিকে যায় নাকি কুরআনের দিকে যায়?

জি, কুদুরি-হিদায়া কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফেরই ব্যাখ্যা।

জি, বুখারী শরীফ কুরআন কারীমেরই ব্যাখ্যা।

জি, হাদীস শরীফ ও ফিকহ কুরআন কারীমেরই ব্যাখ্যা মূলক অংশ।

কিন্তু আমার দৃষ্টি সবসময় প্রথমে 'টেক্সটের' দিকে না গিয়ে 'নোটের' দিকে কেন যায়?

কী বললেন,

-সাধারণ মানুষ কুরআন বুঝবে কিভাবে?

-জি, আরে ভাই, আগে থেকেই, কুরআন বুঝবেন না, এটা ধরে নিলেন কেন? আর নিজে নিজে বুঝতে হবে কেউ বলেছে? যদি এমনই হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলাই দুইভাবে কুরআন কারীম নাযিল করতেন। একটা আলিমের জন্যে, আরেকটা 'আওয়ামের' জন্যে।

-জি, আলিমগন কুরআন ও সুন্নাহ গবেষণা করে, যেসব কিতাব রচনা করেছেন, সেটা থেকেই 'আওয়াম' দ্বীন শিখবে। কুরআন বুঝবে!

-তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আওয়াম আলেমগনের লিখিত কিতাবই

পড়বে, কুরআন বোঝার চেষ্টা করবে না?

-না না, তা কেন! আওয়ামও কুরআন পড়বে! তিলাওয়াত করবে!

-তার মানে, আওয়ামের জন্যে কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্যে নাযিল হয়েছে?

-না তা নয়। প্রয়োজনের সময় কুরআন যেঁটে সমাধান করতে করতে সময় লেগে গেলে, কাজটা করবে কখন?

-আপনি কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন! আমরা বুঝি একথা বলেছি, গুলি খেয়ে, রক্তাক্ত অবস্থায় কুরআন নিয়ে বসে যাবে, সমাধান খুঁজতে? নাকি বলেছি, কুরআনকেই সবকিছুর মূল অক্ষ বানানোর কথা?

কুরআনি ভাষা: ১১৪

মুসহাফ হাতে নিয়ে তিলাওয়াতে দুই নূর!

১: তিলাওয়াতের নূর।

২: কুরআনের লিখিত রূপের নূর।

কুরআনি ভাষা: ১১৫

মক্কার মুশরিকরা জাদুকর ও গণককে বেশ গুরুত্ব দিত। নবীজি সা. কুরআন নিয়ে এলেন। কুরআনের বক্তব্য মুশরিকদের মনোপূত হল না। তারা অভ্যেসবশত নবীজিকের জাদুকর হওয়ার অপবাদ দিল। গণক বলে আখ্যায়িত করল।

বর্তমানেও প্রায় একই ঘটনা। মানুষ আজ ফিল্ম আর সিরিয়াল নাটকে অভ্যস্ত। আহলে হকের কোনও ঘটনার চিত্র দেখলে, আহলে হকের কোনও মেহনতের কথা শুনলে, তারা চট করে বলে বসে, এসব বানানো 'নাটক'। তারা তাদের সুখময় নিরপদ্রব জীবনের কোল ঘেঁষে থেকে, কল্পনাও করতে পারে না, তাদের মতোই একদল 'আবাবীল', জাদুরেল জাদুরেল হস্তিকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারবে!

কুরআন কারীম কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথম যুগে যেমন কুরআন বিরোধী মানুষ ছিল, এখনো আছে। এমনকি উভয় দলের ধরনও

প্রায় এক।

কুরআনি ভাষা: ১১৬

কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকলে, কুরআন কারীম তার চিন্তা ও মানস লালন পালনের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সে ব্যক্তি টেরটিও পায় না, তার পথচলাটা কিভাবে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কুরআনের প্রভাবে তার আচরণ ঠিক হয়ে যায়। ভাষা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে অসংযত ভাষা ও শব্দ দূর হয়ে যায়। অনর্থক গল্পগুজব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। জীবন থেকে অতীতের যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় বিষয়-আশয় দূর হয়ে যায়। জীবনটা ভরে ওঠে এক অপার্থিব আলোয়।

কুরআনি ভাষা: ১১৭

কুরআন কারীম তার নাম ছয়বার এসেছে। ফেরআওনের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ফারাও রাজ্যের দ্বিতীয় ক্ষমতাস্বত্ব ব্যক্তি। ফেরআওনের প্রধান পরামর্শকও ছিল সে। এমনকি ফেরআওনের যাবতীয় নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নও সে করত। ফেরআওনের যাবতীয় কুকর্মের স্বাক্ষরী ছিল, সহযোগী ছিল। হামানের কথা বলছি।

তার পরিণতি কি হল?

পানিতে ডুবে অপঘাতে মৃত্যু। তার মনিব ফেরআওনের সাথেই।

যারা বলে, আমরা হুকুমের গোলাম। উপরের নির্দেশে 'এসব' করতে বাধ্য হই, তারা কি পরিণতির কথা ভাবে না?

কুরআনি ভাষা: ১১৮

পুরো কুরআন কারীমে ঈমান ও কুফরের মাঝে চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথা অসংখ্যবার এসেছে। কিন্তু কোথাও 'মধ্যপন্থা' বা দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়াধর্মী কোনও সমাধানের কথা বলা হয়নি। ঈমান ও কুফরের যুদ্ধের শুধু দু'টি রূপই দেখতে পাই, ক: বদরের দিনের মতো। সম্মুখ সমরে কুফরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়া। খ: আসহাবুল উখদূদের মতো, হকের উপর টিকে থেকে আগুনে পুড়ে মরাকে প্রাধান্য দেয়া।

কুরআন কারীমে (أكل) খাওয়া, শব্দমূলটি সর্বমোট ১০৯বার ব্যবহৃত হয়েছে। পান করা (شرب) শব্দমূলটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩৯-বার। দু'টি শব্দমূল পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে ৯-বার। অবাক করা ব্যাপার হল, প্রত্যেকবারই 'খাওয়া' শব্দটি 'পান করা' শব্দের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবেও, আগে খাওয়া তার পর পান করাই স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি।

আহলুল হিমাম বা উলুল আযম (দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী) কারা? যারা ঈদের দিন, তার পরদিনও নিয়মিত হিযব আদায় করতে ভোলে না। শত আনন্দে, হাজারো বাস্তবতাতেও প্রতিদিনের পারা ঠিকই তিলাওয়াত করে ফেলে।

আহলে কুরআন (কুরআনপ্রেমী/কুরআনসেবী) হতে চাইলে, সবচেয়ে কার্যকর উপায় একটাই, আহলে কুরআনের সাথে ওঠাবসা করা। তাদের সঙ্গ গ্রহণ করা। কারণ ওঠাবসা (المجالسة) থেকেই সাদৃশ্য (المجانسة) তৈরী হয়।

এই রমযানে সারা বিশ্বে কুরআন কারীমের কতগুলো খতম হয়েছে? এককোটি খতম? হতে পারে।

কিন্তু কয়জনে বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করেছে? তাদের সামনে কি প্রায় ২১৪-টা জিহাদের আয়াত পড়েনি? তাদের মনে কি কোনও ভাবনা জাগেনি? তাদের কি ক্ষীণতম প্রশ্নও জাগেনি, -আজ কি কোথাও কুরআনি আইন বাস্তবায়িত আছে?

থাকলে আমি কি তাদের সাথে আছি? তাদের সহযোগিতায় আছি? না থাকলে, আমি কি বাস্তবায়নের জন্যে কিছু করছি? করার ফিকির আছি?

করার চেষ্টা করছি?

তারা কি কুরআনের কথাগুলো মন দিয়ে পড়েনি? কুরআন তাদেরকে কিতাল করতে বলেছে! কাফেরদের প্রতি কঠোর হতে বলেছে! কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছে! যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাও কাফের! এসব কথা কি তাদের চোখের সামনে নিয়ে গুয়রেনি?

কুরআনি ভাষা: ১২৩

কুরআন কারীমের আলোচনা ভালো লাগে না! তবে আধুনিক পদ্ধতিতে হলে, শোনা বা পড়া যেতে পারে! কেন? পুরনো পদ্ধতিতে হলে কী সমস্যা? নতুন পদ্ধতিতে, আধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে, কুরআনের প্রচার-প্রসার করা, অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বলছি, শুধু কুরআন আমার ভালো লাগে না কেন? এই প্রশ্নটা নিজেকে করতে শেখা! গণমানুষের কাছে কুরআন কারীমকে পৌঁছাতে হলে, আধুনিক গণমাধ্যমের আশ্রয় নিতে হবে, এটা এখন নতুন কোনও কথা নয়। নতুন হল, গণমাধ্যমের কাছে আমরা কুরআন কারীমের খণ্ডিতাংশ পেয়ে থাকি। যারা গণমাধ্যমে কুরআনের প্রচার প্রসার করেন, তারা যদি সুনামে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করেন, তাহলে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি কুরআনের খণ্ডিতাংশেরই দাওয়াত দিচ্ছেন। এবং এটাকে তিনি যথেষ্ট মনে না করলেও, তার শ্রোতারা একসময় এই খণ্ডিতাংশকেই ‘পুরো’ কুরআন বলে বিশ্বাস করছে। কুরআন কারীম থেকে, ব্যতিক্রম কোনও বক্তব্য সামনে এলে, তারা মানতে চায় না। তারা বিশ্বাস করে, এমন কথা কুরআনে নেই। থাকলে, তাদের সেই ‘দায়ী’ অবশ্যই বলতেন।

কুরআনি ভাষা: ১২৪

এখন একটা প্রশ্নের বেশ চল!

-আকীদা বিষয়ক কিছু বইয়ের নাম সাজেস্ট করুন তো!

ব্যাস, হুড়মুড় করে দেদার বইয়ের নাম আসতে থাকে। আকীদা ঠিক করার জন্যে একটা বইই যথেষ্ট! কুরআন কারীম। আল্লাহর পরিচয় জানার জন্যেও।

আল্লাহ তা‘আলাকে ভালো করে চেনার জন্যে কী করা যেতে পারে?
আল্লাহ তা‘আলাকে চেনার সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর মাধ্যম হল
কুরআন কারীম। বিশেষ করে আল্লাহ তা‘আলা বড়ত্ব ও মহত্বের বর্ণনা
সম্বলিত আয়াতগুলো নিয়মিত বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করলে, ঈমান বৃদ্ধি
পায়। আমলে দৃঢ়তা আসে।

সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো। সূরা রা‘দ, সূরা ফুরকান, সূরা ফাতির,
সূরা মুলক। এসব সূরায় আল্লাহর পরিচয়, বড়ত্বকে সুন্দর করে ফুটিয়ে
তোলা হয়েছে। একটু খেয়াল করে, নিজের একটা রুটিন বানিয়ে নিতে
পারি। আল্লাহর পরিচয়কে নিবিড়ভাবে জানার জন্যে, সূরাগুলো
মাঝেমাঝে পড়তে পারি।

কুরআনি ভাষা: ১৭৬

কুরআন কারীমের সবকথা অকাট্য সত্য। বিজ্ঞানের সব কথা এখন পর্যন্ত
অকাট্য নয়। বিজ্ঞানের কিছু তত্ত্ব সময়ের সাথে সাথে ভুল প্রমাণিত হয়।
তাই বিজ্ঞানের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য।
কুরআন নাযিলের সময় ছিল না, চৌদ্দশত বছর পর আবিস্কৃত হয়েছে,
এমন কিছুকে কুরআন ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো ঝুঁকিপূর্ণ। শতভাগ নিশ্চিত
না হলে, নতুন কিছুকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা নিরাপদ নয়। আমি
বিজ্ঞানের একটা সূত্র দিয়ে কুরআনের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করলাম,
পরে দেখা গেল, সূত্রটি ভুল, কাফের অবিশ্বাসীরা এটা দেখে কুরআন
সম্পর্কে কেমন ভাববে? তাদের সন্দেহের মাত্রা কি আমি আরও বাড়িয়ে
দিলাম না?

কুরআনব্যাখ্যায় বিজ্ঞান একেবারে বর্জন করবো, এমন চিন্তা সঠিক নয়।
তবে সতর্ক থাকা কাম্য।

কুরআনি ভাষা: ১৭৬

কুরআন কারীমকে বলা নবীজির স্থায়ী মু‘জিয়া বা অলৌকিক বস্তু।
কেয়ামত পর্যন্ত এই মু‘জিয়া টিকে থাকবে। কিভাবে মুজিয়া? কুরআনের
মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটানো যায়? কুরআনের মাধ্যমে মৃতকে জীবিত

করা যায়? অসুস্থকে সুস্থ করা যায়?

সরাসরি হয়তো যায় না, তবে অন্যভাবে যায়। কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়াতের উৎস হিশেবে থাকবে। দুনিয়ার সমস্ত বই মিলে যা পারবে না, কুরআনের একটি আয়াত তা পারবে। কুরআনের মু'জিয়া মানে শুধু তার ভাষা ও বিন্যাসগত অলৌকিকত্ব নয়, এর বাইরে আরও অনেক কিছু।

আমার কাছে মনে হয়, কুরআন কারীমের সবচেয়ে বড় মু'জিয়া হল, কেয়ামত পর্যন্ত, যে কেউ প্রকৃত হেদায়াতের পিয়াসী হয়ে, কুরআনের আশ্রয় নিলে, সে কিছুতেই বঞ্চিত হবে না। হেদায়াত পেয়েই যাবে। বিদাত বা ভ্রান্তি তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। আফ্রিকার গহীন বনেও যদি কেউ কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, তার বেঁচে যাওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা।

কুরআনি ভাষা: ১৩৭

দ্বীন শেখার জন্যে কত বই কেনা হয়! দ্বীন শেখার জন্যে কত সময় অনলাইন অফলাইনে ব্যয় করা হয়। প্রতিদিন এ সময়ের চার ভাগের একভাগও যদি কুরআন কারীম ও তাদাব্বুরের পেছনে ব্যয় করা যেত, তাহলে শতগুণ বেশি দ্বীন শেখা যেত! হেদায়াত নসীব হয়ে যেত। এমনকি প্রতি মাসে কয়েক খতম কুরআনও তেলাওয়াত হয়ে যেত।

কুরআনি ভাষা: ১৩৮

মোবাইলে কুরআন কারীম তেলাওয়াতের বেশ প্রচলন হয়েছে আজকাল। ভালো। কিন্তু যদি কাগজে ছাপা হওয়া কুরআন কারীমও সময় সময় হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করা জরুরী। মোবাইলে তিলাওয়াত করতে বসলে ক্ষণে ক্ষণে মনোযোগ টুটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ছাপার অক্ষরের কুরআন নিয়ে বসলে, সে সম্ভাবনা থাকে না। আসল কথা হল, ছাপার অক্ষরে কুরআন কারীম নিয়ে বসার সুযোগ থাকলে, মোবাইলে না পড়াই উত্তম বলে মনে করেন অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম। একান্ত বাধ্য হলে, তখন মোবাইলে তিলাওয়াত করতে কোনও বাধা নেই।

কুরআনি ভাষা: ১৩৯

মুসলিম উন্মাহর পনেরশ বছরের ইতিহাস জুড়ে, গ্রীক দর্শনে সর্বোচ্চ

পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, পাশাপাশি কুরআন বোঝার ক্ষেত্রেও উম্মাহর প্রথম সারিতে অবস্থান রাখেন, এমন মানুষ হাতেগোনা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. ছিলেন এই ঘরানারই একজন। তিনি তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা কথা বলেছিলেন,
-আমি পুরো কালামশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছি। আমি দর্শনশাস্ত্রের নানা মতপথ নিয়েও সুবিস্তৃত পড়াশোনা করেছি। কিন্তু কুরআন কারীমের মতো উপকারী আর কোনও কিছুরকে পাইনি।

কুরআনি ভাষা: ১৬০

আমীরুল মুমিনীন (চতুর্থ খলীফা) আলি রা. একলোককে বলেছিলেন,
-তুমি বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে, কুরআন কারীমকে তিন প্রকারে তিলাওয়াত করা হবে।

- ১: একদল কুরআন পাঠ করবে আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্যে।
 - ২: একদল কুরআন পাঠ করবে দুনিয়া হাসিলের জন্যে।
 - ৩: একদল কুরআন পাঠ করবে তর্কে জেতার জন্যে।
- যে যেই জন্যেই পাঠ করবে, মনোবাঞ্ছা লাভ করবে।

কুরআনি ভাষা: ১৬১

মক্তব থেকে শুরু করে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার শেষ পর্যন্ত সবাই কত সুন্দর করে দলবদ্ধভাবে কুরআন কারীম তেলাওয়াত করে। তাফসীর পড়ে। যেন তারা (كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ) সীসাঢালা প্রাচীর। এ-বাঁধন কখনো যাবে না টুটে। আজীবন সবাই এক ও নেক হয়ে থাকবে। এক দেহে, এক মনে এক ধ্যানে, এক পানে, এক মানে!

কিন্তু হয় তার উল্টো। পড়ালেখা শেষ করার পর থেকেই একেকজনের চিন্তা একেক দিকে মোড় নেয়। কেউ মনে করে রাজনীতিই ইসলাম প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কেউ মনে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনই ইসলামের হতগৌরব ফিরিয়ে আনার মোক্ষম উপায়। কেউ মনে করে আত্মিক শুদ্ধি অর্জনই ইসলামের পুনর্জাগরণের পূর্বশর্ত।

অথচ কুরআন কারীম সেই একটাই!

সবাই এক কুরআন কারীম থেকে চিন্তা আহরণ করে। তারপরও মত ও পথ ভিন্ন হয়ে যায়। ভিন্নতা থাকবে, বিভিন্ন মত ও পথের কোনওটাই

একটা আরেকটার বিরোধী নয়। সবগুলোই একে অপরের পরিপূরক।
তারপরও কেন যেন, যে যারটা নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। আলাদা হয়ে পড়ে।
কী সুন্দর করে কুরআন পাঠের আসর বসিয়েছে!

কুরআনি ভাষা: ১৬৩

ফেরআওনের কুফরি, ঔদ্ধত্য আর ভ্রষ্টতার কথা যদি কুরআন কারীমে
সুস্পষ্টভাবে না থাকত, আজ একদল লোক তাকেও ‘শহীদ’ বানিয়ে ছেড়ে
দিত। ফলাও করে প্রচার করতো,
-সম্রাসীদেরকে ধাওয়া করতে গিয়ে, তিনি ডুবে মরে শহীদ হয়েছেন।
নাউযুবিল্লাহ।

কুরআনি ভাষা: ১৬৬

লূত আ.-এর কওমকে আল্লাহ তা‘আলা শাস্তি দিয়েছিলেন। তারা যে
পাপের কারণে শাস্তি পেয়েছিল, হুবহু একই পাপ আজ সমাজে বিদ্যমান।
তুরস্ক-তিউনিসিয়াতে রাষ্ট্রীয়ভাবেই বিদ্যমান। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া,
জর্ডান, আলবেনিয়া, মালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন (পশ্চিম তীর)-
এও জঘন্য পাপটি নিষিদ্ধ নয়। আর তিউনিসিয়াতে ইসলামি দল নাহদার
মৌন সম্মতিতেই কুরআনবিরোধী অনেক আইন পাস হচ্ছে। তিউনিসিয়ার
নারীবাদী ‘বুশরা বেলহাজ হামীদা’ যে প্রস্তাব তিউনিসিয়ান সংসদে পেশ
করতে যাচ্ছে, সেটা পাস হলে, দুনিয়াতে ‘নীতি-নৈতিকতা’ বলতে যে কিছু
আছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন জাগবে। আগের কওমসমূহের মতো যদি আল্লাহ
তা‘আলা বর্তমান মুসলিম উম্মাহকে ধরতেন, তাহলে কত আগে আসমানী
গযব এসে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলত! আমাদের অবস্থা আগের
কওমের চেয়েও খারাপ বিভিন্ন কারণে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারন
হচ্ছে,

-পূর্বেকার কওমের আলেমরা সব সময় নবীগনের সাথেই থাকতেন।
নবীগন না থাকলে, তারা নবীগনের দায়িত্ব পালন করতেন। জাতির
পাপকে অনুমোদন করতেন না। জাতির পাপের সামনে চুপ থাকতেন না।
কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণ উল্টো! কিছুসংখ্যক হলেও, ‘জানাশোনা’ মানুষ, হয়
পাপকে দেখেও না দেখার ভান করছেন অথবা পাপী শাসকের সাথে

‘হিকমতবশত’ বাহিক সদ্ভাব বজায় রাখছেন। তাদের যুক্তি হল,
-বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে, এমনটা করছি। শাসকের পাপকে মেনে
নিচ্ছি না, আপাতত চুপ থাকছি!

-শাসকের প্রশংসা করেন যে?

-শাসক ভালো কাজ করলে, সেটার প্রশংসা করে, তাদেরকে ভালো
কাজের প্রেরণা যোগাচ্ছি। এভাবে প্রশংসা করার মাধ্যমে, আস্তে আস্তে
শাসকের ভালো কাজের পরিমাণ বাড়বে। মন্দ কাজের পরিমাণ কমে
আসবে।

-যে শাসকের প্রশংসা করছেন, তার শাসনামলে তো এমন পাপকাজের
বৈধতাও দেয়া হয়েছে, যে পাপের কারণে, আল্লাহ তা‘আলা পূর্বে গোটা
একটা জাতিকে ধ্বংসিয়ে দিয়েছেন? আপনি প্রকারান্তরে শাসকের শরীয়াহ
বিরোধী ‘কর্মকাণ্ডের’ সাথেও থাকছেন না?

-শাসক এসব আইন বড় বড় শক্তির চাপে অনুমোদন দিতে বাধ্য হন। তিনি
ভেতরে ভেতরে এসব চান না। আমরাও চাইনা।

-ভেতরে ভেতরে না চাইলেও, আল্লাহর আযাব আসে, এমন পাপ
অনুমোদনকারীর সাথে আছেন! সরাসরি না হলেও অন্তত প্রশংসা করে!
এটাও কম বিপদজনক নয়!

-আমরা কী করতে পারি? হককথা বলতে না পারেন, তাহলে অন্তত
বাতিলের প্রশংসা করা থেকে চুপ থাকুন!

কুরআনি ভাষা: ১৬৪

ঈমান-আকীদা দুরন্ত হয় ‘ইলমের’ মাধ্যমে।

ভুল ‘ইলম’ অর্জন করলে, ঈমান-আকীদাতেও ভুল থেকে যাবে।

সঠিক ইলম অর্জন করেও অনেক সময় ঈমান-আকীদা দুরন্ত রাখা যায়
না।

যেমন, মদ নিষিদ্ধ হয়েছে কয়েকটা ধাপে। কেউ যদি প্রথম একটি বা দু’টি
ধাপ জানার পর, আর ‘ইলম’ অর্জন না করে, বসে থাকে, তাহলে ‘মদ’
সম্পর্কে তার ঈমান-আকীদা ঠিক বলে বিবেচিত হবে, মদ নিষিদ্ধের চূড়ান্ত
আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত!

কিন্তু মদ নিষিদ্ধের চূড়ান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরও যদি কেউ, মদের
ব্যাপারে আগের ‘ছাড়মূলক’ অবস্থানে অনড় হয়ে থাকে, সে ব্যক্তির ঈমান

নিঃসন্দেহে 'ঝাঁকির' মধ্যে আছে!

মোটকথা ঈমান-আকীদা ঠিক রাখার জন্যেও, ইলমে ও ইনফরমেশনে 'আপডেট' আনা জরুরী। শামে (সিরিয়াতে) বিভিন্ন দল সম্পর্কে শুরুতে যে 'ইলম' অর্জন করে রেখেছি, সে ইলম বর্তমানে (শেষে) এসেও যদি অকাটা বলে ধরে নিয়ে, অনড় হয়ে বসে থাকি, তাহলে কিন্তু আমি নিশ্চিত ভুলের মধ্যে পড়ে থাকার সমূহ সম্ভাবনা!

বিষয়টা ভেবে দেখার বিষয় বৈ কি!

আমরা সেই কবে থেকে, বারবার সতর্ক করে আসছি!

মানা না মানা, যার যার ব্যক্তিগত অভিরুচি।

কুরআনি ভাষা: ১৩৬

কেউ হানাফী, কেউ শাফেয়ী, কেউ মালেকী!

হানাফী হওয়ার পর, কেউ আত্মপরিচয়কে আরও স্পষ্ট করার জন্যে বলে 'দেওবন্দী'।

এই মাযহাবী পরিচয়ের বিরোধীতা করে আরো দল বেরিয়েছে।

তাদের কেউ নিজেদেরকে 'সালাফী'

কেউ আহলে হাদীস

কেউ 'আসারী'

বলে পরিচয় দিতে বেশ সুখ অনুভব করে। তারাই সত্যিকারের হকের উপর আছে, এমন একটা ভাবনার দ্যুতি, তাদের চোখমুখ দিয়ে 'ঠিকরে' বেরোতে চায়। আত্মপরিতৃপ্তি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। মাযহাবী পরিচয়ধারীদের প্রতি, তারা কেমন যেন করুণা আর হেলাভরা দৃষ্টিতে তাকায়,

-আহ বেচারারা! কী সব বেদাতি আকীদায় 'মুবতাল্লা' হয়ে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে মরছে!

আমরা বলি কি,

-এসব পরিচয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা শুধু 'মুসলিম' হবো!

এটাই কুরআনের কথা।

আল্লাহর কথা।

নবীজি সা.-এর কথা।

সাহাবায়ে কেরামের কথা।

এবার সবাই একযোগে হাঁক করে তেড়ে এসে বলবে,

-কীহ! আমরা তো মুসলিমই!

-তাহলে এসব 'নিকনেম' কেন? শুধু মুসলিমই বলুন! যাবতীয় 'দীর্ঘ-ঈকার' বাদ দিয়ে ফেলুন না।

কুরআনের আলোয় উড়ে যাক, যাবতীয় 'ঈ'।

কুরআনি ভাষা: ১৩৬

একদল দিনের মধ্যে যতবার নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামের কথা উদ্ধৃত করে, তার চেয়ে শতগুণ বেশিবার 'আবু হানীফা' রহ. বা আকাবেরে দেওবন্দের কথা উদ্ধৃত করে।

আরেকদল দিনের মধ্যে যতবার নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামের কথা উদ্ধৃত করে, তার চেয়ে শতগুণ বেশিবার 'ইবনে তাইমিয়া রহ.' আর মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব রহ.-এর কথা উদ্ধৃত করে।

আমরা বলি কি,

সবার আগে সরাসরি কুরআন কারীমে আসব!

তারপর সুন্নাহ।

তারপর সাহাবায়ে কেরামে।

কথায় কথায় কোনও 'রহ.'-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করব না।

তাদের কাছে যাবো না।

হাঁ, কোথাও আটকে গেলে, কুরআন কারীম বা সুন্নাহ না বুঝলে, 'রহ.'-এর কাছে যাবো। এটা কুরআন কারীমেরই নির্দেশ!

এবার সবাই তেড়ে এসে বলবে,

-আমরা তো তাই করি! আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা জানার জন্যেই তাদের কাছে যাই!

-সে তো যাবেনই। তাদের মাধ্যমেই তো আমরা দ্বীন পেয়েছি। তাদেরকে

বাদ দিয়ে ইসলাম সম্পূর্ণ হতে পারে না। তবে আমাদের কথা হল, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যেন কোনও মানুষের কাছে না যাই। প্রথম তিনটা ধাপেই যেন থাকার চেষ্টা করি।

ঈমান ও আমলের প্রেরণা খোঁজার জন্যে, শুরুতেই আবু হানীফা রহ. বা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কাছে যেন না দৌড়াই!

আগে সাহাবায়ে কেরাম শেষ করব।

তাদের জীবনীতে আমার কাঙ্ক্ষিত আদর্শ না পেলে,

তবে পরবর্তী কোনও 'রহ.'-এর কাছে দৌড়াব।

ইনশাআল্লাহ।

কুরআতি ভাষা: ১৩৭

শেষ সময়ে থাকবে শুধু কুরআন কারীম আর সুন্নাহ!

এছাড়া বাকি সব দল-মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ফিকহী 'তানাউ' (বৈচিত্র্য) বাকি থাকবে!

আমীন আস্তে ও জোরে উভয়টাই থাকবে (হয়তো)!

আল্লাহ তা'আলা আরশের উর্ধ্বে অবস্থান করছেন!

আল্লাহ তা'আলা আরশে ইস্তেওয়া গ্রহণ করেছেন এবং কোনও

স্থানকালের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়াই 'বিরাজমান' আছেন!

এই উভয় আকীদাও বোধ হয় থাকবে।

কিন্তু অন্য কোনও 'ী'-কারধারী নিকনেম থাকবে না।

সবাই মুসলিম হয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ মাহদী আসার সাথে সাথেই বোধ হয় সব দলমত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তার আগে থেকেই আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

কুরআতি ভাষা: ১৩৮

কুরআন কারীম জান্নাতের অংশ। কুরআনের সাহচর্যে কাটানো

সময়টুকুতে, আমি মূলত জান্নাতী আবহেই থাকলাম। দুনিয়ার বুকে

জান্নাতের আমেজ কত সহজেই আমাদের হাতের নাগালে! হাত বাড়ালেই জান্নাত!

দুনিয়ার যে কোনও বই না বুঝে পড়লে, কোনও উপকার হয় না। একমাত্র কুরআন কারীম তার ব্যতিক্রম! না বুঝে পড়লেও, বিস্ময়করভাবে (তাক্বিয়ায়ে নাফস) আত্মার পরিশুদ্ধি হয়ে যায়। তবে, কুরআন কারীম বোঝার চেষ্টা করা, প্রতিটি মুমিনের উপর আবশ্যিক। কারণ, কুরআন কারীম নাযিল হয়েছে, বোঝার জন্যে। মানার জন্যে।

‘পিপাসা’ বড় শক্তিশালী বস্তু। দুনিয়াতে অনেক রকমের পিপাসা আছে।

কারও জ্ঞানের পিপাসা!

কারও ধনের পিপাসা!

কারও জনের পিপাসা!

কারও মনের পিপাসা!

আবার কারও কারও ‘কা’বার পিপাসাও’ আছে। তাদের মন সব সময় কা’বার প্রতি ‘পিপাসার্ত’ হয়ে থাকে! কা’বার তৃষ্ণায় তারা হরদম ছটফট করতে থাকে। এমন পিপাসার্ত ব্যক্তি অতি দীন-দরিদ্র হলেও, আল্লাহ তা’আলা তাকে ‘কা’বার’ পানে ডেকে নিয়ে যান!

কারও কারও মনে আবার কুরআনের পিপাসাও থাকে। অজপাড়ার নিতান্ত সাধারণ মানুষ হয়েও, কুরআনের পিপাসা তাকে, অসাধারণের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। না বুঝে কুরআন পড়েও, মানুষটা হাজারো বইপড়-য়া মানুষের চেয়ে বেশি দামী হয়ে যায়। আর কুরআন বুঝে পড়লে তো কথাই নেই।

নিতান্ত আটপৌরে লোক, প্রচলিত অর্থে ‘মূর্খ’! শুধু দেখে দেখে কুরআন পড়তে পারেন, নিয়মিত পড়েনও, এমন লোক, অসংখ্য কুরআনহীন ‘জ্ঞানী’ মানুষের চেয়ে উত্তম!

পানির পিপাসা একসময় মিটে যায়। কিন্তু যার মনে একবার কুরআনের

পিপাসা ঠাঁই করে নিয়েছে, আর এই পিপাসা মেটে না। দিন দিন কুরআনের পিপাসা বাড়তেই থাকে! বাড়তেই থাকে!

কুরআনি ভাষা: ১৪৩

পানির অভাবে পিপাসার্ত ব্যক্তি মারা যায়। কিন্তু কুরআনের পিয়াসী ব্যক্তির মৃত্যু নেই। অনেক সময় দেখা যায়, পানি খুঁজতে খুঁজতে মরুচারী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কিন্তু কুরআনের পিপাসায় ছটফট করতে থাকা মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা ঠিকই কুরআনের কাছে নিয়ে আসেন! অথবা কুরআনকে তার কাছে নিয়ে আসেন!

কুরআনি ভাষা: ১৪৪

দুনিয়ার সমস্ত বই, কিছুদিন পর হয় বিলুপ্ত হয়ে যায়, নয়তো বিকৃত হয়ে যায়, একমাত্র ব্যতিক্রম কুরআন কারীম। সেই শুরুতে যেমন ছিল, আজো তেমনি। দুনিয়ার বইগুলো কিছু সময় পর, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, কুরআন সব সময়ের জন্যে প্রাসঙ্গিক।

কুরআনি ভাষা: ১৪৫

মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে নানা ফিরকা ও মতাদর্শীর ছড়াছড়ি। কোনও কোনও ফিরকা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রান্ত! কোনও কোনও ফিরকা, ছোটখাট ভ্রান্তির শিকার। কুরআন কারীম থেকে যে ফিরকা যত দূরে, তাদের ভ্রান্তির মান ও পরিমাণও তত!

কুরআনি ভাষা: ১৪৬

‘আকাবির’ ও ‘সালাফ’!

দুটি শব্দ!

এক ঘরানার লোকজনের মধ্যে ‘আকাবির’ শব্দের প্রচলন! তারা ‘সালাফ’ শব্দটাও ব্যবহার করে। তবে আকাবির শব্দের প্রচলনটা তুলনামূলক বেশি। আরেক ঘরানার লোকজন ‘সালাফ’ শব্দটা ব্যবহার করে। আকাবির শব্দের সাথে তাদের তেমন একটা ‘লেনাদেনা’ নেই।

দু'টো শব্দকে যথাস্থানে রেখে, আরেকটি নববী শব্দকে সামনে আনতে চাই,
'খাইরুল কুরান'

এই শব্দের ব্যবহারও আছে। উভয় ঘরানার লোকজনই শব্দটা ব্যবহার করে। একদল 'আকাবির' শব্দকে, তাদের মতাদর্শের নির্দিষ্ট কিছু আলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। আরেকদল 'সালাফ' শব্দকে তাদের পছন্দের কিছু আলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

আমরা বলি কি, সবকিছু ঠিক আছে। তবে আমরা আপাতত খাইরুল কুরানের প্রথম দুই খাপকে প্রাধান্য দিয়ে পথচলার চেষ্টা করি।

ক: নবীজি সা.এর যুগ।

খ: সাহাবায়ে কেরামের যুগ।

এই দুই যুগই মূলত 'কুরআন কারীমের' যুগ! এর পরে গেলেই সমস্যা শুরু হয়ে যায়। আমরা এই দুই যুগের 'কুরআন' ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরি। তারপর না হয়, পরের দিকে এলাম!

কুরআনি ভাষা: ১৪৬

আপনার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলা আয়াত কি?

প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে, অনেকেই থমকে যায়! ভাবতে বসে! তার মানে এমন আয়াত নেই অথবা আয়াতটা সবসময় 'মনোছবি' হয়ে হৃদয়পটে ভেসে থাকে না।

কুরআনি ভাষা: ১৪৭

সুলাইমানের মতো রাজত্ব চান?

-জি!!

-তাহলে আপনাকে রাজ্যে বাস করা পিঁপড়ার অনুভূতিও বুঝতে শিখতে হবে।

আলাইহিমুস সালাম।

কুরআনি ভাষা: ১৪৮

-ইউসুফের মতো সৌন্দর্য চান?

-জি।

-তাহলে নারীর লোভনীয় আহ্বানকে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হতে হবে।

.আলাইহিমুস সালাম!

কুরআতি ভাষ্য: ১৪৯

-আয়েশার মতো হতে চান?

-জি!

-তাহলে দুষ্টলোকের মিথ্যা অপবাদের গঞ্জনা সহ্যে অভ্যস্ত হতে হবে!

.
রাদিয়াল্লাহু আনহা। ওয়া রাদু আনহু।

কুরআতি ভাষ্য: ১৪৯

-আয়েশার মতো হতে চান?

-জি!

-তাহলে দুষ্টলোকের মিথ্যা অপবাদের গঞ্জনা সহ্যে অভ্যস্ত হতে হবে!

.
রাদিয়াল্লাহু আনহা। ওয়া রাদু আনহু।

কুরআতি ভাষ্য: ১৫০

ওহীর ভাৱে পাহাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়! ওহীর ভাৱে নবীজি শরীর থেকে দরদর করে ঘাম বের হতে থাকে! ওহীর কারণে নবীজি বারবার রক্তাক্ত হতে থাকেন!

আর আপনি সে ওহীর ধারকবাহক দাবী করে, সামান্য ক'টা টাকা বা তুচ্ছ কোনও 'পদ', ঠুনকো কোনও 'হুমকি', নগন্য কোনও 'প্রাপ্তি' উপেক্ষা করতে পারবেন না?

কুরআতি ভাষ্য: ১৫১

কুরআন কারীম 'নিকৃষ্টতম' কাফেরকেও চমুকের মতো সম্মোহনী আকর্ষণ দিয়ে কাছে টেনে এনেছিল! রাতের পর রাত, একঠাঁয় দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত শুনতে বাধ্য করেছিল!

আপনি কুরআনে বিশ্বাসী বলে দাবী করার পরও, সেই একই কুরআন

আপনাকে কেন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না?

আজ কি আলাদা করে তিলাওয়াত তাদাব্বুর হয়েছিল?

কুরআনি ভাষা: ১৫২

দ্বীন ইসলামের নানা দিক আছে। একেকজন একেক দিক নিয়ে কাজ করেন। কেউ কুরআন নিয়ে কাজ করেন। কেউ সুন্নাহ নিয়ে কাজ করেন। যে যে দিক নিয়ে কাজ করেন, শয়তান তার কাছে, সেই পথ ধরেই আসে। কুরআন নিয়ে কাজ করলে, কুরআনের পথ ধরে আসে। সুন্নাহ নিয়ে কাজ করলে, সুন্নাহর পথ ধরে আসে।

একজন পুরুষের জন্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল নারী।

একজন নারীর জন্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল 'পুরুষ'।

ধার্মিক পুরুষের কাছে শয়তান আসবে নারী ধার্মিকের 'সুরতে'।

কুরআন সুন্নাহ নিয়ে জীবন কাটালেই শয়তানের ফাঁদমুক্ত হয়ে যায় না কেউ। সবাইকেই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা আবশ্যিক। সব সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাওয়া ভীষণ জরুরী। নিজে নিজে সতর্ক থেকে পার পাওয়ার আশা করা বাতুলতা।

কুরআনি ভাষা: ১৫৩

পড়ালেখায় মনোযোগ বসে না, আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে না, নজরের হেফাযত হয় না, আরও আরও নানা সমস্যা! চারপাশে চরম বৈরী প্রতিকূল পরিবেশ, দ্বীন মানা যাচ্ছে না! সমাধান কি? কেউ কেউ এই প্রশ্নটি করেন। গতকালও একজন করল! কুরআন কারীমে এর সমাধান দেয়া আছে!

এসব সমস্যার প্রায় সবগুলোই ইসলামের শুরুর দিকে ছিল। বিশেষ করে প্রতিকূলতা। আল্লাহ তা'আলা নবীজি সা. ও সাহাবায়ে কেরামকে একটা অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন।

= তাহাজ্জুদ!

সালাত ফরয হওয়ার আগে, জিহাদ ফরয হওয়ারও আগে, আল্লাহ তা'আলা নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্যে, তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হল, তাহাজ্জুদ পড়াকে, কুরআন কারীমে, জ্ঞানের মানদণ্ড আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিষয়টা আগে জানা ছিল না।

(তাহাজ্জুদ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিস্ময়কর সব কথা আছে। দুয়েকদিনের মধ্যে, একটি দিনলিপিতে বিষয়টা উঠে আসবে ইনশাআল্লাহ। দু'আর দরখাস্ত)।

কুরআনি ভাষা: ১৫৪

পার্শ্ব জীবনের স্বরূপ কি?

ইউসুফের সৌন্দর্যের সাথে তার পিতার শোক আর ভাইদের গান্ধারির সমন্বয়েই পার্শ্ব জীবন।

কুরআনি ভাষা: ১৫৬

কুরআন কারীম হৃদয়ের বসন্ত। কুরআন কারীমকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী বানিয়ে নেয়ার অর্থ, আমার জীবনকে সার্বক্ষণিক বসন্তময় করে রাখলাম।

কুরআনি ভাষা: ১৫৭

কারো বর্তমান দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা মোটেও উচিত নয়। নবীগন ছেলেবেলায় মেষ চরিয়েছেন। বড় হয়ে তারা সবাই জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কুরআনি ভাষা: ১৫৮

কুরআন কারীম পড়তে বসলেই মুসা আ. ও ফিরআওনের ঘটনা সামনে আসে। প্রায়ই একটা বিষয় কিছুতেই মাথায় আসত না। ফেরআওন রাষ্ট্রপরিচালনায় এত বুদ্ধিমান ছিল, তার অত্যন্ত যোগ্য একদল মন্ত্রিপরিষদ ছিল, কিন্তু তারপরও তারা মুসার দেখাদেখি কিভাবে লোহিত সাগরে নেমে গেল? তাদের কারও মাথাতেই কেন এল না, সদ্য সাগরচিহ্নে তৈরী

হওয়া পথটা স্বাভাবিক পথ নয়? যে কোনও মুহূর্তে পথটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে? সাগর আগের মতো দু'পাশ থেকে মিলে যেতে পারে?

সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা দেখে, অপরিণামদর্শী শাসকদের হঠকারি কর্মকা-
দেখে, খটকা দূর হয়েছে। মাজলুমের দু'আ আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দেন
না। জালেমের জুলুম যখন সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে, আল্লাহ তা'আলা
জালেমের কা-জ্ঞান লোপ পাইয়ে দেন। ফলে তারা উল্টাপাল্টা কাজ
করতে শুরু করে। যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। জালিমের
উল্টাপাল্টা আচরণ বোধ হয়, মাজলুমের বদদু'আরই ফল।

কুরআনি ভাষা: ১৬৯

কুরআন কারীম বলছে, আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত (خير أمة)। তাহলে আমাদের
সবকিছুই শ্রেষ্ঠ হবে। আমাদের ইতিহাস, আমাদের সভ্যতা, আমাদের
সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র (খিলাফা), সবই শ্রেষ্ঠ। যদি আমরা কুরআনি 'উম্মাহ'
হতে পারি, তবেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারব।

কুরআনি ভাষা: ১৬০

সবচেয়ে বড় কাফেরের ঘরনি হওয়ার পরও ঈমানের উপর অটল ছিলেন,
ফিরআওনের স্ত্রী। সবচেয়ে বেশি সময় (৯৫০) ধরে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া
ব্যক্তির ঘরনি হয়েও কাফের থেকে গেছে নূহ আ.-এর স্ত্রী। হেদায়াত
আল্লাহর বিশেষ দান। সব সময় আল্লাহর কাছে হেদায়াত তলব করে
যাওয়া আবশ্যিক। মুখস্থ বাকবাকুম না করে, অন্তত একটু হলেও বুঝে শুনে
সূরা ফাতিহার পঞ্চম আয়াতটা পড়তে পারি। সলাতে ও বাইরে।

কুরআনি ভাষা: ১৬১

কতকিছুর আপডেট রাখি নিজের কাছে। খেলার আপডেট, শেয়ার
বাজারের আপডেট, লেটেস্ট মডেলের আপডেট, লেটেস্ট ভার্সনের
আপডেট, হলি-বলি-টলি-টলির আপডেট। আপডেটের শেষ নেই। এতকিছু
আপডেট রাখি, শুধু নিজের আমলের অপডেট রাখি না। কুরআন কারীম

আমাকে এতকিছুর আপডেট রাখতে বলে না। কুরআন কারীম শুধু আমার নিজের আমলের আপডেট রাখতে বলে। বাকিসব প্রয়োজনীয় আপডেট আল্লাহ তা‘আলাই করে দেবেন।

কুরআনি ভাষা: ১৬৩

একজন প্রশ্ন করল, অনেক হাদীসের কিতাবে ‘কিতাবুত তিব্ব’ নামে একটা অধ্যায় থাকে। কুরআন কারীমে এমন কোনও সূরা নেই কেন? -কুরআন কারীম পুরোটাই উম্মতের জন্য শিফা। আরোগ্য। হাদীসের কিতাবে চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যায়গুলোতে সাধারণত শারীরিক আরোগ্য নিয়ে আলোচনা থাকে। কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াত,
ক: আত্মিক রোগ,
খ: চিন্তার রোগ,
গ: সমাজের রোগ,
ঘ: ক্ষেত্রবিশেষে শরীরের রোগও সারিয়ে তোলে।

কুরআনি ভাষা: ১৬৬

অনেকেই মনে করি, জাহ্নামে ‘হুরগণ’ রূপে গুণে অতুলনীয় হবেন। এই জানায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু একটা জায়গায় কারো কারো ভুল হয়ে যায়, মনে করি, জাহ্নামী হুরগণই জাহ্নামের শ্রেষ্ঠ নারী হবেন। এটা ঠিক নয়,
দুনিয়ার নারীরা জাহ্নামে যাওয়ার পর, তাদের অবস্থাই বদলে যাবে। জাহ্নামে দুনিয়ার নারীগণ জাহ্নামী হুরের চেয়ে রূপে গুণে মর্যাদা সব দিক দিয়ে বহু বহু গুণ এগিয়ে থাকবেন। ইমাম কুরতুবি সুন্দর করে বিষয়টা তুলে ধরেছেন।
পাশাপাশি এ-বিষয়টাও মাথায় রাখা জরুরী, আমি যার সাথে ঘর করছি, তিনি যদি দ্বীনদার হন, তাহলে আমি দুনিয়াতেই জাহ্নামী বিবির সাথে ঘর করছি। দুনিয়ার বিবি জাহ্নামেও আমার বিবি হবেন। জাহ্নামে তিনি হুরের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদাবান হবেন। দুনিয়াতে থাকতেই আমি আমার জীবনসঙ্গীকে জাহ্নামি মর্যাদায় গুরুত্ব দিতে শুরু করতে পারি।

কুরআনি ভাষা: ১৬৪

কুরআন কারীমে সুনির্দিষ্ট জাতিবাচক নাম ধরে কোনও প্রাণীর গোশত হারাম করা হয়নি। শূকর (خنزير) অদ্ভুত ব্যতিক্রম। একমাত্র শূকরের নাম ধরেই তার গোশত হারাম করা হয়েছে। অথচ আরবে তখন শূকর খুব একটা পরিচিতও ছিল না। যেটা হাতের কাছে নেই, তেমন পরিচিতও নয়, এমন একটা প্রাণীর গোশত হারাম ঘোষণা করা, বিস্ময়কর ছিল না?

কুরআন কোনও স্থানকালপাত্রের সাথে সীমাবদ্ধ কিতাব নয়। কুরআন সব সময়ের। কুরআন সব স্থানের। কুরআন সব জাতির। চৌদ্দশত বছর পর এসে, বুঝতে পারছি, কুরআন কারীম সেদিন কেন শূকরের গোশত হারাম করেছে। আজ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত গোশতগুলোর মধ্যে, শূকরের গোশত শীর্ষে। কুরআন কারীম বিশ্বজনীন কিতাব। কুরআন কারীম সর্বজনীন কিতাব।

কুরআতি ভাষা: ১৬৬

মারয়ামের মতো পূতপবিত্র কুমারি বিয়ে করার ইচ্ছে?

তাহলে ইউসুফের মতো সচ্চরিত্র হতে হবে যে!

عليهم السلام

কুরআতি ভাষা: ১৬৬

কুরআন কারীম আমাদের রোগ এবং উপশম দু'টোই নির্ণয় করে দিয়েছে।

রোগ হল: গুনাহ।

উপশম: ইস্তেগফার।

কুরআতি ভাষা: ১৬৭

আমি কাউকে ভালোবাসলে, পছন্দ করলে, তার কাছে নিজের একান্ত গোপন কথা বলি। কিন্তু আমি কুরআন কারীমকে ভালোবাসলে, কুরআন কারীম আমাকে তার 'গূঢ়' মারেফত দান করে। তখন কুরআনের প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পায়। কুরআন কারীম আমাকে যত 'ইলম' দান করে, কুরআনের প্রতি আমার ভালোবাসা তত বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে এমন হয়, কুরআন কারীমের সাথে সময় কাটানোর মতো মজা আর কোনও কিছুতে অনুভূত হয় না। অবস্থা দাঁড়ায়, দুনিয়ার সমস্ত মজা-

আনন্দ একদিকে, কুরআনের মহব্বত আরেকদিকে।

কুরআনি ভাষা: ১৬৮

মোহরানা দিতে হবে ‘খুশি মনে’। মোহরানা কিভাবে পরিশোধ করবে? কুরআন কারীমে (نَحْلَةً) বলা হয়েছে। মোহরানা পরিশোধের সময় মনের মধ্যে কোনও রকমের কষ্ট রাখাই যাবে না। সম্পূর্ণ স্মৃতিমানসিকতায় মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এখন যে পরিমাণ মোহরানা নির্ধারণ করা হয়, পরিশোধ করা তো পরের কথা, মোহরানা নির্ধারণ করার সময়ই মনকষাকষি শুরু হয়ে যায়। যে বিয়ে শুরু হয়, কুরআনবিরোধী মানসিকতা নিয়ে, তাতে বরকত থাকতে পারে না। মোহরানা কেন বেশি নির্ধারণ করা হয়? অন্যতম প্রধান কারণ থাকে, টাকার ভয়ে হলেও যাতে, ছেলেপক্ষ বিয়ে না ভাঙে, স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে। যে বিয়ে শুরুতেই ভাঙার আশংকা দিয়ে শুরু হয়, তাতে বরকত আসবে কি করে?

কুরআনি ভাষা: ১৬৯

সমুদ্রের বুকেচেরা রাস্তা দেখে ফেরআওন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। সে ভেবেছিল, এই অযাচিত পথ বেয়ে অসহায় মাযলুম নবী ইসরায়েলকে পাকড়াও করতে পারবে। ঐ ব্যাটা বুঝতে পারেনি, তাকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা‘আলার একটা চিরন্তন নীতি হল, তিনি জালেমের সামনে ধ্বংসের পথকে মুক্তির পথের মতো করে দেখান। জালিমও নিশ্চিন্ত মনে আগে পা বাড়ায়। এগিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে।

কুরআনি ভাষা: ১৭০

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে উৎকৃষ্ট হুঁচে (أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ) সৃষ্টি করেছেন। আবার একসময় মানুষকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হীনতম অবস্থায় (أَسْفَلَ سَافِلِينَ) পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, ইবাদতের (لِيَعْبُدُون) জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজকর্মে চতুষ্পদ জন্তুর (أَضْلَى) মতো হয়ে যায়। কেউ কেউ আগে বেড়ে আরও বেশি (أَضْلَى) মতো হয়ে যায়।

কুরআনি ভাষা | 86

৮) বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

কুরআনি ভাষা: ১৭১

আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে তিন ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন,

১: যারা সুদী লেনদেন করে। কারণ সুদের মাধ্যমে সবল দুর্বলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

২: যারা আল্লাহর ‘ওলীগনের’ সাথে শত্রুতা রাখে। কারণ তারা মুসলিহ বা সংশোধনকারীর প্রতি বিদ্বেষবশত যুদ্ধ করে।

৩: যারা শিরক করে। কারণ তারা শিরকের মাধ্যমে তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

কুরআনি ভাষা: ১৭২

১: রক্তসম্পর্কের আত্মীয় হলেই হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায় না। পোশাকাশাকে মিল হলেই সমমনা হয়ে যায় না। সূরত-সীরাত এক হলেই আপন হয়ে যায় না। রক্তের সম্পর্কের ভাইয়েরাও বলেছিল, ইউসুফকে হত্যা করে ফেল (اقْتُلُوا يُوسُفَ)।

২: বিকল্প ব্যবস্থা হিশেবে বলেছে, তাকে অন্য কোনও স্থানে ফেলে আস (اَطْرَحُوهُ أَرْضًا)।

৩: অথচ কোথাকার কোন রাজা, যার সাথে জীবনে দেখা হয়নি, কথা হয়নি। তিনিই বড় আপনার মতো দরদী হয়ে নিজের স্ত্রীকে বললেন, ইউসুফকে সম্মানজনকভাবে রাখবে (أَكْرَمِي مَثْوَاهُ)।

৪: মানুষের সামনে যখন স্বার্থ চলে আসে, আপন ভাই হলেও ছাড় দেয় না। দেখে দেখে মাথায় বাঁশের বাড়ি দিয়ে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপে না।

কুরআনি ভাষা: ১৭৩

আমি দুনিয়ার প্রায় সমস্ত উপভোগ করেছি। দুনিয়ার রূপরসগন্ধের স্বাদ চেখে দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কালাম নিয়ে একাকি সময় কাটানোর মতো উপভোগ্য কাজ আর কোনও কিছু পাইনি।

-শায়খ আলি তানতাবী রহ.।

ইসলাম গ্রহণ করার পর, আমি যে কোনও মূল্যে চেষ্টা করতাম জামাতে হাজির হতে। জামাতে শরীক হলে কুরআন তেলাওয়াত শোনা যায় তাই।

আমাকে প্রশ্ন করা হত,

-আপনি তো আরবী বোঝেন না, তিলাওয়াত শুনে কী লাভ হয়?

-আচ্ছা বলুন তো, শিশু মায়ের কথা শুনে শান্ত হয়ে যায় কেন? সে কেন মায়ের গলার স্বর পেয়ে কান্না থামিয়ে দেয়? সে কি মায়ের কথা বোঝে?

আমার অবস্থাও তাই। আমি আজীবন এই আসমানী 'স্বরের' ছায়াতলে থাকতে চাই।

-জনৈক নবমুসলিম।

আমাদের বিচারবুদ্ধিতে দুনিয়া চলে না। আমার মানবীয় বিদ্যাবুদ্ধিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে, অনেক বিষয়েই আমার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ওহী ও কুরআনের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। চাচী-মামীর সাথে দেখা দেয়া হারাম করেছে। মদজুয়াসুদকে হারাম করেছে। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে অতি সাধারণ বিষয়কে হারাম করেছে, অথচ দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করেনি। আমাকে আইন প্রণয়ন করতে দিলে, আমি কী করতাম? কোনটা আগে নিষিদ্ধ করে দিতাম? চোখবুজে ওহীর অনুসরণ করাই আমার জন্য নিরাপদ।

আল্লাহর তাওফীকই আসল কথা। দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ কি? আল্লাহর যিকির। আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত। কিন্তু সবার ভাগ্যে কি যিকির-তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য জোটে? না, জোটে না। কেন জোটে না? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক আসে না, তাই যিকিরের সৌভাগ্য নসীব হয় না। আমি কি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছি? আমি আল্লাহর তাওফীকপ্রাপ্ত কি না?

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুখ কি? দুনিয়ার বুকে বান্দার শ্রেষ্ঠ অর্জন কি? আল্লাহর যিকির আর আল্লাহর কালামে মজা পাওয়া। কোনও বান্দা যদি আল্লাহর কালামে মজা পায়, তাহলে বুঝতে হবে, দুনিয়ার সেরা সুখ ও সৌভাগ্য আল্লাহ তাকে দান করেছেন।

কুরআনি ভাষা: ১৭৮

‘বিশ্বজগত’ আল্লাহ তা‘আলার নিরব ‘কুরআন’।

‘কুরআন’ আল্লাহ তা‘আলার সরব ‘বিশ্বজগত’।

কুরআন কারীম নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহকে চেনার জন্য। বিশ্বজগতে আল্লাহকে চেনার হাজারো নিরব উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

কুরআনের আয়াতে, শব্দেও আল্লাহকে চেনার অসংখ্য উপাদান ছড়িয়ে আছে।

কুরআনি ভাষা: ১৭৯

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, ‘অধিকাংশের’ মতামত দ্বারা যদি সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করাটা যথার্থ পদ্ধতি হত, তাহলে অধিকাংশ নবীই (নাউযুবিল্লাহ) ‘মিথ্যা’ প্রমাণিত হতেন। কওমের ভোটে লুত আ. মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। ফেরআওন ও তার কওমের ভোটে মুসা আ. মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। আবু জাহল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ভোটে মুহাম্মাদ সা. মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। ইবরাহীম, শু‘আইব, হুদ, সালেহ, হারুনসহ প্রায় সব নবীরই একই অবস্থা হত।

অধিকাংশের মতামত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সেটা যদি ‘ওহীর’ বিরুদ্ধে যায়, সে মতামতের সাথে বিশেষ সমস্ত মানুষের ভোট থাকলেও সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শুধু নবীগন কেন, প্রথম খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটার দিকে তাকালেও বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক যুক্তি ও পর্যালোচনা যেকোনো যাক্ষিল, তার লাগাম ছেড়ে দিলে, আবু বকর রা. খলীফা হতে পারতেন কি না সন্দেহ। কারণ মদীনায় আনসারের সংখ্যাই বেশি ছিল। কিন্তু আবু বাকর রা. অধিকাংশের মতামতের বিপরীতে ওহী নিয়ে এসেছিলেন। নবীজির হাদীস পেশ করে বলেছিলেন, ‘খলীফা’ নির্বাচিত হতে হবে কুরাইশ থেকে। ব্যস, আনসারগণ আর কোনও কথা

বাড়ালেন না। ওহীর সামনে মাথা পেতে দিলেন। বর্তমানেও তাই।
অধিকাংশের মতামত হকের বিরুদ্ধে গেলে গ্রহণযোগ্য হবে না। খলীফা
হলেও, কুরাইশ থেকেই হতে হবে। সাধারণ শাসক, অন্য বংশ থেকে হতে
পারে।

কুরআনি ভাষা: ১৮০

আমি যে দুনিয়ার পেছনে ছুটছি, সে দুনিয়ায় পিতা আদম আ.-কে
শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষায় পাস করে আবার জান্নাতে
গিয়েছিলেন। আমিও পরীক্ষার্থী। তা কেমন চলছে পরীক্ষা?

কুরআনি ভাষা: ১৮১

১: জাহিলিয়াত মানে? ওহীর বিপরীত অবস্থান। কুরআন ও সুন্নাহর
বিপরীত অবস্থান। নবীজি সা.-এর আগের যুগকে কুরআন কারীম
'জাহিলিয়াহ' বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরাইশ তাদের জাহিলিয়াতের
কারণে নবীজির বিরোধিতা করেছিল। তাদের বিরোধিতার কারণ ছিল,
তাদের বাপ-দাদা। তারা বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়নি।
২: বর্তমানের জাহিলিয়াত সে যুগের জাহিলিয়াত থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ?
আগের জাহিলিয়াহ বাপ-দাদাকে অনুসরণ করত। এখনকার জাহিলিয়াহ
জন্মশত্রু কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করে।

কুরআনি ভাষা: ১৮২

একটি গাছ থেকে হাজার-হাজার ম্যাচের কাঠি তৈরি হয়। একটি 'কাঠি'
দিয়েই হাজার হাজার গাছ জ্বালিয়ে দেয়া যায়। একটি নেতিবাচক চিন্তাও
এমনি হাজারো 'আশাকে' জ্বালিয়ে দিতে পারে। কুরআন কারীম যাবতীয়
নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আমাদের মাঝে
বিদ্যমান। মনে কোনও নেতিবাচক চিন্তা উকি দিতে চাইলেই কুরআন
কারীম নিয়ে বসে যাওয়া।

কুরআনি ভাষা: ১৮৩

রাব্বের কারীমের একজন 'বান্দার' সৌন্দর্য দেখে শহরের নারীরা হাত
কেটে ফেলেছে। ইয়া রাব্বাহ, আপনার একজন বান্দা যদি এত সুন্দর হয়,
কুরআনি ভাষা | 90

না জানি আপনি কত সুন্দর!

কুরআনি ভাষা: ১৮৩

সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে, মসজিদে আকসার আলোচনা দিয়ে। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস জয় সম্পর্কে আলোচনা আছে। কুরআন (القرآن) শব্দটি পুরো কুরআনে সর্বমোট ৬৮বার এসেছে। তার মধ্যে এগার বার এসেছে সূরা বনী ইসরায়েলে।

এ-থেকে কেউ কেউ বলেন, কুদস জয় করতে হলে, এই উম্মাহকে আগে কুরআন কারীমকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। নিজেদের হতে হবে কুরআনি প্রজন্ম। তবেই কুদস জয় করা সম্ভব হবে।

কুরআনি ভাষা: ১৮৩

একটাই ছেলে। বুঝের বয়েস হয়েছে। মায়ের সাথে সুখ-দুঃখের কথা বলার মতো বুদ্ধিশুদ্ধিও হয়েছে। একদিন মায়ের কাছে বায়না ধরল, -আম্মু, আমার যদি ওই বাড়ির রশীদের মতো আরেকটি ভাই হত! -আরেকটি ভাই হলে কী হত?

-তাহলে আমি তার সাথে খেলতে পারতাম।

-আচ্ছা বুঝেছি, তোমাকে কাবীলের গল্প বলার সময় হয়েছে।

-আম্মু কাবীল কে?

-কাবীল হল.....!!!

কুরআনি ভাষা: ১৮৪

রাতের শেষভাগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মুমিনের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকা উচিত রাতের শেষভাগে জেগে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর। একান্তই যদি জেগে উঠে সলাতে দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, শুয়ে শুয়ে অন্তত একবার 'ইস্তেগফার' করাও কি সম্ভব নয়? মুত্তাকির একটা বৈশিষ্ট্য এটাও যে, শেষরাতে ইস্তেগফার করবে। আধো ঘুম আধো জাগরণেও কি একবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতে পারব না? কোনও রকমে? চোখ বন্ধ করেই? আস্তাগফিরুল্লাহ? শুয়ে শুয়েই অন্তত একটি দু'আ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাবেব কারীমের দরবারে একটি 'আবেদন' করাও কি কঠিন? আরামের ঘুমও হল, মুত্তাকির তালিকায় নামও উঠল? সহজ নয় কি?

দু'টি সহজ ইবাদতের কথা অনেক সময় ভুলে যাই,

ক: আফসোস।

খ: অনুতাপ।

ইবাদত মানে কি? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু করা। আমি ইবাদত করতে পারছি না, কিন্তু করতে না পারার জন্য আফসোসও যে করি না? এই আফসোসওতো একটি ইবাদত। মুতাকির একটি বৈশিষ্ট্য হল, রাতে কম ঘুমবে, বেশি ইবাদত করবে। সলাত আদায় করবে। ইস্তেগফার করবে। তিলাওয়াত করবে। না পারলে? সম্ভব না হলে? সাময়িকের জন্য বিকল্প আছে। ইবাদতটা করতে না পারার জন্য আফসোস করা। আফসোস কখন হবে? আমি ইবাদতটা করার নিয়্যাত রাখলে। নিয়্যতই যদি না রাখি আফসোস আসবে কিভাবে?

যতই সতর্ক থাকি, গুনাহ হয়েই যায়। গুনাহ হয়ে গেলে কী করণীয়? সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করা। অনুতাপও একটি ইবাদত। আমি আমার কাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

আমি দুনিয়ার জীবন কাটাচ্ছি হেসেখেলে। গুনাহের সাগরে ডুবে থেকেও ভাবছি শেষ বিচারে যেনতেনভাবে পার পেয়ে যাব। কিন্তু আমার ভুলে গেলে চলবে কি করে, আদম আ.কে মাত্র একটি গুনাহের কারণে জান্নাত থেকে বের করে, দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

চাঁদ আল্লাহ তা'আলার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

কুরআন কারীমে চাঁদ বোঝাতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ক: ক্বমার (قَمَرٌ)। শব্দটা ২৭ বার আছে পুরো কুরআন কারীমে।

খ: হিলাল (هلال)। নতুন চাঁদ। কুরআনে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে (الْأَهْلَةُ)।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চাঁদ দেখতে পারার সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জোটে? চাঁদ

দেখা কি শুধু কবিদের কাজ? একজন মুমিনও চাঁদ দেখতে পারে।
ইবাদতের নিয়তে। চাঁদকে আল্লাহ তা‘আলা আয়াত বা নিদর্শন বলেছেন।
আল্লাহ তা‘আলা তার নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। নিদর্শন
নিয়ে চিন্তা করা ‘যিকির’। যিকিরই ইবাদত।
জানলা দিয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ার আনন্দ বলে বোঝাবার
মত নয়। আল্লাহর অপূর্ব এক ‘ঝলসানো রুটি’ নিয়ে ভাবা শিক্ষণীয়
ইবাদত। এই ইবাদতই প্রতিনিয়ত করার সৌভাগ্য আল্লাহ তা‘আলা
কাউকে কাউকে দিয়েছেন।

কুরআনি ভাষা: ৬৬৪

গাড়ি ভাড়া করতে এসে দেখ, চালক নিবিষ্ট মনে কুরআন তিলাওয়াত
করছে। দরদাম করে গাড়িতে উঠেই যাত্রী প্রশ্ন করল,
-কেউ মারা গেছে বুঝি?
-কেন একথা বলছেন?
-তন্ময় হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখলাম!
-জি, মারা গেছে। আমার কলব মারা গেছে।